[illegible]

(সত্য ঘটনামূলক উপন্যাস)

শ্রীতারাপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়

ভূদেব পাবলিশিং হাউস—কলিকাতা।

আশ্বিন—১৩৩২

মূল্য—পাঁচ সিকা।

শ্রীকুমারদেব মুখোপাধ্যায়
নুখোদয় প্রেস
৪৪ নং মাণিকতলা ষ্ট্রীট্, কলিকাতা

উৎসর্গ পত্র।

যে বালিকা ও তাহার পরিবারবর্গের উপর সমাজের অত্যাচার কাহিনী অবলম্বন করিয়া এই সামান্য উপন্যাস খানি রচিত হইয়াছে, সেই নিপীড়িতা বালিকাকে উদ্ধার করিবার জন্য স্বনামধন্য লেফ্‌টেনেণ্ট কর্ণেল ডাক্তার শ্রীযুক্ত উপেন্দ্র নাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয় যথেষ্ট চেষ্টা ও পরিশ্রম করিয়াছিলেন। তিনিই সমস্ত শাস্ত্রীয় ব্যবস্থা সংগ্রহ করেন, এবং যে ব্যক্তি সেই বালিকাকে বিবাহ করিবে, তাহাকে চাকুরী দিতে প্রতিশ্রুত হয়েন, এমন কি প্রাতঃস্মরণীয় স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় সহ পরামর্শ করিয়া তাহারা পর কি ভাবে চলা উচিত তাহারও পথ প্রদর্শন করেন কিন্তু ভগবানের ইচ্ছায় সেই বালিকাটী ইহলোক ত্যাগ করিয়া যায় এবং সেই সংবাদ তাঁহার প্রিয় পুত্রের অকাল মৃত্যুর পরই জানান হয়। তিনি সেই শোকাতুর অবস্থায় থাকিয়াও এই বালিকাটির কথা কিছুমাত্র বিস্মৃত হয়েন নাই, তিনি উত্তরে লিখিলেন, "সেই বালিকাটি ইহলোক ত্যাগ করিয়াছে, সকলেই বলিবে ভালই হইয়াছে। কিন্তু সেই নিরপরাধিনী বালিকার ক্রন্দন আজিও ফুরায় নাই, সমাজের নৃশংস আচরণ আজও শেষ হয় নাই; সে পরলোক হইতে আমাদের দিকে চাহিয়া বসিয়াছে, আমাদের কাজ ফুরায় নাই।"

গ্রন্থকারের কোন ক্ষমতা না থাকা সত্ত্বেও সমাজের উপকারার্থে এই ক্ষুদ্র পুস্তক খানি লিখিত হইয়াছে কিন্তু এ বিষয়ে তাঁহার অনুমতি লওয়া হয় নাই। অদ্য তাঁহারই করকমলে ইহা আন্তরিক শ্রদ্ধা ও প্রীতির নিদর্শন স্বরূপ অর্পিত হইল। গ্রন্থকারের উদ্দেশ্য যদি কিয়ৎ পরিমাণে সফল হয় তাহা হইলে সকল পরিশ্রম সার্থক হয়। ইতি সন ১৩২৮ সাং ১লা আশ্বিন।

শ্রীতারাপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়।

কয়েক খানি ভাল

—বই—

আমার দেখা লোক	২৲
অনাথবন্ধু	১।০
মণিমহেশ	১৲
ঝগড়াটে বউ	২॥০
পারিবারিক প্রবন্ধ	১॥০
ভূদেব চরিত ১, ২, ৩	৬৲
গরিবের মেয়ে	৩৲
সদালাপ, ১, ২, ৩	২॥০
স্নেহলতা	১।০
শেষদান	১॥০
হারাণো খাতা	২॥০

স্নেহলতা

প্রথম পরিচ্ছেদ

একদিন রাত্রে আহারাদির পর স্বামী স্ত্রীর কথোপকথন হইতেছে।

স্ত্রী। সরলার যেখানে বিয়ের কথা হচ্ছে, সেখানে হ'লে মেয়ে আমার ভালই থাক্‌বে।

স্বামী। সকলই অদৃষ্টের কথা, কিন্তু দেখ এ ভালতে আমার তেমন মন উঠ্‌ছে না।

স্ত্রী। কেন?

স্বামী। এ বিয়ে কি আমি দিচ্ছি? এর যা কিছু কর্‌বার তা' সবই ত বাবা ক'চ্চেন।

স্ত্রী। ঐ দেখ তোমার আবার কি কথা; বাবা বিয়ে দিচ্ছেন তা'তে ওঁর মন উঠ্‌ছে না।

স্বামী। দূর পাগ্‌লী, আমি কি তাই বল্‌ছি? আমার কেবলই মনে হয় সরলার যেমন বিয়ে হ'চ্চে তেম্‌নি সব মেয়েগুলির কি দিতে পার্‌ব? আহা আমার মাগুলি যেন সরস্বতী। এদের যা'র তা'র হাতে যদি দিতে হয় ভেবেই আমার মন অমন ক'রে উঠে।

স্ত্রী। তা অত ভাবতে হ'বে না; বাবা আছেন, আমার লক্ষণ দেওরবা আছেন, তোমার ভাবনা কি? আমার মেয়েদের কত লোকে পছন্দ ক'রে নিয়ে যাবে।

স্বামী। সেটাও ত তোমারই গুণে কুমু।

কুমুদিনী আদরের স্বরে বলিলেন, "যাও তোমাকে আর রঙ্গ করতে হবে না।" এই পর্য্যন্ত বলিয়া এ বিষয়ের কথোপকথন সেদিনকার মত স্থগিত রহিল। স্বামীর নাম হরিশ্চন্দ্র, স্ত্রীর নাম কুমুদিনী। কুমুদিনী অসামান্যা রূপসী। তাঁহার পিতা সেকালের হিসাবে হরিশ্চন্দ্রকে খুব ভাল বুঝিয়াই কুমুদিনীর সহিত বিবাহ দিয়াছিলেন। হরিশ্চন্দ্র তখন ইংরাজী পড়িতেছে, দুইটা পাশ শেষ করিয়া বি, এ পড়িতেছে। হরিশের পিতা ভবতারণ মুখোপাধ্যায় মোটা গৃহস্থ। তিন চারি খানি লাঙ্গলের চাষ, একটু পওনি আছে, বাড়ীতে ধান বাঁধা আছে, সুতরাং হরিশ আর পাত্র মন্দ কি করিয়া? হরিশ বিবাহ করিয়া কলেজে রীতিমত লেক্‌চার স্থলে হাজির দিতে লাগিলেন।

কিন্তু বিবাহের পর প্রথম বৎসর পড়ায় বিশেষ অমনোযোগ ঘটিল এবং হরিশ্চন্দ্র একবার ফেল্ হইলেন। যাহাহউক, দ্বিতীয় বৎসর বিশেষ মনোযোগের সহিত পড়ায় বি, এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলেন। তাহার পর বি, এল পড়া আরম্ভ করিলেন, কিন্তু পুনর্বায় কুমুদিনীর রূপলাবণ্য তাঁহাকে অধিকতর আকর্ষণ করায় তিনি বি, এল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারিলেন না। তখন তাঁহার কন্যা সরলা জন্মগ্রহণ করিয়াছে। আরও দুই একবার পরীক্ষা দিয়া ফেল হইলেন, তখন পড়া ছাড়িয়া বহরমপুর কলেজে মাষ্টারি আরম্ভ করিলেন এবং ক্রমে ক্রমে হরিশ্চন্দ্রের পাঁচ কন্যা অর্থাৎ সরলা, সরযুবালা, অমলা, বিমলা, চারুবালা জন্মগ্রহণ করিয়াছে। তন্মধ্যে জ্যেষ্ঠা সরলা বিবাহ-

যোগ্যা হইয়াছে, তাহারই বিবাহ সম্বন্ধে আমরা কথোপকথন শুনিয়াছি।

হরিশ্চন্দ্রের মধ্যম ভ্রাতা শশীভূষণ লেখাপড়ার বড় ধার ধারিতেন না, তিনি পাঠশালাতেই মা সরস্বতীর এলাকা ত্যাগ করিয়াছেন। যাহাহউক, তজ্জন্য তাঁহার পিতা বিশেষ দুঃখিত নহেন, কেননা একজন তাঁহার কাজ-কর্ম্ম দেখিবার জন্য লোকের আবশ্যক শশীভূষণ সেই ভার ক্রমশঃ গ্রহণ করিয়াছে; সে চাষ বাস তাদারক করে, খাজনাপত্র আদায় করে এবং সকল বিষয়ে পিতার সাহায্য করে। শশীভূষণের স্ত্রী সুশীলা শ্বশুরের সেবা-শুশ্রূষা করেন; ক্রমে তাঁহাদের এক পুত্র খগেন ও এক কন্যা শৈল জন্মগ্রহণ করিয়াছে। কনিষ্ঠ উপেন এই সময় পড়াশুনা করিতেছে। হরিশ্চন্দ্রের পিতা বর্ত্তমান, অবস্থা ভাল সুতরাং সরলার বিবাহ মহা সমারোহে সম্পন্ন হইল এবং পাত্রও সকল বিষয়ে বাঞ্ছনীয় হইয়াছে। চাঁদপুরের দেবনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পুত্র বিমলাচরণের সহিত উদ্বাহ সম্পন্ন হইল। দেবনাথ বর্দ্ধমানের একজন লব্ধপ্রতিষ্ঠ উকিল এবং বিমলাচরণ অল্প বয়সেই বি, এল পাশ করিয়াছেন। সরলার বিবাহের দুই বৎসর পরেই ভবতারণ মুখোপাধ্যায় স্বর্গারোহণ করিলেন। শ্রাদ্ধের ব্যয় যথাযথ করিতে হইল, আবার হরিশ্চন্দ্রের দ্বিতীয়া কন্যা সরযূবালার বিবাহ দিতে হইল, এই সকল কারণে মজুত টাকা কড়ি ও ধান্য প্রায় সবই গেল। এদিকে উপেন ক্রমশঃ অনায়াসে বি, এ পাশ করিলেন এবং ডেপুটী পরীক্ষা দিয়া উত্তীর্ণ হইয়া ভাল চাকুরি লাভ করিলেন ও তাঁহার কলিকাতায় এক সুশিক্ষিতা কন্যার সহিত বিবাহ হইল। বধূর নাম মাধবীলতা। উপেনের একপুত্র সতীশ জন্মগ্রহণ করিয়াছে। বেশ ধূমধামের সহিত অন্নপ্রাশন দেওয়া হইল এবং

হরিশ্চন্দ্রের তৃতীয়া কন্যা অমলার বিবাহ হইল। যাহা কিছু ধান্য ছিল সবই গেল।

উপেন চাকরি-স্থলে সপরিবারে বাস করিতেন। সতীশের জন্ম হওয়ার পর হইতেই মাধবীলতা হরিপুর গ্রামে থাকিতে ভালবাসিতেন না; প্রতিপদে তাঁহার ছেলে লইয়া অসুবিধা বোধ হইত। তাঁহার বিবেচনায় যেরূপ ছেলের যত্ন হওয়া উচিত তাহা এখানে হইত না; তিনি বড়লোকের মেয়ে, স্বামী উপার্জ্জন-ক্ষম সুতরাং ছেলের অসুবিধা তিনি সহ্য করিতেন না। দুই এক কথা হইতে হইতেই ব্যাপারটা বেশী দূর গড়াইল, উপেন একবার ছুটীতে আসিয়া ছুটী না ফুরাইতেই পরিবার লইয়া চাকুরি-স্থলে চলিয়া গেলেন এবং পশ্চাৎ পৃথক্ হইবার জন্য পত্র দিলেন। ভাগও হইয়া গেল। হরিশ্চন্দ্র বাড়ীর ভাগ না লইয়া কিছু টাকা লইলেন এবং বহরমপুরে একটি বাড়ী খরিদ করিয়া কলেজে চাকরি করিতে লাগিলেন। তাঁহার একটি পুত্র নবেন ও আরও একটি কন্যা স্নেহলতা জন্মগ্রহণ করিয়াছে। হরিশ্চন্দ্র নিজের অবস্থা বিবেচনা করিয়া কলেজের স্কুলে মাষ্টারী ছাড়া টিউসনি আরম্ভ করিয়াছেন; কিন্তু একটি বৃহৎ পরিবারের সমস্ত খরচ নির্ব্বাহ করিয়া কতই বাঁচিতে পারে। যখন তাঁহার কন্যা বিমলা বিবাহযোগ্যা হইল তখন হরিশ্চন্দ্রের হস্তে মাত্র ২।৩ শত টাকা। তিনি এ যাবৎ যে সকল কন্যার বিবাহ দিয়াছেন তাহার কোনটিই অযোগ্য পাত্রে পড়ে নাই, কিন্তু এবার তাঁহার যে ক্ষমতা তাহাতে আর সেরূপ পাত্র যোগাড় করা কোন উপায়েই সম্ভবপর নহে অথচ অপাত্রে সহজে দেওয়া যায় না বলিয়া তিনি এদিক ওদিক অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

হঠাৎ একদিন তাঁহার মনে হইল তাঁহাদেরই কলেজের প্রফেসর শরৎ চাটুজ্জের একটি ছেলে এবার বি, এ, পাশ করিয়াছে, আর শরৎবাবু যেরূপ ভদ্রলোক তাহাতে সেখানে কোনরূপ বাধা না হইবারই কথা। মনে মনে করিয়া একদিন হরিশ শরৎবাবুর নিকট কথা পাড়িলেন এবং তাঁহাকে মেয়ে দেখিতে অনুরোধ করিলেন। শরৎবাবু জানিতেন হরিশের বাড়ীর অবস্থা বেশ ভাল; তাঁহার একটি ভাই ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট্; তিনি পরদিনই মেয়ে দেখিতে গেলেন। বিমলাকে দেখিয়া তাঁহার পছন্দ হইল। হরিশ জলযোগ করাইয়া দেনা-পাওনার কথা পাড়িলেন, কিন্তু শরৎবাবু সে দিন কথা উত্থাপন করিতে কিছুতেই স্বীকার হইলেন না। তিনি বলিলেন, ছেলে দেখার পর সে সব কথা হইবে। ছেলে হরিশের দেখা ছিল তথাপি কথাটা স্থগিত থাকিল। হরিশ কালবিলম্ব না করিয়া পরদিনই সন্ধ্যার পর শরৎবাবুর বাসায় গিয়াছেন ও ছেলে দেখার পর শরৎবাবুকে অনুগ্রহ করিয়া মেয়েটি লইতে অনুরোধ করিলেন। শরৎবাবু আনন্দের সহিত স্বীকার করিলেন। হরিশ বলিলেন, "আমি অতি গরীব, আপনার দয়া ভিন্ন আমার উপায় নাই। শরৎবাবু বলিলেন, "বিলক্ষণ আমরা ত পর নই, পরস্পর বিবেচনা না করিলে হবে কেন; দেখুন হরিশবাবু, আমি এক পয়সা চাই না; আপনি মেয়েটিকে সাজিয়ে দেবেন, গাত্রাভরণ, দানসামগ্রী যাহা ইচ্ছা হয় দেবেন, আর সহরের ভিতরেই বিয়ে, রাহা খরচ কিছু পড়্‌বে না।"

হরিশ। আজ্ঞা হাঁ, সেটা আমার ভাগ্য।

শরৎ। উভয় পক্ষের মান সম্ভ্রম বজায় রাখ্‌তে গেলে একটু প্রসেসন্‌ কর্‌তে হয়, তা যখন আমি নগদ কোন টাকাই লইব না তখন সে টাকাই আপনিই দেবেন।

হরিশ। আমার সাধ্য অতি কম, আমার ক্ষমতা হতে যদি হয় তা'হলে কি আমার অসাধ আছে। এখন গহনা কি কি দিতে হবে আজ্ঞা করুন।

শরৎ। দেখুন ওসব আমরা অত খোঁজ রাখি না; যাই বাড়ীর ভিতর থেকে জিজ্ঞাসা করে আসি। এই বলিয়া শরৎবাবু, বাড়ীর ভিতর গৃহিনীর নিকট গেলেন, কিছুক্ষণ পরেই শরৎবাবু একটা ফর্দ্দ হাতে করিয়া ফিরিলেন ও বলিলেন, "আমরা সেকেলে মানুষ সবগুলোর নামও জানি না, মেয়েরা কি বলে দিয়েচে দেখুন।" হরিশ ফর্দ্দখানি হাতে লইয়া দেখিলেন গহনার নাম ও কত ভরির হইবে তাহাও লেখা আছে। তিনি আন্দাজ করিয়া দেখিলেন গহনা ও বরাভরণ যাহা লেখা আছে তাহার মূল্য দুই হাজার টাকার কম নহে। তাহার পর দানসামগ্রী, কাপড়-চোপড়, গাড়ীভাড়া প্রসেসন্‌ ও খাওয়ান-দাওয়ান ব্যয় আছে। তিনি বলিলেন, "শরৎবাবু, আমি গরিব, এ ফর্দ্দে যাহা দিয়াছেন ইহাতে বিবাহে আমার তিন হাজার টাকা ব্যয় করিতে হয়, কিন্তু হাতে আমার মোট তিন শত টাকা আছে, অত টাকা কোথায় পাইব। কিছু ধার কর্জ্জ করিতেই হইবে, কিন্তু যাহা আমার সাধ্যাতীত তাহা কি করিয়া চেষ্টা করিব।"

শরৎ। বলেন কি, হরিশবাবু! আপনাদের বাড়ীর অবস্থা ত ভাল।

হরিশ। আজ্ঞে আমি মিথ্যা বল্‌ছি না, সত্য সত্যই আমি বড় বিপদে

পড়িয়াছি। ভাই দুইটি পৃথক্ হইয়াছে। জমাজমি যাহা ছিল তা ভাগ-বিলি করা হইয়াছে; এখন আর আয়ের সম্পত্তি বিশেষ কিছু নাই।

শরৎ। এসব কথা ত শুনি নাই। তা যাহো'ক প্রসেসন্ খরচটা আর ক'রে কাজ নাই।

হরিশ। তা'তে আর কত কমবে। বড় জোর দু'শ টাকা না হয় তিন শত টাকা কমবে। কিন্তু তা'হলেই কি আমি পারব।

• শরৎ। আর কি আমি ছাড়ি বলুন? কোনটা অন্যায় ধরিয়াছি? গিন্নীকে বিশেষ করে জিজ্ঞাসা করেছি কোন বেশী গহনার নাম দেয়নি।

হরিশ। সকলই আমার অদৃষ্ট। মনে করেছিলাম আপনার কাছে এ'সে আমি উদ্ধার হ'ব, কিন্তু কপাল কি কোথাও বদ্লায়। আমার যে সময় তাহাতে পঙ্কজের মত ছেলে আমার মেয়ের ভাগ্যে কি এখন হয়?

শরৎ। "আপনি একটু বসুন, আমি আর একবার আসি। এই বলিয়া শরৎবাবু আবার বাড়ীর ভিতর গেলেন। ক্ষণেক পরেই শরৎবাবু আসিয়া বলিলেন, "মেয়েরা বল্লে যে, গলায় যখন দু' রকম হার হচ্ছে তখন চিক্‌টা না হলে'ও চল্‌তে পারে, আর যে সব ধরা হয়েচে রতনচুর, বালা, চুড়ি, অনন্ত, বাঁক, চন্দ্রহার, টায়রা এসব কোনটাইত ছাড়বার নয়।"

হরিশ। আপনার দয়া যথেষ্ট, কিন্তু আমার সাধ্য নাই; কি করব ভাগ্যের দোষ।

শরৎ। বলুন আমিই বা কি করব? আপনার মেয়েটিকে দেখে আমার বড়ই পছন্দ হ'য়েছিল, তাই আমি এত ছাড়িয়া বিবাহ দিতে রাজি হচ্ছি।

হরিশ। যদি সত্যই আমার মেয়েকে আপনার ভাল লাগিয়া থাকে তাহা হইলে এ সকল বাধায় কি আটকান উচিত ?

শরৎ। আর কমাইবার ত কিছুই নাই, কি করি বলুন ?

হরিশ। যদি অনুমতি করেন তবে বলি।

শরৎ। বিলক্ষণ, বলুন না।

হরিশ। রতনচুর, টায়রা কয়দিনই বা। এত ছেলে-খেলা মাত্র, আর এক এক অঙ্গে এক একখানি নেন তা'হলে আমি কোন উপায়ে পারি।

শরৎ। এত গরজের কথা হ'ল। আপনি ত বল্লেন, একখানি ক'রে গয়না নিলেই চলতে পারে, আপনি বিয়ে দিয়েই মেয়ে আমার ঘরে পাব কবে দিলেন, তা'র পরে আমি কি করে বৌ বে'র করব ?

হরিশ। আজ্ঞে তা বল্‌ছিলাম না। আমি এই বল্‌ছিলাম সব ত আর মেয়ে সর্ব্বদা পর্‌বে না। নীচ হাতে না হয় বালা, চুরি দুই-ই থাক্।

শরৎ। আপনি যা খুঁজচেন তা একালে হবে'না। আমার চেয়ে কম নিয়ে কেউ বিয়ে দিতে চাই'ব না। যদি কেউ ঘর থেকে টাকা খরচ ক'রে বউএর গয়না দিতে পারে তা'হলে হয়।

হরিশ। তাই কি আমি বল্‌তে পারি, আমি ত সেই জন্যে বল্‌ছিলাম যে আমার ভাগ্যের দোষ।

শরৎ। আমি বড়ই দুঃখিত হ'লাম হরিশবাবু, আমার উপর যেন অসন্তুষ্ট হ'বেন না।

হরিশ। আপনি কি করবেন ? আমি মেয়ের বাপ সবই বল্‌তে পারি তাই বলচি। বামন হয়ে চাঁদে হাত দিতে যাওয়াই দোষ।

এই বলিয়া হরিশ বিদায় লইলেন। তিনি যে এতই বামন হইয়াছেন তাহা কি করিয়া অনুভব করিতে পারিবেন। তিনিও আর তিন মেয়ের বিবাহ দিয়াছেন সে সব জামাই কেহই পঙ্কজ অপেক্ষা পাত্র মন্দ নহে। ভবিষ্যতের অবস্থা ভাবিয়াই কি মানুষে কখন বর্ত্তমান অবস্থা ভবিষ্যতের সহিত মিশাইতে পারে? তাহা যদি হইত তাহা হইলে লক্ষ্মীকে কেহ চঞ্চলা বলিত না। ধার ঢুকিয়াছে তখন সাবধান হইলে সহজেই ধার শোধ হইয়া যায় কিন্তু কয়জন তাহা পারে? আরও কিছু ধার বাড়িয়া গেল, তখন আর সাংসারিক খরচ-পত্র বাদে সুদ ও আসল শোধ করিবার কোন উপায় নাই, কিছু সম্পত্তি বিক্রয় করিলেই সব দিক রক্ষা হয় কিন্তু মানুষ তাহা দেখিয়াও দেখে না, লক্ষ্মীর পায়রা তখনও যাতায়াত করে, তাহাদিগকে কি করিয়া বিদায় দিতে পারা যায়, তাহার পর মামলা-মোকদ্দমা ও সর্ব্বস্ব শেষ হইলে বুনিয়াদি বংশের নামটুকু লইয়াই শান্তি। হরিশের এখন চারি পাঁচ শত টাকার মধ্যে একটি পাত্র জুটিলে ভাল হয়, কিন্তু কোন্ প্রাণে সেই স্নেহের মেয়েগুলিকে না ঘর না চুলো, পাত্রের হাতে দেন। কাজে কাজেই অনুসন্ধান চলিতে লাগিল। সত্যই দেখিলেন শরৎবাবু অপেক্ষা কম টাকায় কেহই মেয়ে লইতে স্বীকার হয় না। সকলেই উহা অপেক্ষা বেশী টাকা চায়। গহনার ফর্দ্দ সকলেই আনে, তাহার উপর কেহ পাঁচ শত কেহ হাজার টাকা নগদ চাহে। এমন সময়ে একটি ঘটক আসিয়া সংবাদ দিল একটি পাত্র আছে সেটি ভাল লেখা পড়া জানে না, কিন্তু তাহার বাড়ীর অবস্থা বেশ। শীতলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের পুত্র নাম গজানন। শীতলবাবু কাসিম বাজারের রাজবাড়ীতে চাকুরি করিয়া বেশ দু'পয়সা সংস্থান

করিয়াছেন। গঙ্গানন গুণবান্ না হইলেও তাহার বাপের পয়সার গুণে বিবাহের সম্বন্ধের অভাব ছিল না। তথাপি যে ঘটক মহাশয় হরিশের নিকট হঠাৎ দেখা দিলেন তাহার গূঢ় কারণ এই যে, গঙ্গানন বিমলাকে স্কুলে যাইবার পথে মাঝে মাঝে দেখিয়াছে এবং তাহার মাকে ধরিয়া বলিয়াছে যে, সেই মেয়ের সঙ্গে তাহার বিবাহ দিতেই হইবে। মা তাহাকে অনেক করিয়া বুঝাইলেন যে, মেয়ের বাপ বিবাহ দিবার জন্য না আসিলে কি করিয়া হয়, কিন্তু গঙ্গাননের আবদারের চোটে যখন তাঁহার অসহ্য হইল তখন কর্ত্তাকে সকল কথা জানাইয়া ঘটক ঠাকুরকে ডাকাইয়া অতি সাবধানে এই কথা উত্থাপন করিতে বলিলেন। হরিশ হাতে আকাশের চাঁদ পাইলেন, বিশেষ যখন শুনিলেন, শীতলবাবুর গরিবের প্রতি দয়া আছে তখন তিনি অনেকটা আশান্বিত হইলেন। ঘটকঠাকুর তাঁহাকে আরও বলিলেন যে, মেয়ে ত সামনে দিয়েই স্কুলে যায়, গিন্নী ঠাকুরাণীর দেখা আছে হরিশ ছেলে দেখিলেই হয়। হরিশ কুমুদিনীর সহিত পরামর্শ করিয়া স্থির করিলেন, ছেলে যদি ভাল হয় তাহা হইলে লেখাপড়ার জন্য তাঁহারা তত দুঃখিত হইবেন না। ছেলে ভাল হ'লে মেয়ে সুখে থাকিবে, জামাই পণ্ডিত নাই হইল। পরদিনই সন্ধ্যার সময় হরিশ ছেলে দেখিতে যাইবার মনস্থ করিলেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

মেয়ের বাপ, পাছে দেরী হইলে কোন ক্রটী হয় বলিয়া তিনি ভাল করিয়া অন্ধকার না হইতেই শীতলবাবুর বাড়ী গিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। এদিকে সেদিন শীতলবাবুর রাজবাড়ী হইতে আসিতে একটু বিলম্ব হইয়াছে। হরিশকে দেখিয়াই গজানন ব্যস্ত হইয়া "আসুন আসুন" করিয়া বসাইলেন ও চাকরকে চীৎকার করিয়া "তামাক দে" হুকুম করিলেন। তামাক সাজিতে বিলম্ব দেখিয়া "শালাকে মেরে হাড় ভাঙ্গব, তামাক সাজ্‌তে এত দেরী, তোরা একটু পারে না হয় খাবি" বলে ধম্‌কাইলেন পরক্ষণে হরিশের হাতে হুকা দিয়া বাড়ীর ভিতর মাকে সংবাদ দিতে দৌড়াইলেন এবং হাঁপাইতে হাঁপাইতে বলিলেন, "মা, শ্বশুর মহাশয় এসেছেন।"

মা। কার শ্বশুর রে?

গজানন। কেন আমার, শ্বশুর।

মা। সে কি রে, বিয়ে না হ'তেই শ্বশুর কি করে হ'ল? তুই হাঁপাচ্ছিস্ কেন?

গজানন। ভদ্রলোক এসেছেন, তা কেউ একটু যত্ন কর্‌তে জানে না। চাকরগুলো এমনি পাজি যে তামাক দিতে বল্লে তামাক দেয় না, এতে কি আর মান থাকে?

মা। তা হয়েচে বেশ হয়েচে, তুই আর এখন বাইরে যাস্‌নি। আমি পান টান দিয়ে পাঠাচ্ছি।

গজানন। তিনি একলা বসে থাকবেন। তা হলে শ্বশুর মহাশয় যে রাগ কর্বেন।

মা। তিনি আসুন, তুই কি না কি বলে বস্বি। মেয়ের বাপ শীগ্‌গির পালাবে না, ভয় করিস্‌নে।

গজানন। তা হচ্ছে না। বিমলা যে সুন্দর ও যেতে দিচ্ছি না। আমি এখনি যাই; তুমি শিগ্‌গির পান দাও।

মা। ওরে হতভাগা, তুই বিয়ে ভাঙ্গবি। তোর কথা শুন্‌লে ভদ্রলোক আর টিক্‌বে না।

গজানন। কেন আমি কি? আমার কি দোষ আছে। দাও শীগ্‌গির পান।

মা। আমি চাকর দিয়ে পাঠিয়ে দিচ্চি।

গজানন তৎক্ষণাৎ এক থাবা পান ডিবার ভিতর পুরিয়া লইয়া যাইতে প্রস্তুত দেখিয়া তাহার মা হাতে ধরিয়া বলিয়া দিলেন, "যেন শুণের কথা বলে ফেল না।" গজানন বলিলেন, "তা আর শিখুতে হবে না" বলিয়াই দৌড় দিলেন। এদিকে গজাননের মা লজ্জিত চিত্তে এক পার্শ্বে গিয়া দাঁড়ালেন ও একটু থড়্থড়ি ফাঁক করিয়া পুত্রের প্রতি চাহিয়া রহিলেন।

গজানন বাহিরে আসিয়া হরিশকে পান দিলেন ও পুনরায় তামাক খাওয়াইলেন ও আহ্বান ক্রিয়া শেষ করিয়া গম্ভীর ভাবে তাকিয়ার নিকট উপবেশন করিলেন. হরিশ আস্তে আস্তে তাঁহার সহিত কথা আরম্ভ করিলেন।

হরিশ। বাবা তোমার নাম কি?

গজানন। শ্রীমান্ গজানন বন্দ্যোপাধ্যায়। বাবা আমার যখনই বিদেশ থেকে চিঠি দেন তিনি এই নামে চিঠি দেন।

হরিশ। তা বেশ ত ; ঐ নামই ত ভাল ; কতদূর পড়েচ।

গজানন্‌। আজ্ঞে আমি বেশ পড়ছিলাম কিন্তু বাবা আমার এমন এক মাষ্টার এনে দিলে যে সে কিছুই পড়াতো না, তা'র পর একদিন তা'র টিকি কেটে দিতেই তিনি চাকুরী ছেড়ে দিলেন ; বাবা আর মাষ্টার রাখলেন না ; আমি কি করে পড়ি।

খড়খড়ির দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখেন তাঁহার মা কট্ মট্ করিয়া তাহাকে ইসারা করিতেছেন, কোন ভুল হইয়াছে বুঝিতে পারিয়াই গজানন বলিয়া উঠিলেন "তা আমি পড়া ছাড়ি নাই, "বিদ্যা সুন্দর," "মডেল ভগিনী" কতবার পড়েছি, আর আমি পদ্য লিখিতে পারি, আর গাঁজা টাজা খাই না।"

এই কথা শেষ হইতে না হইতেই শীতলবাবু আসিয়া পড়িলেন এবং বলিলেন "এই যে আপনি আসিয়াছেন, আমারও একটু দেরী হইয়াছে, আপনি একটু বসুন, আমি কাপড় ছেড়ে আসিব" বলিয়া গজাননকে সঙ্গে করিয়া লইয়া গেলেন। গজাননের মা তাঁহাকে সমস্ত কথাই বলিলেন। তখন গজানন বাড়ী হইতে দৌড়াইয়া কোথায় পলায়ন করিলেন। শীতলবাবু বাহিরে আসিয়া হরিশকে তাঁহার মত জিজ্ঞাসা করিলেন। তখন হরিশ বলিলেন "আমার খুবই ইচ্ছা ; তবে একবার গৃহিনীর মত জানিয়া শেষ কথা বলাই ভাল ; আমি ২।১ দিন মধ্যেই মহাশয়কে জানাইয়া যাইব।"

শীতল। আপনার মেয়ের জন্য কখন ভাবিতে হইবে না।

হরিশ। তা আমি বিলক্ষণ জানি।

শীতল। লোক জানাজানি হ'বে বলে বে'র করি না, নইলে দশ বিশ হাজার টাকা, আমার কাছে বেশী নহে। দেশেও বিষয় আশয় আছে।

হরিশ। আপনার খ্যাতি আমরা শুন্‌তে পাই।

শীতল। আর মেয়ের যা অলঙ্কার দরকার তা সব আপনি কোথা থেকে দেবেন। সে আপনার মেয়ে, তেমনি আমারও বৌ, দু'জনে ভাগাভাগি ক'রে দেব।

হরিশ। আমি কালই মহাশয়ের কাছে আবার আস্‌ব।



চতুর্থ পরিচ্ছেদ

হরিশ কুমুদিনীর সহিত অনেক যুক্তি করিলেন এবং অনুসন্ধান নিয়ে জানলেন যে, ছেলে গাঁজা খায়, ঘুড় উড়োয়, ছোট খাট দাঙ্গা হাঙ্গামা করে, ইত্যাদি। শেষ স্থির করিলেন, এরূপ কুলেন ঘরে দেওয়া অপেক্ষা বংশজ ঘরে যদি হাজার দেড় হাজার টাকার মধ্যে পাত্র পান সেই চেষ্টা করিবেন। সেই চেষ্টাই চলিতে লাগিল, কিন্তু মনোমত পাত্র কম টাকায় কোথাও পাইলেন না। মেয়ে এত বড় হইয়াছে যে আর ঘরে রাখা চলে না। বিমলার স্কুলে যাওয়া বন্ধ হইয়াছে। টাকার কোন উপায় না দেখিয়া কুমুদিনীর দুই একখানি গহনা যাহা বেশী ছিল তাহা বন্ধক দিবার সঙ্কল্প করিলেন ও দুই বেলা ছেলে পড়াইতে লাগিলেন। অত্যধিক দুশ্চিন্তা, তাহাতে অতিশয় পরিশ্রম; ক্রমে হরিশচন্দ্রের শরীর দুর্ব্বল হইতে লাগিল। দুই এক মাস যাওয়ার পর একদিন হঠাৎ হরিশচন্দ্রের একটু জ্বর হইল। দুই এক দিন গেল জ্বর ছাড়ে না; তিন দিন যাইতেই জ্বর ক্রমে বেশী হইল। ডাক্তার ডাকিবার আবশ্যক হইল। চারু ও নরেন দুইজনে গিয়া ডাক্তার আনিল। ডাক্তারবাবু অনেক পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন ও বলিয়া গেলেন, "উপস্থিত কোন আশঙ্কার কারণ নাই; খুব সাবধানে রাখিবেন; ঘণ্টায় ঘণ্টায় থারমোমিটার দিয়া তাপ লইবেন ও লিখিয়া রাখিবেন এবং মধ্যে মধ্যে আমাকে খবর দিবেন, বালি, বেদানা, ছানার জল এই সব পথ্য।" এই বলিয়া তিনি চলিয়া গেলেন। আরও দুই তিন দিন কাটিয়া গেল, জ্বর কিছুমাত্র কমিল না। ডাক্তারবাবু মাঝে মাঝে আসেন আর উদ্বেগপূর্ণ

দৃষ্টিতে রোগীকে দেখিয়া চলিয়া যান, বাড়ীর লোককে অশ্বাসবাক্য দিতেও ভুলেন না। আজ সাত দিন, জ্বর বৃদ্ধি পাইয়াছে'। বাড়ীতে সবই মেয়ে আর ছেলে। ডাক্তারবাবু দেখিয়া বলিলেন, "রোগ যখন সাত দিনে বৃদ্ধি পাইয়াছে তখন সারিতে কিছুদিন বিলম্ব হইবে; বাড়ীতে লোকজন তেমন নাই। ঔষধ পথ্যের যোগাড় ও রোগীর শুশ্রূষা করিবার জন্য আরও লোক দরকার। যদি আত্মীয়স্বজন থাকে তাহা হইলে খবর দেওয়া উচিত।" শুনিয়াই কুমুদিনী ডাক্তারের পায়ের নিকট আছড়াইয়া পড়িলেন, বলিলেন, "তাঁহার আর কেহই নাই; বাঁচাইয়া দিতেই হইবে।" ডাক্তারবাবু আশ্বাস দিলেন কোন ভয় নাই, শুশ্রূষার ক্রটী হইতে পারে বলিয়া তিনি সাবধান করিয়া দিলেন। পরদিন প্রাতে শশীভূষণ ও সুশীলাকে খবর দেওয়া হইল, সরলাকেও খবর দেওয়া হইল। কুমুদিনীর পিতামাতা অনেক দিন মারা গিয়াছেন। তাঁহার এক ভাই সপরিবারে বাড়ীতে থাকেন আর একটী ছোট ভাই বিদেশে স্কুলে পড়ে। পত্রপাঠ মাত্র সুশীলা ও শশীভূষণ চলিয়া আসিলেন। ২।১ দিন মধ্যেই সরলাও আসিয়া পহুঁছিল। আর কেহ আসিল না। উপেন্দ্রকে এ সংবাদ দেওয়া হইল না। সে দূরে চাকুরি করে সংবাদ পাইলেও আসিতে পারিবে না। আর তেমন চিঠিপত্রও লেখে না। শশীভূষণ ও সুশীলা আসিয়াই ডাক্তার সাহেবকেও আনিবার ব্যবস্থা করিলেন। জ্বর কিন্তু ১০৩ ডিগ্রী হইতে ১০৪ ডিগ্রী পর্য্যন্ত সর্ব্বদাই আছে। এইরূপ করিয়া আরও ৫।৬ দিন গেল; মধ্যে মধ্যে হরিশ ভুল বলিতেছেন, ক্রমে জ্বর বেশী হইতেছিল; ১০৫ ডিগ্রী পর্য্যন্ত উঠিয়াছে, হরিশও বেশী ভুল বলিতে আরম্ভ করিয়াছেন। ঘরে কুমুদিনী, সরলা, শশীভূষণ; রাত্রি অধিক হয় নাই। কুমুদিনী মাথায় একটু কাপড় দিয়া বসিয়া আছেন এবং স্বামীর দিকে একদৃষ্টে দেখিতেছেন। হরিশ হঠাৎ কুমুদিনীকে

লক্ষ্য করিয়া বলিয়া উঠিলেন "ও কে বসে আছে ?" "আমি ! চিন্‌তে পারচ না ?" কুমুদিনী বলিলেন ; তাঁহার গণ্ডদেশ বহিয়া অশ্রুধারা প্লাবিত হইতেছে। হরিশ সেই বিকারের দৃষ্টিতেই বলিতে লাগিলেন "চিন্‌তে আর পারছি না, তুমি যে আমার কুমুদ অমন করে চোখের উপর আড়াল কেন চাঁদ ? আমাকে ফাঁকি দেবার জন্যে ?" কুমুদিনী কাঁদিতে লাগিলেন। হরিশ আবার আরম্ভ করিলেন "কুমু, বুঝি মুখ দেখতে দেবে না, সুন্দর মুখ কিনা তাই এত কদর। বল কি দাম চাই ?" কুমুদিনী উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিয়া উঠিলেন। পরক্ষণেই কুমুদিনীর কান্না শুনিয়া আবার যেন জ্ঞান সঞ্চার হইল এবং বলিলেন "কুমুদিনী কাঁদছ কেন ? আমি কি ভুল বল্‌ছি ?" কুমুদিনী ক্রন্দন সম্বরণ করিয়া বলিলেন "না তুমি ভুল বল নাই ; আমি নরেনকে বক্‌ছিলাম।"

হরিশ। আমি আজ কেমন আছি ?

কুমু। ভালই আছ। অত বক্‌তে, ইচ্ছে হচ্ছে কেন ?

হরিশ। তোমার সঙ্গে কথা কইব না ?

কুমু। তবে আমি একটু সবে যাই।

হরিশ। তবে আমি বাঁচ্‌ব না।

কুমুদিনী, শশীভূষণ, সুশীলা, সরলা সকলেই কাঁদিয়া উঠিলেন দেখিয়া হরিশের আবার একটু জ্ঞানসঞ্চার হইল। তিনি বলিলেন "শশী, বড় বৌ কাঁদচে কেন ?"

শশী। আপনি কি সব বল্‌ছেন ?

হরিশ। কই আমি ত কিছুই বলি নাই। ছোট বৌমা ওকে কিছু বলে থাক্‌বে।

শশী। কই ছোট বৌমা ত এখানে নাই। আপনি কি দেখ্‌তে পাচ্ছেন না ?

হরিশ। হ্যাঁ, সব দেখতে পাচ্ছি ; ঐ উপেন বক্‌তে বক্‌তে আস্‌চে। যাক্‌ ও হতভাগা, আর আমি ওর ভরসা করি না।

এখন ক্রমাগত মাথায় বরফের ব্যাগ দিয়া ঠাণ্ডা করা হইতেছে। ক্রমে একটু তাপ কমিয়া আসিল। রাত্রি শেষে একটু আচ্ছন্ন হইয়া নিদ্রিত হইলেন। কিছুক্ষণ পরেই আবার নিদ্রা ভাঙ্গিল। এখন আর ভুল বলিতেছেন না। প্রথমেই বলিলেন "শশী উপেনকে তোমরা লেখ নাই ?"

শশী। তাকে লিখে কি হবে ?

হরিশ। তাকে দেখ্‌তে ইচ্ছা হচ্ছে। আমি কি আর ভাল হ'ব ?

শশী। (কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন) "দাদা, অমন কথা বল্‌বেন না। আপনি আমাদিগকে ফেলে কোথায় যাবেন ?"

হরিশ। ভাই আমি বাঁচি না বাঁচি তুই দেখিস্‌, উপেনকে একটা সংবাদ দে।

উপেনকে পত্র দেওয়া হইল। হরিশ খবর লইলেন ও পরে একটা টেলিগ্রাম করিতে বলিলেন। তাহাই হইল। পরদিন বিকালে উপেনের জবাব আসিল ছুটি পাইলেন না ; আবার সন্ধ্যাকালে রোগ বৃদ্ধি পাইতেছে। ক্রমে ভুল বলিতে আরম্ভ করিলেন। কুমুদিনীকে দেখিয়াই "কুমু, তুমি এবার অনেক দিন চিঠি দেও নাই, তাই থাকতে না পেরে কলেজ কামাই করে চলে এলাম"। কুমুদিনী ক্রন্দনের বেগ ধারণ করিতে পারিলেন না।

কুমুদিনী কাতর কণ্ঠে বলিলেন "ওগো তুমি আর বলো না গো। আর শুন্‌তে পাচ্ছি না গো।"

হরিশ তাঁহার প্রিয় গানের কয়েকটি ছত্র ধরিলেন :—

মজাতে জান শুধু ধরা দিতে চাও না।
প্রেমের কি এই রীতি বল বঁধু বল না॥

(আমি) সদা রহি চকিত নয়নে, তৃষিত প্রাণে—
উচাটন মনে, কেন কর তুমি ছলনা ।।
এই কি বিধির বিধি, একা কাঁদি নিরবধি,
মিছে আশা যদি বেদনা না আনে বেদনা ।।

গৃহের সকলেই আরও কাঁদিয়া উঠিলেন। বিমলা, চারু, নরেন জাগিয়া উঠিয়াছে। নরেন জিজ্ঞাসা করিতেছে "তোমরা কাঁদচ কেন মা ?" তাঁহারা আরও কাঁদিয়া উঠিলেন। ক্রমে রোগীর বিকার আরও প্রবল হইল। সে বলিতে লাগিল "কেন তোমরা আমার ছেলেগুলোকে মারচ ? ওদের মারলে ভাল হবে না, আমি তোদের সবাইকে মেরে হাড় গুঁড়ো করে দেব।"

নরেন। বাবা, মা আমাকে মারে নাই, তুমি অমন করচ কেন বাবা ?

হঠাৎ হরিশের বিমলার প্রতি লক্ষ্য গেল সে নীরবে কাঁদিতেছিল। "ওখানে ও মেয়েটা কে ? অত বড় মেয়ে বিয়ে হয় নি ? কাঁদিস্ না মা, কাঁদিস্ না। কালই তোর পঙ্কজের সঙ্গে বিয়ে দেব। বিয়ে দিতে পারব না ? আটকায় কে ? মা, ধরে এনে বিয়ে দিব। শালারা বলে আমার মেয়ের সঙ্গে বিয়ে দেবে না। বিমলা, তুই কাঁদিস্ না এখনই যাব ?"

শশীভূষণ আসিয়া হস্ত ধারণ করিলেন।

ক্রমে অবসাদ দেখা দিল। এবার আর কোন ঔষধেই কিনারা পাইতেছে না, জ্বর কমিয়া যাইতেছে। ডাক্তার সেই রাত্রেই আবার আসিলেন। সমস্ত লক্ষণ ও নাড়ীর গতিক এবং তাপ দেখিয়া শশীভূষণকে চুপি চুপি কি বলিয়া চলিয়া গেলেন। প্রদীপ নির্ব্বাণের পূর্ব্বে শেষ যেরূপ একবার জ্বলিয়া উঠে সেইরূপ হরিশের একটু চৈতন্য ফিরিয়া

আসিল। সকলেই নিকটে আছেন। শশীভূষণকে বলিলেন "দেখ ভাই, কুমুদিনী আর মেয়েগুলো থাকল।" কুমুদিনীর দিকে চাহিয়া আর কোন কথা বলিতে পারিলেন না। কুমুদিনীর আর কাঁদিবার শক্তি নাই বলিলেও চলে, তাঁহার চক্ষু ক্রমে স্থির হইয়া আসিতেছে। গভীর অন্ধকার রাত্রি কেবল পেচকের শব্দ আর রাত্রির ঝুম্ ঝুম্ শব্দ, যেন বায়ুর ওজন বাড়িয়াছে; যেন একটা চাপ মানুষের সর্ব্বশরীরে বিস্তার করিয়াছে। রাত্রির বাতাসে যেন অধিক শব্দ করিতে ভয় পায়, কে যেন গলায় আসিয়া বাধা দেয়। দিবসের সে প্রখরতা নাই, সে চঞ্চলতা নাই। ক্ষুদ্র তারকাগুলির ও জোর দেখিয়া মানুষ রাত্রের অন্ধকার ও বাতাসকে ভয় করিতেছে, মনে করিতেছে ইহাদের বুঝি কতই জোর বাড়িয়াছে। এইরূপ রাত্রির গভীরতা যতই বাড়িতেছে হরিশও ততই ম্লান হইয়া আসিতেছে। শেষে সবই ফুরাইয়া গেল। কুমুদিনী স্থির নেত্রে বসিয়া আছেন; বাড়ীর আর সকলেই কাঁদিতেছে।

একটু বেলা হইতেই পাড়ার পাঁচ জন আসিয়া শব বাহির করিল। খাটিয়ায় তুলিয়া যেই চাদর ঢাকা দিতে যাইবে অমনি কুমুদিনী নিষেধ করিল "ও কি কর? মুখে ঢাকা দাও কেন; উনি মুখ ঢাকা দিতে পারেন না।" প্রতিবেশীরা তাঁহাকে কিছুতেই বুঝাইতে পারিলেন না, অগত্যা মুখ খুলিয়াই শব গঙ্গা-তীরে লইয়া যাওয়া হইল। কুমুদিনী নিকটেই বসিয়া আছেন; কিছু দূরে কাষ্ঠ দ্বারা চিতা প্রস্তুত হইল। যেই শবকে চিতার উপর উত্তোলন করিতে যাইবেন কুমুদিনীও সঙ্গে সঙ্গে চিতার উপর উঠিবেন। ছেলেরা মহা ক্রন্দন আরম্ভ করিয়াছে। ক্রমে তাহারা কুমুদিনীর অঞ্চল ধরিল। স্নেহ বলিতেছে, "মা তুমিও বাবার সঙ্গে যেও না।" নরেন বলিতেছে, "মা তুমি চলে গেলে কার কাছে থাকবো?" হঠাৎ নরেন ও স্নেহর দিকে দৃষ্টি পড়ায় বিমলা, চারু, সরলা,

সুশীলা, শশীভূষণ সকলকে দেখিতে পাইলেন। দেখিলেন চারিদিকে বহু লোকজন জমিয়াছে; একজন বলিতেছে "মাগীর বাড়াবাড়ি দেখ, ভাতার কারু মরে না? অমন্ করতে লজ্জা লাগ্‌চে না?"

আর একজন বলিতেছে "আহা ও'র কি হ'ল ব'ল্ দেখি? মাষ্টার বড় ভাল লোক ছিল, ওদের ভাসিয়ে দিয়ে গেল।"

প্রথমা "তা হোক্; আমাদেরও ভাতার মরেছিল, তা অমন্ ত করি নাই। লোকের কথা রাখ্‌তে হয়; লোকে যা বলেছিল তাই করেছিলাম।"

এইবার কুমুদিনীর যেন হঠাৎ নিদ্রা ভঙ্গ হইল, তিনি চারিদিকে চাহিয়াই মূর্চ্ছিত হইলেন। সুশীলা ও সরলা তাঁহার নিকট রহিলেন ও এই অবকাশে শবদাহ হইতে লাগিল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

পঙ্কজ যখন শুনিয়াছিলেন যে একজন সুন্দরী কন্যার সহিত তাঁহার বিবাহের সম্বন্ধ হইতেছে তখন বিনা কারণে বিমলাকে গোপনে দেখিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তাঁহার চেষ্টা পাইবার কোন আবশ্যকতা ছিল না কারণ তাঁহার পিতা কন্যা দেখিয়া আসিয়াছেন। তিনি যদি পছন্দ করিয়া থাকেন তাহা হইলে পঙ্কজের অপছন্দ হইতে পারে না, আর তিনি যদি অপছন্দ করেন তাহা হইলে ছেলেরও পছন্দ হইতে পারে না। তাই বুঝি চুরি; আবশ্যক নাই বলিয়াই বুঝি চুরি করিয়া দেখা। ঘরে ভাল সন্দেশ আনিয়া ছেলেদিগকে মা বলিলেন "ওদিকে কেউ যেও না, সময় হ'লে আমি তোমাদের খেতে দেব।" মা সরিয়া গেলেন; যে ছেলে উপস্থিত থাকিল সেই আর ভাইবোনগুলিকে ডাকিয়া সন্দেশগুলি দেখিতে গেল; দেখিয়া আবার রাখিয়া দিবে; কিন্তু দেখা হইলেই লোভ এত বলবান্ হইল যে মার কথা মনে থাকিল না, একটি খাইয়া ফেলিল।

পঙ্কজেরও দশা তাহাই হইল। বিমলাকে না দেখাই তাঁহার ভাল ছিল। শুনিয়াছিলেন সুন্দরী, কিন্তু সে সুন্দরীর রূপ ত কল্পনা করিতে পারেন নাই। যদিও একটা রূপ মনে মনে করিয়াছিলেন কিন্তু তাহাকে ত ভালবাসিতে পারেন নাই। পরের মুখে সুন্দরীর রূপ বর্ণনা শুনিয়া কি ভালবাসা যায়? আমরা আয়েসা, দুর্গেশনন্দিনীকে কি প্রেম দিয়া ভালবাসি; না জগৎসিংহ দুর্গেশনন্দিনীর প্রেমে সুখী হই? অত বড় সুন্দরীকে ভালবাসিয়া সে আর একজনের হইলে সুখী হওয়া

যায়? কিন্তু যদি তিলোত্তমা তোমার প্রতি তেম্‌নি করিয়া চাহিত, যেমন সে জগৎসিংহের প্রতি চাহিয়াছিল, তাহা হইলে কি তুমি সত্য সত্যই আর এক জনের সুখে সুখী হইতে পারিতে?

বিমলা তেম্‌নি করিয়া পঙ্কজের প্রতি চাহিয়াছিল। পঙ্কজ তাহার চক্ষুর ভিতর দিয়া অন্তরে প্রবেশ করিয়াছিল। আর কোন্ পথ দিয়া অন্তরে যাওয়া যায়? পঙ্কজ দেখিলেন যে এ সুন্দরী বটে, কিন্তু এ সুন্দরী ত কোন বইয়ে লেখে না। সৌন্দর্য্যের প্রগল্‌ভতা কৈ? এ সুন্দরী ত শুধু সোহাগ চাহে না। ললাট ক্ষুদ্রের মধ্যে প্রশস্ত। ভ্রূ ও চক্ষু বিস্তৃত হইয়া আরও বিস্তৃত বোধ হইতেছে।

পঙ্কজ মনে করিলেন যে ইনি শুধু রূপের পূজা লইয়াই ক্ষান্ত হইবেন না, অন্তর্জগতে যাহা কিছু উদয় হইতেছে সকলেরই ভাগ লইবেন।

আবার যখন শুনিলেন সেখানে বিবাহ হইবে না তখন কোন কথা বলিলেন না। তাঁহাকেও কেহ কোন কথা জিজ্ঞাসা করে নাই। আর আর যে জায়গা হইতে সম্বন্ধ আসিত তিনি আর দেখা দিতেন না, কোন আছিলা করিয়া বাড়ী হইতে পলাইতেন। যখন শুনিলেন হরিশ মারা গিয়াছেন মনে করিলেন ছুটীয়া গিয়া একবার বিমলাকে সান্ত্বনা দিয়া আসেন, আবার পরক্ষণেই স্থির হইলেন। তাঁহার আশা হইল, এইবার বোধ হয় তাঁহার পিতা দয়া করিয়া বিমলাকে লইবেন। সে রূপসীর গহনার দরকার কি?

দুই মাস গেল। শশীভূষণ, সরলা সকলেই পরামর্শ দিলেন যখন অন্নবস্ত্রের কোন কষ্ট হইবে না তখন গজাননের সহিত বিবাহ দেওয়াই উচিত। নগদ টাকা চিকিৎসার্থে গেল। বাড়ীটা বাঁধা দিয়া কিছু টাকা কর্জ্জ করিয়া তাহা হইতেই গজাননের সহিত বিমলার বিবাহ হইল। পঙ্কজ গৃহ ত্যাগ করিলেন।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

বিমলার বিবাহের পর আরও দুই চারি দিন থাকিয়া শশীভূষণ বাড়ী চলিয়া গেলেন। সরলাও চলিয়া গেল। তাঁহারা পরামর্শ দিলেন বাড়ীটির একাংশে বাস করিয়া বাকিটা ভাড়া দেওয়া। কুমুদিনী তাহাই করিলেন। একটি মাত্র ঘর রাখিয়া বাড়ীটি ভাড়া দিলেন। শচীনাথ গঙ্গোপাধ্যায় পুলিশ ইনেস্পেক্টর, তিনিই ভাড়া রাখিলেন। তাঁহার বাড়ীর মেয়েছেলে আর কুমুদিনীর মেয়ে দুটী ও নরেন মিলিয়া গেল। শচীবাবুর স্ত্রী নির্ম্মলা সুন্দরী সর্ব্বদাই কুমুদিনীর নিকট আসিয়া গল্প সল্প করিতেন ও তাঁহাকে অনেক প্রকারে বুঝাইতেন। ইনেস্পেক্টর বাবুর লোকজন আছে, হাটবাজার, যাতায়াত ইত্যাদি তাহাদেরই দ্বারা চলিত। শশীভূষণ অনেক চেষ্টা করিয়া ধান্য বিক্রয় করিয়া খাজনাদি বাদেও কিছু কিছু টাকা পাঠাইতেন। কোন উপায়ে খাওয়া দাওয়াটা চলিতে লাগিল। শচীবাবুই অভিভাবক স্বরূপ হইলেন। কিছুদিন হইল নির্ম্মলা সুন্দরী বাতরোগে পীড়িতা হইয়াছেন চলা ফেরা করিতে পারেন না। দুই তিন মাস কাটিয়া গেল তথাপি আরোগ্য হইল না। স্ত্রী পীড়িতা হওয়ায় শচীবাবু নিজেই চারু ও নরেন ইহাদের খবর লয়েন। একদিন দুপুর বেলায় আহারাদির পর একটু বিশ্রাম করিয়া শচীবাবু খবর লইতে গিয়াছেন। নরেন ও চারু স্কুলে গিয়াছে। স্নেহ কোথায় খেলা করিতে গিয়াছে। শচীবাবু একটু গলা ঝাড়া দিয়া কুমুদিনীর মহলে প্রবেশ করিতেন, এ দিনও তাহাই করিলেন। কুমুদিনী অন্যমনস্কা ছিলেন তিনি কিছুই শুনিতে পান নাই। শচীবাবু বলিলেন

"ও স্নেহ তোদের কি চাইরে বল্" এই বলিয়া তিনি ঘরের দুয়ারে গিয়া দাঁড়াইলেন। দেখিলেন কুমুদিনী মুক্তকেশে ঘর আলো করিয়া বসিয়া আছেন ; দেখিয়াই শচীবাবু বিমোহিত হইয়া গেলেন, তিনি আরও মনে করিলেন কুমুদিনীও তাঁহাকে চা'ন। অন্যদিন ছেলে পিলে থাকে বলিয়া সরিয়া যান। শচীবাবু বলিয়া উঠিলেন "কুমুদিনী, তুমি কি সুন্দরী।" এই কথা কুমুদিনীর কর্ণে যাইতেই তিনি ব্যস্ত হইয়া সর্ব্বাঙ্গ বস্ত্রাচ্ছাদিত করিয়া গৃহের এক পার্শ্বে গিয়া দাঁড়াইলেন। তখন শচীবাবু আর শচীবাবু নাই, তিনি মনে করিলেন এটা গরজ বাড়ান ; তিনিও ঘরের ভিতর ঢুকিলেন। "কুমুদিনী তুমি দয়া কর, তোমার কোন চিন্তা থাকবে না। আমার যথাসর্ব্বস্ব তোমাকেই দিব" এই বলিতে বলিতে কুমুদিনীর হস্তধারণ করিলেন ; তৎক্ষণাৎ কুমুদিনী "তুমি কোথা গেলে গো তোমার কুমুর দশা দেখে যাও গো" বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিয়াই মূর্চ্ছিতা হইলেন। শচীবাবু তৎক্ষণাৎ প্রস্থান করিলেন। তিনি আর বাড়ীর ভিতর মোটে দাঁড়াইলেন না। বাহির হইবার সময় যাহাকে সম্মুখে পাইলেন তাহাকে বলিয়া গেলেন "কে যেন কেঁদে উঠ্‌ল, যা'ত নরেনদের ঘরে দেখে আয়গে। আমার সময় নাই, আমি আর দাঁড়াতে পাচ্ছি না, যা করতে হয় করিস্, দেখিস্ যেন আমাদের আশ্রয়ে থেকে লোক মারা না যায়।"

চাকরটি গিয়া দেখিল কুমুদিনী মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িয়া আছেন ; সে কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া তাড়াতাড়ি গৃহিনীর নিকট আসিয়া অবস্থা কহিল।

নির্ম্মলা সুন্দরী চাকরের হাত ধরিয়াই কুমুদিনীর গৃহে গেলেন ও জল দিয়া তাহার চৈতন্য সঞ্চার করিলেন। নির্ম্মলা তাঁহাকে বলিলেন "দিদি তুমি কেঁদে কেঁদে এমন হয়ে পড়ছ, কোন দিন মরে থাকবে। আমরা না থাকলে কি হ'ত বল দেখি? ভাগ্যে বাবু শুনতে পেয়েছিলেন তাই

তিনি আমাদের পাঠিয়ে দিলেন।" কুমুদিনী কোন উত্তর করিলেন না। সেদিন চারু ও নরেন বাড়ী আসিলে কুমুদিনী তাহাদিগকে বলিলেন তাহাদের মামা তাহাদিগকে যাইতে লিখিয়াছেন, শীঘ্রই যাইতে হইবে, পরদিনই যাত্রা করিতে হইবে।

পরদিন প্রাতে শীতলবাবুকে বলিয়া একজন লোক সমভিব্যাহারে পিত্রালয় তালগ্রামে গেলেন। নির্ম্মলা সুন্দরীকে বলিলেন তাঁহার এখানে মন টিকিতেছে না, তিনি গোটা বাড়ীটা লইয়া আর দুই টাকা ভাড়া বেশী দিবেন। নির্ম্মলাও তাহাই সঙ্গত বিবেচনা করিলেন। তালগ্রামে গিয়াই নরেনকে সরলার নিকট থাকিবার ব্যবস্থা করিলেন। চারু ও স্নেহকে লইয়া থাকিলেন। কিন্তু এখানেও কপালে সুখ হইল না। কুমুদিনীর দাতৃপুত্র ও ভ্রাতৃপত্নীদের সহিত চারু স্নেহের বনিবনাও হয় না, অর্থাৎ বাড়ীর ছেলেরা সকল বিষয়েই চারু ও স্নেহের উপর আধিপত্য করিতে চায়, যদি কোন কার্য্য নিতান্ত অসঙ্গত বলিয়া চারু ও স্নেহ আপত্তি করে, তাহাদের মামাতো ভাই বোন্ তাহাদের মায়ের নিকট গিয়া নালিশ উপস্থিত করে, তাহার পরেই নিরপেক্ষ বিচার। চারু ও স্নেহই দোষী সাব্যস্ত হয়। কোন ভাল খাবার লুকাইয়া দিলে তাহারা কলে কৌশলে গিয়া স্নেহের নিকট উপস্থিত হইবে ও তাহাদিগকে দেখাইয়া খাইবে। যদি স্নেহ চাহে তাহা হইলেই তাহাকে বুড়ো আঙ্গুল দেখায়। স্নেহ কাঁদিলেই "মা আমাদের কেড়ে খেতে আসচে" বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠে, তাহাদের মাও বলিয়া উঠেন "ছেলেদের দিনের মধ্যে একবার খেতে দিতে পাই না, তাও কেড়ে খাবে।" কুমুদিনী মান থাকিতে থাকিতে সুশীলার নিকট গিয়া উঠিলেন এবং তাহাকে সমস্ত কথা বলিলেন। শশীভূষণ বাড়ীর একটু জায়গার উপর তাঁহার একটী কুটীর নির্ম্মাণ করাইয়া দিলেন। কুমুদিনী উপেনকে

সাহায্যের জন্য লিখিলেন। তিনি মাসিক দশ টাকা করিয়া পাঠাইতে লাগিলেন।

বাড়ীভাড়া হইতে যে টাকা আইসে তাহা হইতে ও উপেনের দেওয়া টাকা হইতে সংসার বেশ চলিয়া যায়। নরেনের স্কুলের মাহিনা বই কাপড় চোপড় দিতে হয়, তাহা সবই হয়। ধান্য সব খরচ হয় না, কিন্তু বহরমপুরের দেনা শোধের কোন উপায় নাই। সুদও বাড়িতেছে, দুই এক বৎসর দেখিয়া মহাজন নালিশ ও ডিক্রী করিয়া নিলাম করিয়া লইলেন।

যাহা হউক, সে বাড়ীর দিকে আর তত নজর নাই। এ দিকে চারুও বিবাহ যোগ্যা হইল। টাকার আর কোন উপায় নাই। উপেন একশত টাকা সাহায্য করিলেন। শশীভূষণ ধান্যাদি দিয়া সাহায্য করিলেন, তথাপি বাড়ীর জমিগুলি বন্ধক দিতে হইল। এইরূপে চারুর বিবাহ হইয়া সে চলিয়া গেল। এখন কুমুদিনী একাকী স্নেহকে লইয়া শশীভূষণের আশ্রয়ে থাকেন।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

ইহার ৪।৫ বৎসর পরের কথা, আমাদিগকে অন্য এক জায়গায় যাইতে হইতেছে। প্রেসিডেন্সি কলেজে কয়টি ছাত্র এক সঙ্গে পড়ে। তাহাদের মধ্যে একজনের নাম রতিকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়, একজন সহদেব মণ্ডল ও আর একজন ছাত্র ভূধর মুখোপাধ্যায়। সহদেবের বাড়ী যশোহর জেলার অন্তর্গত নড়াইল মহকুমার মধ্যে সাধুনগর গ্রামে, তাহার পিতা জাতিতে নমঃশূদ্র কিন্তু অত্যন্ত ভদ্র ও বিনয়ী এবং একটু স্বসার সম্পন্ন। সহদেব নড়াইল কলেজ হইতে আই, এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া মাসিক ২০৲ টাকা করিয়া বৃত্তি পাইয়াছেন। রতিকান্ত আমাদের পরিচিত কুমুদিনীর কনিষ্ঠ ভ্রাতা। ভূধর মুখোপাধ্যায়ের বাড়ী ঢাকা, বিক্রমপুর। ভূধর ও রতিকান্ত হিন্দু হোষ্টেলে থাকেন। সহদেব কোন মেসে থাকেন। আজ ইহাঁদের ক্লাসে এক লেকচার হইয়াছে তাহাই লইয়া ইহাঁদের তর্ক ফুরাইতেছে না। অধ্যাপক মহাশয় বলিয়াছেন, যে জাতির দৈনিক জীবন যাত্রার আবশ্যকায় দ্রব্য যত অধিক সে জাতি তত উন্নতি করিবে।

রতিকান্ত বলেন এ কথা সকল সময়ে খাটে না। ভূধর বলেন যাহা সত্য তাহা সকল সময়েই খাটে এবং উদাহরণ স্বরূপ ইউরোপীয় জাতি সমূহকে দেখাইয়া দেন। তিনি বলেন "দেখ ইউরোপের অভাব কত বেশী; তাহাদের কত রকম গরম কাপড় চাই, খাবার জিনিষ কত রকম চাই চা, মাংস ইত্যাদি, ইহা ছাড়া সখের পোষাক পরিচ্ছদও আছে। কাজেই যখন দেশে কুলায় না, তাহাদিগকে বাহিরে যাইতে হয় এবং তাহারই ফলে তাহাদের এই বিস্তার; আর আমাদের কিছুরই অভাব

নাই, আমাদের চরম ধর্ম্মশিক্ষা সংসার ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসী হওয়া।

রতিকান্ত। এ কথা সত্য হইলে ভারতবর্ষ পূর্ব্বে এত উন্নতি করিতে পারিত না।

ভূধব। যতদিন "এবগোহ্‌পি ক্রমায়তে"। সকল জাতিই অসভ্য ছিল কাজেই ভারতবর্ষ এত উন্নত ছিল। এখন যেমন আর সব দেশ জাগিয়াছে আর তাহারা আসিয়া তোমাদের লুটিয়া খাইতেছে কিন্তু তোমাদের কোন আপত্তি নাই।

রতিকান্ত। যদি তুমি বল আমাদের দেশের চরম শিক্ষা অভাব ত্যাগ করা, তাহা হইলে সেটা মস্ত ভুল, যদি ইহা কাহারও প্রতি খাটে তাহা হইলে ইহা কেবল ব্রাহ্মণেই খাটে আর কোন জাতির প্রতি সে উপদেশ নাই। বরং প্রত্যেক জাতির কর্ত্তব্য নির্দ্দিষ্ট আছে; তাহারা সর্ব্বদাই সমাজের পুষ্টি সাধনে নিয়োজিত থাকিবে।

ভূধব। ব্রাহ্মণ—শ্রেষ্ঠ জাতি; তিনি যাহা আচরণ করিবেন অন্যান্য জাতি তাহাই উৎকৃষ্ট বলিয়া অনুসরণ করিবে। সুতরাং ব্রাহ্মণই যে কেন এরূপ লক্ষ্য করিয়া চলিবেন?

রতিকান্ত। ব্রাহ্মণ কাহারও ঐশ্বর্য্যের ভাগ লইতে যাইতেছেন না, সুতরাং তাঁহাকে কাহারও হিংসা করিবার কারণ নাই। এখন ত ব্রাহ্মণও অন্যান্য জাতির কর্ম্ম করিতেছে।

ভূধর। এখনকার কথা আলোচনা করিব না; আমার পূর্ব্বের কথাই আলোচনা করিব। বর্ত্তমান অবস্থা পরে আলোচনা করিব।

রতিকান্ত। পূর্ব্বে কত সুন্দর কাল ছিল। ব্রাহ্মণ সমাজের হিতার্থে চিন্তা করিতেছে। ক্ষত্রিয় সমাজকে বাহুবল দ্বারা রক্ষা করিতেছে। বৈশ্য কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য দ্বারা ঐশ্বর্য্য ও সুখ স্বাচ্ছন্দ্য বৃদ্ধি করিতেছে ও শূদ্র তাহাদের সেবা করিতেছে। ইহাকে division of labour বলে।

ভূধর। এক জাতি ভাল কাজ আর এক জাতি হেয় কাজ গ্রহণ করিবে কেন?

রতিকান্ত। ইহার মধ্যে হেয় কেহই মনে করে না। যাহার যাহা কার্য্য তাহা হৃষ্ট চিত্তেই সম্পন্ন করিত।

এই বলিয়া রতিকান্ত সহদেবের দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন। সহদেব কোন কথাই বলিলেন না। সহদেব এ সব যে বুঝেন না তাহা নহে বরং তিনি সহপাঠীদের অপেক্ষা ভালই বুঝেন নতুবা তাঁহাকে দলে লইতেন না। তিনি একটু তফাৎ তফাৎ থাকেন। ব্রাহ্মণ কায়স্থ বালকেরা অনুগ্রহ করিয়া তাঁহাকে দুই একটী কথা কহিলেই তিনি কৃতার্থ হয়েন। বিশেষ তিনি বাড়ী যাইলেই তাঁহার পিতার ও স্বজাতিবর্গের অবস্থা দেখিয়া তফাতে থাকিয়া দুই একটী কথা বলিতে পারিলেই নিজেকে সৌভাগ্যবান বিবেচনা করিতেন। জাতিভেদ সম্বন্ধে কথা উঠিলে তাঁহার কোন দিকেই কথা কহিবার উপায় নাই। এক দিকে বলিলে তিনি interested party, আর এক দিকে বলিলে খোসামোদ হইয়া দাঁড়াইবে। এ সকল কথাবার্ত্তা যত না উঠে তিনি তাহাই চাহেন। কিন্তু আজকাল ক্লাসে যে সকল বিষয় আলোচনা হইতেছে তাহাতে জাতি বিচারের আলোচনা অনিবার্য্য। সহদেব কোন উত্তর করিলেন না দেখিয়া আবার ভূধর আরম্ভ করিলেন।

ভূধর। তখন তোমরা তাহাদিগকে বুঝাইয়াছিলে স্বয়ং ভগবান্ এই জাতিভেদ করিয়া দিয়াছেন সুতরাং তাহারা চুপ করিয়া থাকিত।

রতিকান্ত। ভালই হইয়াছিল; তুমিও পুরাতন কালের কথা বলিতেছ। তখন ত এই বুঝিয়াই আমাদের সমাজের হিত হইয়াছিল।

ভূধর। সমাজ তখন যে ব্যবস্থা করিয়াছিল তাহাতে যদি সমাজে কখন ব্যারাম ও চোর ডাকাতের ভয় না থাকিত তাহা হইলে ক্ষতি হইত না।

পৃথিবীতে যে আর কোন মানুষ আছে বা থাকিতে পারে বা আসিতে পারে তাহার গণনা করা হয় নাই ; গৃহস্থের যদি একদিন চাকরাণীর অসুখ করে তবে কি সে দিন তাহার কাজ পড়িয়া থাকিবে ? বাকী যে চাকর থাকিবে সে কি একদিন চাকরাণীর কাজ চালাইয়া দিবে না ? আজ যে তাঁতিদের ব্যবসা নষ্ট হইয়া গিয়াছে তাহারা লাঙ্গল ধরিবে না কেন ? বা যখন আবার অধিক কাপড় লাগিবে তখন তাঁতি ছাড়া অন্য জাতি তাহা বুনিবে না কেন ?

রতিকান্ত। তোমার ও মন্তব্য বাড়ীর মধ্যে ঝির কাজ ঝিকে দিতে হইবে, চাকরের কাজ চাকরকে দিতে হইবে। যে ব্যক্তি যে কাজ সর্ব্বদা করে তাহাতে তাহার একটা পটুতা জন্মিয়া যায় ; সেইরূপ যে জাতি যে কাজ করে তাহাতে তাহার একটা বিশেষ ক্ষমতা জন্মে। আবার ঐ কাজ যদি পুরুষানুক্রমিক করা যায় তাহা হইলে সেই দক্ষতা সংস্কারে পরিণত হয়। সেইজন্য এক এক জাতি এক এক শিল্প পুরুষানুক্রমিক করায় তাহা এতদূর উৎকর্ষ লাভ করিয়াছিল যে জগতে আর কোন জাতি তাহার সমকক্ষ হয় নাই।

ইঁহারা একটি ফুটবল ম্যাচ দেখিতে আসিতেছিলেন। ক্রীড়া স্থলে আসিয়া পহুঁছিয়াছেন, খেলা আরম্ভ হইবার এখনও বিলম্ব আছে, সুতরাং ইঁহাদের তর্ক আর থামে না।

ভূধর। বাঁধন একটু কড়া হইয়া গিয়াছে। যে কাজ যে করিতেছে সে তাহাই করুক তাহাতে ক্ষতি নাই, কিন্তু সে যে আর কোন কাজ করিতে পারিবে না ইহাই যত অনর্থের মূল।

রতিকান্ত। যদি বন্ধন বলিয়া কোন জিনিষ থাকে তাহা হইলে নিষেধও আবশ্যক। আমার কাজ এখন নির্দ্দিষ্ট হইল তখন অপরের কাজ করিতে যাইব না ইহাও স্থির থাকার দরকার। যদি কাজ স্থির থাকা দোষের না হয় তাহা হইলে নিষেধও দোষের নহে।

ভূধর। ঐ কড়া বন্ধনই যত সর্ব্বনাশের মূল হইয়াছে; তুমি অন্য কথায় বুঝিবে না কিন্তু আজকাল যে দিন সময় উপস্থিত হইয়াছে তাহাতে সমাজের প্রসারতা (Elasticity) না থাকিলে অস্তিত্ব লোপ পাইবে। এই দেখ যে বর্ত্তমান মহাসমর উপস্থিত তাহাতে যদি ভারতবর্ষের শুধু ক্ষত্রিয় যুবক দিয়া লড়াই করা যায় তাহা হইলে কত সৈন্য উঠাইতে পারা যায়? এত বড় ভারতবর্ষ এক জর্ম্মাণীর সমকক্ষ হইতে পারে না। এখন আবশ্যক হইলে প্রত্যেক মনুষ্যকে সৈন্য হইতে হইবে এবং প্রত্যেক মনুষ্যকে তাঁতি বা কামার হইতে হইবে।

রতিকান্ত। আমাদেরও এরূপ উদাহরণ আছে। দ্রোণাচার্য্য ব্রাহ্মণ হইয়া যুদ্ধ করিয়াছিলেন তাহাতে জাতি যায় নাই, আবার বিশ্বামিত্র ও জনক ঋষি হইয়াছিলেন, কৃপাচার্য্য পরশুরাম ব্রাহ্মণ হইয়া ক্ষত্র-ধর্ম্ম আচরণ করিয়াছিলেন।

ভূধর। তোমার দৃষ্টান্ত ঐ পর্য্যন্ত, ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়ের কাজ ও ক্ষত্রিয় ব্রাহ্মণের কাজ করিয়াছিলেন; দেখাইতে পার যে কোন চামার ও চাঁড়াল ব্রাহ্মণের কাজ করিয়াছিলেন, আর তাহাই বা কয়টা?

যদি কেহ এই সময়ে সহদেবের মুখ প্রতি লক্ষ্য করিতেন তাহা হইলে দেখিতে পাইতেন যে তাহার মুখ একবার লাল আর একবার পাণ্ডুবর্ণ হইয়া যাইতেছে। অবশেষে যখন ভূধর শেষ কয়টী কথা উচ্চারণ করিলেন তখন সহদেবের মুখ একেবারে বিবর্ণ হইয়া গিয়াছে। তিনি ভাবিতেছেন কেন তিনি আজ ইহাদের সহিত আসিলেন, আর ইহাদের কি আজ এ কথা থামিবে না। ঠিক এই সময়ে বল (Ball) ধুপ করিয়া উঠিল; সকলেই চমকিয়া দেখিলেন ফিল্‌ডে (Field) বল নামিয়াছে।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

ঢাকা হইতে একটীম কলিকাতা পর্য্যন্ত ম্যাচ খেলিতে আসিয়াছে, তাহার মধ্যে দুই একজনকে ভূধর চেনেন। তাহাদিগকে দূর হইতে দেখিবামাত্রই ভূধর আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিলেন। প্লেয়ারগণ যথাস্থানে দণ্ডায়মান হইল, যথা সময়ে রেফারির (Referee) বাঁশী বাজিল আর তুমুল খেলা আরম্ভ হইল। ঢাকার খেলোয়াড়গণ প্রথম হইতে জোর খেলা আরম্ভ করিয়াছেন আর কলিকাতার প্লেয়ারগণ শেষ হাফ টাইমে জয় করিবেন বলিয়া Defensive (রক্ষণ) খেলা খেলিতেছেন। ভূধর যদিও কেবল দুই জনকে চিনত, মুহূর্ত্তের মধ্যে খেলকদিগের নাম কণ্ঠে কণ্ঠে তাঁহার নিকট পঁহুছিল। প্রত্যেক খেলক যখন এক একবার আঘাত করিতেছেন আর ভূধর তাহার নাম ধরিয়া "Bravo Bravo" করিতেছেন। একবার গোল হয় হয় আর কি, এমন সময় হঠাৎ বল একেবারে অপর গোলের নিকট কে পাঠাইয়া দিল। অমনি ঢাকার দল সকলে সেই দিকে ছুটিল। অপর একজন তাহাকে প্রবল এক আঘাত দিয়া উর্দ্ধে তুলিয়া দিয়াছেন। সে বল আর মাটিতে পড়িবার সুযোগ পাইতেছে না। তাহাকে আসন দিবার জন্য এতগুলি মাথা অগ্রসর হইয়াছে যে তাহাদের প্রতিদ্বন্দীতায় একটি মাথাও যথাস্থানে তিষ্ঠিতে পারিতেছে না। অবশেষে প্রবলে প্রবলে ধস্তাধস্তি হইয়া সরিয়া যাওয়ায় বলটি ঠিক নামিবার সময় অল্প বলিষ্ঠ একজন মাথা পাতিয়া গুঁতাইয়া দিল। সে গুঁতাইয়া দিতেই আর একজন মাথা লইয়া প্রস্তুত, এইরূপে বল কিছুক্ষণ মাথায় মাথায়

ধরিয়া সেই মাটিতে পড়া আর একজন খেলিবার [illegible] তাহাকে পায়ের আগে বলটা ছুট[illegible] [illegible] পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছুটিতেছে অমনি [illegible] পশ্চাৎ হইতে আসিয়া [illegible] পরিচিত [illegible] পা বাধাইয়া তাহাকে ফেলিয়া দিল, কিন্তু সে সাবধানে পায়ের উপরেই পড়িল। নরেশের পা একটু মচকাইয়া গেল। তাহা হইলেও তাহাতে খেলার কোন ক্ষতি হইল না। তাড়াতাড়ি একটা জলপটী বাঁধিয়া ও বরফ টিপিয়া ধরিয়াই নরেশ আবার খেলিতে আরম্ভ করিল। সকলে "Bravo" "Bravo" বলিতে লাগিল। ভূধর বলিলেন নরেশের একবার হাত ও [illegible] time হইয়াছিল এখনও ডাক্তার পটি বাঁধিয়া দিল আর নরেশের ডান হাত দিয়া [illegible] ধরিয়া এমন বল মারিয়াছিল। যে সকলে অবাক হইয়া গিয়াছিল। [illegible] না [illegible] দিন [illegible] স্কুলের [illegible], ও [illegible] ছাড়া, অমন [illegible] বাঙ্গালার [illegible] না। ইতিমধ্যে বল আবার কলিকাতার দলের [illegible] দিকে গিয়া [illegible] চেষ্টা করিতেছে [illegible] কোন [illegible] দিয়া [illegible] আসিতে পারে [illegible] এমন সময় [illegible] একটি আঘাত দিল [illegible] গোল হইয়া গেল। [illegible] মহাধ্বনি করিতে [illegible] টাইম হইল। বাকি [illegible] টাইমে [illegible] দল প্রাণপণে খেলিতে লাগিল। তাহারা কলিকাতার দলকে পরাজিত করিয়াছে এ সম্মান যেন তাহাদের না যায়। [illegible] হইল। "Hip Hip Hurra, Hurra" শব্দে স্থির থাকা যায় না। ভূধরবাবু আজ আনন্দ ধরে না। বিশেষ পরিশ্রমের পর ক্লান্ত হইয়া দর্শকগণ সোডা লেমনেড্ পান ইত্যাদি খাইয়া শ্রান্তি দূর করিলেন, ক্রমে বাসা ফিরিবার সময় হইল। ক্রীড়াস্থল ও ময়দানে সমস্ত দেখাইয়া বলিলেন,

'দেখ দেখি কি সুন্দর ভাব। কত পরিবর্ত্তন, আর কি সে দিন আছে?"

রতিকান্ত। আমিও ত তাহাই বলিতেছিলাম, এখন যাহার যে কাজ ইচ্ছা সে তাহাই করিতেছে।

ভূধর। সে কি পার বাবসা করিতেছে? এখন কি তোমার আটকাইয়া রাখিবার ক্ষমতা আছে?

রতিকান্ত। কেন সমাজ কি না আটকাইতে পারে? যদি সমাজ এখন এক ব্যবসা ত্যাগ করিয়া অন্য ব্যবসা ধরিলে শাস্তি দিত তাহা হইলে এ সব কি করিয়া হইত?

ভূধর। তুমি কি রাজার উপর. রাজা যতদূর রক্ষা করিয়াছেন তাহার বাহিরে তুমি যাইতে পার না। আর রাজা যেগুলি হস্তক্ষেপ করা আবশ্যক মনে করেন নাই সেই গুলি তুমি সেই ভাবেই রাখিয়াছ। জলকে নারায়ণ বল, অথচ একজন শূদ্র সেই জল স্পর্শ করিলে তাহা তুমি আচরণ কর না কেন না রাজা সেটা তোমাকে বাধ্য করেন না।

রতিকান্ত। তুমি যে ভাবের কথা বলিতেছ তাহা সকল জাতেরই আছে। যে উৎকৃষ্ট সে তাহার অস্তিত্ব বজায় রাখিবার জন্য, নিকৃষ্টের সংসর্গ যত্নে পরিহার করিবে। এই দেখ ইংরাজেরা ভারতবর্ষে বাস করিতে পায় না, মাঝে মাঝে ছুটী লইয়া তাহাদের বিলাত যাইতে হয়, তাহারা আপনার মধ্যে চলা ফেরা করে, এ সকলই তাহাদের জাতিত্ব বজায় রাখিবার জন্য। হিন্দুরা যদি এই exclusion (আবর্জ্জন) প্রথা অবলম্বন না করিত তাহা হইলে তাহাদিগের এত রাষ্ট্র বিপ্লবের মধ্যে অস্তিত্ব থাকিত না।

ভূধর। দেখ তুমি ইংরাজদের কথা তুলিলে, কিন্তু ইংরাজরা তোমাদের প্রতি যে ব্যবহার করে তাহা অপেক্ষা তুমি তোমার

স্বজাতির প্রতি নিকৃষ্ট ব্যবহার করিতেছ। ইংরাজরা তোমাদের সেবা গ্রহণ করে, তোমরা কতকগুলি জাতিকে সে অধিকার পর্য্যন্ত দেও না। ভগবান তোমাদিগকে তেমনি শাস্তি দিতেছেন। তোমরা আর্য্য জাতি বলিয়া, ব্রাহ্মণ বলিয়া যতই গৌরব কর কিন্তু সেখানে সব সমান। তোমাদের পাপের ভোগ বোধ হয় এখনও পূর্ণ হয় নাই।

রতিকান্ত। স্পর্শ করিলে স্নান করিতে হইবে বা তাহার স্পৃষ্ট কোন জিনিস গ্রহণ করা হইবে না, এসব আমি যুক্তি সঙ্গত মনে করি না। যাহাকে আমি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন দেখিতেছি তাহাকে আমি স্পর্শ করিব না কেন? সকল মনুষ্যের মধ্যেই ঈশ্বর বিরাজ করিতেছেন ইহাই আমাদের ধর্ম্ম, আমরা তাঁহার আত্মাকে অবজ্ঞা করিতে পারি না। তবে বিবাহাদি কার্য্য একটু বাঁধাবাঁধির মধ্যে না থাকিলে হিন্দু জাতি লোপ পাইবে।

ভূধর। সে কথা কেহই অস্বীকার করে না। তোমার ব্রাহ্মণের মেয়ে নহিলে বিবাহ করিও না একথা কেহই বলিবে না এক জায়গায় বসিতে দাঁড়াইতে দাও। তোমার পিপাসার সময় তাহাকে এক গ্লাস জল দিতে দাও।

রতিকান্ত। সবই চলিবে একটু সবুর চাই।

ভূধর। সবই চলিবে তা আমিও জানি কিন্তু সময় থাকিতে চালাইতে হইবে। ইহা এক দিনে চালাইতে পারা যায়। ইহা অবরোধ প্রথা নয় যে এক দিনে উঠাইলে একটা ভয়ানক উচ্ছৃঙ্খলতা আসিবে। চীনেদের টিকি কাটার মত, এক দিনে উঠিয়া গেলে ভাল হয়।

রতিকান্ত। সময় আসিলে এক দিনেই উঠিবে। আমার মনে হয় এই যে স্বায়ত্ত শাসনের (Self-Government) ঢেউ আসিয়াছে ইহা

যদি কোনদিন স্বপ্নরাজ্য ত্যাগ করিয়া বাস্তবে আসিয়া পৌঁছায় তাহা হইলে এই সব সামাজিক সামান্য সামান্য ব্যাপার দুদিনেই তিরোহিত হইবে। তাঁহাদেরই একজন সদস্য সভায় বা মন্ত্রি সভায় প্রবেশ করিবে তখন আর এ সব ক্ষুদ্র অন্যায় কোথায় থাকিবে? ইংরাজ এখনও এ সব বিষয়ে হস্তক্ষেপ করেন না, হয়ত তখন আইনও হইবে।

ভূধর। ভাই তোমার ও সব স্বপ্ন আমার ভাল লাগে না। আমার ইচ্ছে আছে যে আমি কাহারও কথা শুনবো না, আমি এই সহদেবের সঙ্গে—একসঙ্গে বসে খাব

প্রতিবাস্তি।—এখানে যা খুসী করতে পার কিন্তু সমাজে ... ত ... উঠবে না।

ভূধরের শেষ কথা যখন হ'ল তখন যদি কেহ সহদেবের মুখপানে চাহিয়া দেখিত তাহা হইলে তাহাতে কত আনন্দ, কত আশা ও কত ভরসার রেখা দেখিতে পাইত। সে সত্য সত্যই মনে করিতেছে যে ব্রাহ্মণের একদিন তাহাদের সেবা গ্রহণ করিবে। মুখোপাধ্যায় মহাশয় তাহার পিতার নিকট উপস্থিত হইলে শুকনো কলাকস তামার সাজিয়া কলাপাতা দিতে হইবে না। একজন অতিথি সদ গৃহস্থ দেখিয়া তাহার ক্ষুধা বা পিপাসার কথা জানাইলে "আমি তোমার পিপাসা দূর করিতে অক্ষম" বলে বিদায় দিতে হইবে না। দেখিলেন তাহার স্বজাতীয় বালকেরা বিদ্যালয়ে লেখা পড়া শিখিয়া উচ্চ জাতীয় সহপাঠিদের সহিত গলা ধরিয়া বেড়াইতেছে; দেখিলেন ব্রাহ্মণ বালক বিপদে পড়িলে তিনি গিয়া উদ্ধার করিলেন; আর সে স্নান করিল না।

নবম পরিচ্ছেদ।

এই কথা বলিতে বলিতে তাঁহারা গ্রেট ইষ্টার্ণ হোটেলের সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তখন অল্প অল্প অন্ধকার হইয়াছে। বিদ্যুতের আলো গৃহগুলিকে উজ্জ্বল আলোকে আলোকিত করিয়াছে। কত রকমের জিনিষ; সাজান শুধুই কি খাবারের দোকান? তুমি যাহা চাও তাই আছে। জুতা চাও, ছুরি কাচি চাও, ঘড়ি চাও, জামা চাও, বাসন চাও, খেলনা চাও, সবই মজুত আছে, আবার খাবার তাই কত রকমের! যে যাহা চাহিতে পারে, আর যাহা চাহিবেও না তাহারও আয়োজন রহিয়াছে। আর কত প্রচুর! কত লোক খাইলে তাহা শেষ করিতে পারে। শোনা যায় বড় জিনিষের আকর্ষণ অধিক। বড় যদি ডাকে তবে তাহাকে আট-কান দায়। ক্ষুদ্র দোকানদার তোমার প্রতি হাঁ করিয়া চাহিয়া আছে, কিন্তু সেখানে তুমি যাইবে না কেননা সে তোমাকে চায়। আর বড় দোকানদার অসীম আয়োজন করিয়া বসিয়া আছে, যাহার ইচ্ছা যাইতেছে, আর—সকলেরই ইচ্ছা সেই দিকে। ভূধর, রতিকান্ত, সহদেব সকলেরই ক্ষুধার উদ্রেক হইয়াছিল। পথে একটা মুসলমান বন্ধু আলিসেখ জুটিয়া গেল। ভূধর ক্ষুধার্ত্ত হওয়ায় সহ-দেবকে বলিলেন "কিছু খাওয়ানা।" সহদেব হৃষ্টমনে সম্মতি দিল। গ্রেট ইষ্টারণের বাড়ী ঢুকিবার উদ্যোগ হইতেছে দেখিয়াই রতিকান্ত প্রস্থান করিলেন। সহদেব আর কখনও সাহেবী হোটেলে খান নাই—কিন্তু তিনি অস্বীকার করিতে পারিলেন না। যদি তিনিই

মুসলমানের হাতে খাইতে অস্বীকৃত হয়েন তাহা হইলে ব্রাহ্মণ কেন তাহার সহিত বসিয়া খাইবে? সুতরাং সহদেব মনকে দৃঢ় ক'রিয়া ভূধরের সহিত প্রবেশ করিলেন। ভূধর আলিকেও টানিলেন।

সহদেবের হাতে পয়সার অভাব ছিল না। তাহার বাবা তাহাকে যথেষ্ট টাকা দিতেন। সে ভাবিত নমঃশূদ্রের মধ্যে অমন ছেলে হইয়াছে তাহার যেন কোন কষ্ট না হয়। সহদেব যাহা বৃত্তি পাইত তাই তাহার ইচ্ছামত খরচ হইত। সহদেব দুই জনকেই আতিথ্য দানে বঞ্চিত করিলেন না। যাইবা মাত্র খানসামা আসিয়া হুকুম প্রার্থনা করিল ও ভূধরের ইসারা মত তিনজনের সম্মুখে এক একরূপ আহার্য্য আসিতে লাগিল। সবই একটু একটু দেয়, ভূধর ও আলি অতি আগ্রহের সহিত খাইতেছেন, সহদেবের যেন উপরোধে ঢেঁকি গেলার মত হইয়াছে। হাতে খড়ির দিন বোধ হয় এইরূপই হইয়া থাকে। ভূধর মাঝে মাঝে বলিতেছেন "ভাই কিছুই খাচ্ছ না? নিতান্ত বোকারমত-হাত যে নড়্‌চেনা" সহদেব বলিতে-ছেন "না আমি বেশ খাচ্ছি, আর কত খাওয়া যায়!" একটা কাট্‌লেটের ডিস দিয়া গেল, ভূধর তাহা সকলের আগেই শেষ করিয়া ফেলিলেন, দেখিলেন যে তখনও আলির তাহা শেষ হয় নাই, তখনই আলির হাত হইতে কাড়িয়া লইয়া খাইয়া ফেলিলেন ও বলিতে লাগিলেন, "কাট্‌লেটটা এখন হ'য়েছে, বেটারা চাইলে দেয় না, নতুবা আরও দুই একখানি নিতাম। সহদেব তাড়াতাড়ি তাহার অৰ্দ্ধভুক্ত কাট্‌লেট্ ভূধরের ডিসে দিয়া বলিলেন "এই নাও আমার পেট ভরিয়া গিয়াছে" ভূধর দেখিয়াই বলিলেন "তুমি যে আমার পাতে দিলে?"

সহদেব।—কেন, তুমি ত চাচ্ছিলে।

ভূধর।—চাই, তোমাকে ত বলিনি।

সহদেব।—এই যে বল্লে ওরা দেবে না, পেলে তুমি আরও খাও।

ভূধর।—তার মানে কি তুমি আমার পাতে দাও?

সহদেব।—আর কি মানে হতে পারে? আলির হাত থেকে কেড়ে খেলে, সুতরাং আমিই ত বাকী।

ভূধর।—ওর সঙ্গে তুমি তুলনা কর কেন? যাও, আর আমি খাব না। চাঁড়ালের আস্পর্দ্ধা দেখ না! সঙ্গে বসে খাচ্চি তাতেই মাথায় উঠে গিয়াছেন। আমি এ খাবারের দাম দিব!

এই বলিয়া ভূধর দাম দিতে গেলেন, কিন্তু বেহারা তাঁহার কাছে দাম নিল না। সহদেবই কথাবার্ত্তা কহিয়াছে এবং সেই দাম দিবে বলিয়াছে, সুতরাং ভূধর চলিয়া গেল। সহদেব এবং আলিও চলিয়া গেল। তাহার পর আর সহদেবকে ক্লাসে দেখা যাইত না।

———

দশম পরিচ্ছেদ।

এখন স্নেহলতার বিবাহের বয়স হইয়াছে। মেয়ে দেখিতে সুন্দরী কিন্তু তাহাতে শুধু পাত্র মেলে না। ভাত রাঁধুনী বা পূজারী বিনা পয়সায় মিলিতে পারে, বরং কিছু মূল্য স্বরূপ পাওয়াও যাইতে পারে, কিন্তু কুমুদিনী কি করিয়া প্রাণ ধরিয়া ভাত রাঁধুনীর হাতে দিবেন। তিনি উপেনকে পত্র লিখিলেন, তিনি ১০০৲ টাকার সাহায্য করিতে স্বীকার করিলেন। শশীভূষণের ইদানীং অবস্থা তত ভাল নহে। মাঝে চোরাই মাল রাখা অপরাধে এক মোকদ্দমায় পড়িয়া টাকাকড়ি যাহা ছিল খরচ করিয়া কোন উপায়ে মান রক্ষা হইয়াছে। মেয়ে ক্রমশঃ ১৪।১৫ বৎসরের হইল আর রাখা যায় না। জমি যাহা ছিল তাহা চারুর বিবাহে বন্ধক পড়িয়াছে। আর সংগ্রহ করিবার উপায় নাই। নরেন তখন ইংরাজী স্কুলের ফাষ্ট ক্লাসে পড়িতেছেন। তিনি মাকে বলিলেন অনেকে সুন্দরী মেয়ে পাইলে বিনা পয়সায় বিবাহ করে, কিন্তু সে সকল লোক খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। একটা বিজ্ঞাপন দেওয়া ভাল, কুমুদিনীও একটা কিনারা পাইয়া, বিশেষ ছেলে এখন বুদ্ধিমান হইয়াছে, তাহার কথার মূল্য আছে মনে করিয়া তাহাতেই মত দিলেন। বিজ্ঞাপন দেওয়া হইল। পাঁচ দিন, সাত দিন, এক মাস, দুই মাস গেল কিন্তু কেহই আসে না। কলিকাতা সহর হইলে বিবাহ করুক আর না করুক, দুই একজন দেখিয়া যাইত কারণ দেখিতে যাওয়া সোজা। কিন্তু সেই হরিপুর গ্রামে রাস্তা খরচ করিয়া কে

অনিশ্চিত সুন্দরীকে দেখিতে যায়। আর সহরেই কত সুন্দরী আছে পয়সা দিয়া সাধাসাধি করিতেছে; সুতরাং পাত্র আসিল না।

নূতন একটা Life Insurance আফিস খুলিয়াছে তাহার নাম Patriotic Life Insurance Company তাহার একজন এজেন্ট হরিহরপুর অঞ্চলে খুব যাতায়াত করিতেছেন এবং লোকের সহিত বেশ আলাপ ব্যবহার করিয়া কোম্পানীর কার্য্য অগ্রসর করিতেছেন। তাহার নাম পঙ্কজকুমার চট্টোপাধ্যায়। তিনি সে অঞ্চলের ব্রাহ্মণ বাড়ী মাত্রেই আদরের সহিত স্থান পাইয়া থাকেন। হরিপুরে জগদীশ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়ী উঠিয়াছেন। বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় পঙ্কজের কথা-বার্ত্তায় এতই আহ্লাদিত হইয়াছেন যে, তিনি একটু ভিতরের খবর লইতে ইচ্ছা করিলেন। তিনি বলিলেন, "বাবা তুমি ত কেবল দেশে দেশেই ঘুরে বেড়াও দেখিতে পাই। তোমার বাড়ীতে কে আছে?

পঙ্কজ। মা আছেন, বাবা আছেন, ভাই ভগ্নী আছেন।

জগদীশ। তোমার কি বিবাহ হয় নি?

পঙ্কজ। আজ্ঞে না।

জগদীশ। মা বাপকে দেখতেও ত যাও না!

পঙ্কজ। আজ্ঞে সে অনেক কথা, মাফ্ কর্‌বেন।

জগদীশ লজ্জিত হইয়া বলিলেন, "তোমার বল্‌তে আপত্তি থাকে ত আর কাজ নাই।"

পঙ্কজ। আপত্তি আর কি? আপনি কত আর সে সব শুন্‌বেন তাই বল্‌ছিলাম।

জগদীশ আর কোন উত্তর করিলেন না ববং পঙ্কজের কথা শুনিবার আশা দেখাইতে লাগিলেন।

কাজেই পঙ্কজ তাহার ইতিহাস বলিতে লাগিলেন—"তাঁহার পিত

শরচ্চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বহরমপুরের প্রফেসর, তাঁহার মনোনীত কন্যা তিনি টাকার জন্য বিবাহ করিতে পাইলেন না। সেই দুঃখে তিনি গৃহ ত্যাগ করিয়াছেন, আর পিতা মাতার মুখদর্শন করিবেন না। তিনি পণ করিয়াছেন, এবার যেখানে বিবাহ করিবেন, নিজে মেয়ে দেখিয়া বিবাহ করিবেন, এবং গরীবের মেয়ে ছাড়া বিবাহ করিবেন না।"

জগদীশ। এ অতি উত্তম কথা। তোমাদের মত সাধুছেলে না হলে আমাদের দেশের মঙ্গল নাই। আমাদেরই গ্রামে বাবা, একটা মেয়ে আছে, মেয়েটী পরমাসুন্দরী। আমার ছেলে ত তাকে বিয়ে করবার জন্য পাগল, কিন্তু তাহার কিছুই নাই বলে দিতে পাচ্ছি না। তুমি যদি মেয়েটীকে দেখ তাহা হলে বেশ হয়।

পঙ্কজ। আমি ত আগেই বলেছি।

জগদীশ। তুমি চাটুয্যে তারা মুখুয্যে, কোন বাধাই নাই।

বিকালেই জগদীশ কুমুদিনীর নিকটে গিয়াছেন। কুমুদিনী এখন মাথায় কাপড় দিয়া সকলের সহিত কথা কহিয়া থাকেন, একটী মাত্র ঘর; বিবাহের কথা উঠিবে ভাবিয়াই স্নেহ ঘরের মধ্যে গেলেন ও পিঁড়েয় বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় উপবেশন করিয়া কথাবার্ত্তা কহিতেছেন। তিনি বলিতেছেন—"বোধ হয় এইবার স্নেহের ভাল পাত্র জুটল।"

কুমুদিনী। আপনারা থাকতে আমার ভাবনা কি?

জগদীশ। ছেলেটী দেখ্‌তেও যেমন, কথাবার্ত্তায় তেমনি। লেখা পড়াও বেশ জানে, কাজকর্ম্মও করে আবার ব্যবহারও ভাল, ইংরাজি লেখাপড়া জানে তবু ত্রিসন্ধ্যা করে।

কুমুদিনী। সে পাত্র আমি আনতে পারব কেমন করে?

জগদীশ। সব শুনেই বলো; সেখানে বিয়ে হয়ত এক পয়সা লাগবে না।

কুমুদিনী। আমার এমন বরাত কি হবে ?

জগদীশ। আমি ত মনে করছি সেখানে বিয়ে হতে পাবে ছেলেটার পণ যদি মেয়ে দেখে পছন্দ হয় তবে বিয়ে কর্‌বে।

কুমুদিনী। এখনি, মেয়ে পছন্দ না হলে বিয়ে কর্‌বে কেন ?

জগদীশ। তা হলে তাঁকে আমি বলিগে যে মেয়ে দেখ্‌তে আসবেন ?

কুমুদিনী। এক ঘণ্টা পরে ছেলেকে আন্‌বেন।



একাদশ পরিচ্ছেদ।

এখনও ঘণ্টা দুই বেলা আছে। কুমুদিনী স্নেহকে ডাকিয়াই তাহার চুল বাঁধিয়া দিলেন. নিজের ভাল কাপড় যাহা ছিল তাহাই একখানি পরাইয়া দিলেন। পাড়া হইতে চাহিয়া হাতের চুড়ি ও গলার হার সংগ্রহ করিলেন; একটা টিপ পরাইয়া দিয়া বলিলেন "মা মুখখানা বেশ করে মুছে হাত পা ধুয়ে ঘরের ভিতর থাকিস্" বলিয়াই তিনি অন্যান্য গৃহকর্ম্ম যা বাকী ছিল করিতে গেলেন ও একটু জলখাবার আয়োজন করিতে গেলেন। স্নেহ মুখখানি মুছিয়া একবার আয়নার নিকটে গেলেন ও মুখখানি দেখিলেন। এমন মুখ তিনি কোনদিন দেখেন নাই। এপর্য্যন্ত কেহ তাঁহাকে দেখিতেও আইসে নাই। মনে হইল "আমার রূপ দেখেই সবাই বিয়ে করতে আসবে" আবার পরক্ষণেই মনে হইল "আমার রূপে কি কুলাইবে? তিনি টাকা কড়ি চাহেন না. নিজে সুন্দর ও গুণবান্ পুরুষ, আমার মত কত সুন্দরী তাহার পায়ে গড়াগড়ি যাইবে" আবার আয়নার নিকট গেলেন ও বিচারকের চক্ষে সৌন্দর্য্য দেখিতে লাগিলেন কিন্তু কোন মীমাংসা হইল না। আবার ভাবিতে লাগিলেন "দাদা বলে স্নেহ আমাদের যে সুন্দর, ভাল লোক হইলে অমনিই বিয়ে করবে। দাদা কি শুধু শুধুই বলে; আমি যদিই বা সুন্দর হই তাতেই বা কি? যদি ভাল লোক হয় তবেই ত আমাকে নেবে।" পরক্ষণেই আবার মনে করিতে লাগিলেন "মা আমাকে অনেক বই পড়াইয়াছেন, রোজ শিব পূজা করিয়া থাকি, বোধ হয় সত্য সত্যই কোন দেবতা আমার জন্ত আস্‌বেন। কাজ কি আমার

টাকা কড়িতে। সঙ্গীরা বল্‌বে স্নেহের গহনা নাই, তা বলুক যে গরীব সে গহনা কোথায় পাবে? গয়নার চেয়ে ভাল বর বেশী” এই মনে করিতে করিতেই স্নেহর মনে হইল তাঁহাদের আসিবার সময় হইয়া আসিতেছে, তিনি জানালা দিয়া একবার আগাম দেখিয়া লইবেন। কুমুদিনী ডাকিল “ছিনু গোটাকতক পান তৈয়ারী কর” স্নেহ পানের জায়গা লইয়া জানালার নিকট বসিলেন। পান সাজা শেষ হইতেই না হইতেই জুতার শব্দ হইল। দেখিলেন বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের সহিত একটী যুবা আসিতেছে, গৌর বর্ণ বয়স ২৬।২৭ বৎসর, বেশ সবল চেয়ারা, চেহারা, বেশভূষা অতি পরিপাটী; মনে করিলেন “ইনিই হবেন, এ আমার মত হতভাগীর কপালে হবে? তেমন রূপই বা কই আমার?” কিন্তু পূর্ব্বেই স্নেহের বিশ্বাস ছিল তিনি সুন্দরী, পরীক্ষায় তিনি উত্তীর্ণা হইবেন, যেই দেখিলেন বর অতি সুপুরুষ অমনি তাহার ভরসা লোপ হইল এবং আশঙ্কা ও সন্দেহ আসিয়া উপস্থিত হইল। আবার মনে করিলেন “বাড়ুজ্যে মহাশয় কি তাঁকে একটু বল্‌বেন না? আমার মা কত গরীব একটু দয়া করবার জন্য বলবেন না কি?” আবার তখনই মনে হইল “টাকার জন্যই বাড়ুয্যে মহাশয় তাঁহার ছেলের সহিত বিবাহ দেন নাই।” এতক্ষণ ইঁহারা দুয়ারে আসিয়াছেন। পাড়ার একটী ছেলে আসিয়াছে; জগদীশের সঙ্গেও একটী ছেলে আছে, ইহারা পৌছিতেই কুমুদিনী মাথায় কাপড় দিয়া ইঁহাদের পিঁড়েয় বসাইলেন। ইহাদিগকে বসাইয়া স্নেহকে বাহিরে আনিলেন। লজ্জাবনতমুখী স্নেহর সে এক অপরূপ রূপ। পঙ্কজ দেখিবামাত্রই পুলকিত হইলেন ও বিবাহে মত প্রকাশ করিলেন, জগদীশ কহিলেন “ভাল করিয়া দেখ, চুল খুলিয়া দেখ, হাত কেমন দেখ, রং লাগান কিনা দেখ।” পঙ্কজ বলিলেন “কিছু দরকার নাই, যে ভাল তাঁহাকে এক চমকেই চেনা যায়।” অতঃপর বিবাহের দিন স্থির করা।

তখন ফাল্গুন মাস, বিবাহ দিলেই হয়। জগদীশ বলিলেন "ইনি যখন মনোনীত করেছেন তখন শীঘ্র শীঘ্র হয়ে গেলেই ভাল হয়।" পঙ্কজ বলিলেন "আপনাদের যা ইচ্ছা, আমি কিন্তু কাজের ক্ষতি করে বেশী দিন থাক্‌তে পারব না, আর আমার পরিচয়টা দিয়েছেন ত ?"

জগদীশ। সে জন্য তোমাকে ব্যস্ত হতে হবে না, সে ভাবনা আমাদের আছে।

এই কথাবার্ত্তা হইতে হইতেই কুমুদিনী জলখাবার দিলেন। দেনা সম্বন্ধে কথা উঠিতেই পঙ্কজ বলিলেন "উঁহাদের আপনি বলুন আমি কিছুই লইব না ; কোন গহনা দিতে হবে না, লোহা শাঁখা ও সিন্দুর দিলেই হইবে।"

কুমুদিনী অস্ফুট স্বরে আশীর্ব্বাদ করিলেন, আর জগদীশ কুমুদিনীর দিকে চাহিয়া কিঞ্চিৎ আত্মপ্রসাদের হাসি হাসিলেন।

জলযোগান্তে জগদীশ একটী ছেলের সঙ্গে পঙ্কজকে তাঁহার বাড়ী পাঠাইয়া দিলেন, এবং নিজে কুমুদিনীর সঙ্গে কথাবার্ত্তা কহিবার জন্য বসিলেন।

জগদীশ বলিলেন "বৌমা তোমার বিয়ে দেওয়ার কি মত বল ?"

কুমুদিনী। আমার আর মত কি, তবে ঠাকুরপো বাড়ী নাই, তাকে একবার জিজ্ঞাসা না করে কাজটা করা কি ভাল হবে ?

জগদীশ। শশীর কথাটা আমিও ভাবছি তবে সে আসা পর্য্যন্ত অপেক্ষা করতে গেলে, পাত্র হাত ছাড়া হয়ে যাবে। আর সে কি এমন পাত্রে অমত করবে ?

কুমুদিনী। আপনারা বিবেচনা করুন। আরও পাঁচজনকে জিজ্ঞাসা করুন।

জগদীশ। সে কথা নিশ্চয়ই; আমিও তা মনে করেছি, আমিই বা কেন দায়ীত্ব গ্রহণ করব।

জগদীশ তখনই পাড়ার সকলকে জিজ্ঞাসা করতে গেলেন, তাহারা সকলেই পঙ্কজকে চিনিতেন, সকলেই প্রস্তাবে সম্মত হইলেন, বিশেষ কুমুদিনীর প্রতি সকলেরই দয়া ছিল তাহার যে এইরূপ দায় উদ্ধার হইতেছে ইহাতে সকলেই সুখী; তবে সকলে স্থির করিলেন একবার ছেলেটা সম্বন্ধে বোঝা দরকার, এই বলিয়া সকলে জগদীশের বাড়ী আসিলেন; নানা কথার পর পঙ্কজের কুলশীল সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। পঙ্কজও তাঁহাদের যথাযথ উত্তর দিলেন। তাহার পর সকলে বলিলেন তোমার বাবার সহিত একবার কথাবার্ত্তাটা কি না হওয়া ভাল? "পঙ্কজ বলিলেন" এ সম্বন্ধে আমি পুর্ব্বেই নিবেদন করিয়াছি; যদি আপনারা সেখান পর্য্যন্ত যাইতে চাহেন তাহা হইলে আমি বিবাহ করিব না। আমার পরিচয় সম্বন্ধে যদি কোন সন্দেহ থাকে তাহা হইলে কোম্পানীর চিঠি পত্র দেখাইতে পারি। সকলে বলিলেন সে কথা আমরা বলি না, আপনার পিতাকে জানাবার যদি আপত্তি থাকে তাহা হইলে না হয় থাক্," পঙ্কজ কোম্পানীর নিয়োগ পত্র বাহির করিয়া দেখাইলেন সকলে সন্তুষ্ট হইয়া চলিয়া গেলেন। জগদীশ কুমুদিনীর সহিত পরামর্শ করিয়া ৩।৪ দিন পরে একটা দিন স্থির করিলেন। কুমুদিনী যখন জানিল যে পঙ্কজ সেই শরৎ বাবুর ছেলে তখন আর তাহার আনন্দের সীমা রহিল না, মনে মনে বিমলার কথা ভাবিলেন, তিনি মনে করিলেন "বিমলার কপালে নাই, যাই হউক ছিনুর কপালে যে সেই পাত্র হবে এ কে ভেবেছিল। বিমলা আমার নিশ্চয়ই খুসী হবে।"

তাড়াতাড়ি নরেনকে বর্দ্ধমানে এক টেলিগ্রাম কর। আর কোন জায়গায় চিঠি গেল না কেবল বিমলার জন্য শীতল বাবুর নিকট পত্র

গেল যে তিনি নিঃসহায় তাঁহার মেয়ে আনিবার লোক নাই, বেয়াই যদি অনুগ্রহ করিয়া জামাইয়ের সঙ্গে মেয়েকে পাঠাইয়া দেন। কুমুদিনীর ভাইয়ের কাছেও এক পত্র গেল; সে অধিক রাস্তা নয়, আর শশীর নিকট পত্র গেল। শশী আসিলেন না, নরেন একদিন আগে আসিয়া পঁহুছিল। কুমুদিনীর ভাই লোক মারফত উত্তর দিলেন রতিকান্ত বাড়ী নাই আসিবার কথা আছে, সে আসিলেই পাঠাইয়া দিব। সুশীলা বাড়ী আছেন। তাঁহার কন্যা বিবাহিতা হইয়া শ্বশুর বাড়ী আছে, ছেলেটী বিদেশে পড়ে। শশীভূষণ লেখাপড়ার অনেক নিন্দা করিয়াছিলেন তথাপি ছেলেব যাহাতে লেখা পড়া হয় তাহাতে খুব নজর।

টাকা কড়িতে কুলাইতে পারেন না বলিয়া, বিশেষ সেই মোকদ্দমায় সর্ব্বস্বান্ত হওয়ায় একটু চাকুরী না করিলে চলে না। সুশীলা একরূপ কুমুদিনীকে লইয়াই থাকেন। দুই যায়ে মিলিয়া বিবাহের উদ্যোগ কবিতে লাগিলেন।



দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

আজ স্নেহের বিবাহ। ধুম্‌ধাম্‌ কই কিছুই নাই; যত ধুম্‌ধাম্‌ দুই-জনের মনে। ফাল্গুনের ফুলের আমোদ, দক্ষিণে বাতাস লাল রঙ্গে ফলে স্নেহের মাথায় ভারি গোল ক'চ্ছে। সেখানে কত নহবত, রসুন চৌকি সানাই বাজ্‌চে। আর একজনের মনে লাল রঙ্গের সঙ্গে যেন কাল রঙ্‌ মিশেছে। দক্ষিণে বাতাসে যেন ঝড় উঠেছে; গোলাপ, যুই, বেল, মল্লিকের সঙ্গে সঙ্গে কে যেন 'রক্তজবা মিশিয়ে রেখেচে। স্নেহের মনে সন্ধ্যার সিন্দুরে মেঘ উঠেচে; পঙ্কজেব মনে, সিন্দুরে মেঘ যেন থেকে থেকে ভয়ানক কালো হয়ে উঠ্‌চে।

স্নেহ তাহার নির্ম্মল জলরাশি লইয়া মন্দ গতিতে দুই কুল প্লাবিত করিয়া সমুদ্রকে পবিত্র করিতে যাইতেছে। ক্ষুদ্র নদী! কোথায় যাইতেছ! শীঘ্রই সমুদ্রের লবণাক্ত জলে তোমাব নির্ম্মল জলের অস্তিত্ব থাকিবে না। পঙ্কজ ভাবিতেছেন "কাজ কি আমার রূপে, এই রূপরাশি লইয়া আমি কি কব্‌ব, কোথায় রাখিব. ইহাই আমার সর্ব্বনাশের মূল হইবে। ইহাই কি আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত কবিবে?

পঙ্কজের নাপিত পুরোহিত নাই। গ্রামের মহেশ্বর স্মৃতিতীর্থ পৌরোহিত্য করিতে স্বীকার করিলেন; তিনি বলিলেন "এখন সময় নষ্ট কবিলে পাত্রটী হাত ছাড়া হয়। আমাব দ্বারা যাহা হয় কব্‌ব।" উদ্যোগ একরূপ আপনা আপনিই হইতে লাগিল, কেহ শাক, কেহ কুমড়া, কেহ বেগুণ যোগাইতে লাগিল। উপেন যে টাকা পাঠাইয়াছিল তাহা হইতে কিছু কিছু দান সামগ্রী ও ঘি, ময়দা ও অন্যান্য জিনিস যোগাড় হইল। সন্ধ্যা হইল এখনও বিমলা, কি রতিকান্ত, কি শশীভূষণ আসিয়া

পঁহুছেন নাই। এদিকে ক্রমে ক্রমে লগ্ন আগত হইল। আর লগ্ন অধিকক্ষণ নাই ; সকলেই কুমুদিনীর অভিভাবক সকলে বলিলেন লগ্ন ভস্ম করিতে দেওয়া হইবে না। শুভকার্য্য আরম্ভ হইয়া যাউক। বিবাহ আরম্ভ হইল ; মন্ত্রাদি উচ্চারণের সময় পঙ্কজ কেবলই অন্যমনস্ক হইতেছেন। যাহা হউক তাহার জন্য কোন ক্রিযাই নষ্ট হয় না। মালা পরিবর্ত্তনের সময় আসিল। পঙ্কজ তেমন আগ্রহের সহিত মালা দিবার উদ্যোগ করিতেছেন না। সুন্দর ক'নের গলায় বর কেমন করিয়া মালা দেয় কেহ দেখিয়াছেন কি ?

বব মালাটা ক'নের গলায় পরাইয়া তাহার ইচ্ছা হয যদি মালাটা দেওয়া হইলে তাহার হাত ও মালার মাঝে কোন একটা অদৃশ্য সংস্পর্শ থাকে ; আবার যখন ক'নে বরের গলায় মালা দেয় তখন তাহার মনে হয় হাতটা যদি না ছাড়ে তাহা হইলে ভাল হয় ; পঙ্কজ কোন উপায়ে দায় খালাস হইতেছে। বিবাহ হইয়া গেলে বর ক'নে ঘরে গেল। বরযাত্রী কেহই নাই সুতরাং কন্যাযাত্রী সকলেই বরযাত্রী ; পঙ্কজ তাহাদের মধ্যে জলযোগ্য করিয়া বাসর ঘরে গেলেন। দুইজন, একজন করিতে করিতে বালিকা, কিশোরী, যুবতী, প্রৌঢ়া, বৃদ্ধা সকল প্রকার স্ত্রীলোকের আমদানি হইতে লাগিল। বালিকাগুলি আসিয়াই ধরিল "জামাই গান কর" ক্রমে বৃদ্ধা, প্রৌঢ়া ও যুবতীরা গানের জন্য অনুরোধ করিতে লাগিলেন। পঙ্কজ বলিলেন "আমি গান জানি না" সকলে বলিয়া উঠিল "মিছে কথা ; নিশ্চয় তুমি গান জান, কলকাতায় চাকুরি কর গান না জানা হয় ?"

যে গান না জানে উপরোধে তাহার নিকট গান আদায় করা ভারি শক্ত ; পঙ্কজ বালিকাদিগকে গাহিতে অনুরোধ করিল ; তাহারা গাহিবে বলিয়া সারা দিন আথ্‌রা করিতেছিল, সুতরাং বিনা বাক্যব্যয়ে তাহারা গান আরম্ভ করিল।

কাফি একতালা

জনম জনম তপস করিয়ে মিলেছি আজি তোমারি সনে।
তপস সফল করিবার লাগি চাহিও যেন দাসীর পানে ॥
আসিতেছে লতা বহুদূর হ'তে, তোমারে তরু পরশে লভিতে।
ফেলোনা তারে লুটায়ে ভূমিতে সহিবে না তার কোমল প্রাণে ॥
পশু, পক্ষী, কীট কত নারী, নর তব ছায়া লভে দেখ তরুবর।
ক্ষুদ্র এ লতিকা তোমারি তোমারি, স্থান দিও তারে যতনে ২ ।।

গান শুনিয়া বৃদ্ধারা বলিয়া উঠিল "তুমি একটা জবাব দাও।" পঙ্কজ গান জানুক নাই জানুক একটা কিছু খুজিয়া জবাব দিতে পারিত কিন্তু কিছু যেন তাহার ভাল লাগিতেছিল না। দুই একজন যুবতী ছেলে ফেলিয়া আসিয়াছিলেন তাঁহারা আর থাকিতে পারিলেন না। তাঁহাদের দেখা দেখি, কিশোরিগুলি পালাইতে লাগিল। তাহারা বলিতেছে, "কথা কইব কি করে, দেখলেই যেন গা ঝিম্ ঝিম্ করে, ওকি জামাই না একটা মরদ"! বাকী যুবতীগুলি ও প্রৌঢ়াগুলি ক্রমে ক্রমে অন্তর্ধান করিলেন। যত দায় বালিকাগুলির ও বৃদ্ধাগুলির।

বালিকাগুলি সেই খানেই ঘুমাইয়া দায় উদ্ধার করিল। পঙ্কজ পাশ ফিরিয়া শুইলেন। বৃদ্ধারা বলিয়া উঠিল "তা তুমি যাই কর আমরা ঘর ছাড়্‌চি না" অগত্যা পঙ্কজ আবার পাশ ফিরিয়া শুইলেন বুড়িরা ক্রমাগত হাঁই তুলিতেছে; আর থাকিতে না পারিয়া সেইখানেই তাহারা কাপড়ের আঁচল পাতিয়া শুইলেন। ক্রমে ক্রমে সকলের নাক ডাকিতে লাগিল; স্নেহও ঘুমাইয়া পড়িয়াছেন কেবল একজন ঘুমাইল না; ক্রমে ক্রমে স্নেহের মাথার কাপড় খুলিয়া গেল; পঙ্কজ প্রাণ ভরিয়া দেখিতেছেন আর সে মুখে লজ্জা নাই, সঙ্কোচ নাই বা চিন্তার মলিনতা নাই। আহা

কি নির্ম্মল মুখ! তাহার মনের ভিতর যদি আমরা যাইতাম। এই প্রসন্নতা এই নির্ম্মলতা কি থাকিবে? "এই সরলা বালিকা আমার কি দোষ করিয়াছে যে তাহার আমি এই সর্ব্বনাশ করিলাম? সমাজের আমি কি শাস্তি দিতে পারি? কাহার দোষে কাহাকে নষ্ট করিলাম। এই বালিকা যখন চক্ষুজলে ধরণী অভিষিক্ত করিবে তখন কাহার শাস্তি হইবে? যখন আমায় জিজ্ঞাসা করিবে—আমি তোমার কি দোষ করিয়াছি যে তুমি আমার সর্ব্বনাশ—করিলে, তখন কি উত্তর দিব। যখন প্রেমের পরিবর্ত্তে ঘৃণার ডালা লইয়া আমাকে উপহার দিবে তখন আমার সুখ কোথায় থাকিবে? এখন আমার কেহ খোজ লয় না যখন খোজ লইবে তখন আমি কোথায় দাঁড়াইব! আর যদি" এই মনে করিতে করিতে তিনি শিহরিয়া উঠিলেন। ঠিক এই সময় স্নেহ ঘুমঘোরে তাহার বাম হস্ত পঙ্কজের উপর রাখিলেন; অমনি তিনি চিন্তা ত্যাগ করিয়া আবার স্নেহের মুখের দিকে চাহিলেন হাতখানি ধীরে ধীরে নামাইয়া দিলেন। কই মুখ তো সুন্দর লাগিতেছে না। অই মুখের সহিত যেন পঙ্কজের অন্ধকাব ভবিষ্যৎ মাখান রহিয়াছে। তিনি পাশ ফিরিয়া শুইলেন; রাত্রি প্রভাত হইলে তিনি কি পলাইবেন? পলাইয়াই বা লাভ কি? যাহা করিবার তাহাত সব শেষ হইয়া গিয়াছে; এখন মানে মানে পলাইতে পারিলে ভাল হয়। সমস্ত দিনের অনাহার ও দুশ্চিন্তায় পঙ্কজের শরীর ক্রমশঃ অবসন্ন হইয়া পড়িল ও রাত্রিশেষে একটু নিদ্রা আসিল।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

আমরা অনেক দিন বিমলার সংবাদ লই নাই, বিমলার এখনও সন্তানাদি হয় নাই। গজানন পূর্ব্বেই লেখা পড়া ছাড়িয়াছিলেন, আজকাল গাঁজার সঙ্গে সঙ্গে একটু একটু মদও তাহার আনুসঙ্গিক আসিয়াছে। স্নেহের বিবাহের নিমন্ত্রণ চিঠি পাওয়ার পরই বিমলা শাশুড়ীর নিকট অনেক করিয়া ধরিলেন। শাশুড়ী প্রথমে রাজি হইলেন না শেষে আপত্তি ধরিলেন উনি কি বলিবেন, আর তিনি যদি বা মত দেন সঙ্গে লইয়া কে যাইবে, আর গজানন যদি যায় কোথায় থাকিবে, তোমাদের ত ঘর নাই, বিমলা বলিলেন "আপনি মত করিলে সবই হইবে। আমার কাকাদের বাড়ী এক বাড়ী, থাকারও কোন কষ্ট হইবে না" শাশুড়ী বলিলেন "আমি না হয় কর্ত্তাকে বলে কয়ে মত করব কিন্তু গজা কি করবে তা আমি জানি না; আর এই বা কি রকম নিমন্ত্রণ চিঠি কার সঙ্গে বিয়ে হচ্ছে তা লেখে না।" বিমলা করুণ স্বরে বলিলেন "মা আমার একাকেই বা তাঁকে এসব কথা বলে"।

চিঠি আসিতে বিলম্ব হওয়ায় বিবাহের মোটে একদিন মাত্র আছে। মধ্যাহ্নে আহারাদির পর গজানন অধিকক্ষণ বাসায় থাকেন না তাহার শয়ন গৃহে একবার পানটা লইতে যান। অদ্য সেখানে বিমলা পূর্ব্ব হইতেই উপস্থিত আছেন। গজানন আসিতেই তাহার হাতে পান দিলেন এবং যাইবার উদ্যোগ করিতেই বিমলা বলিলেন "তামাক খাবে না?"

গজানন। কোন্ তামাক?

বিমলা। যা তুমি খাও।

গজানন। তা এখন সেজে দেবে কে ?

বিমলা। কেন আমিই দেব।

গজানন। আজ বড্ড্ ভালবাসা যে! রোজ তামাকের নাম শুন্‌লেই ঘর থেকে বের করে দেওয়া হয়, আজ আবার একি! কোন কাজ আছে তোর ?

বিমলা। কাজ আবার কি ? এই বলিয়া তামাক সাজিতে লাগিলেন। দেখিয়াই গজানন বলিলেন "তুমি এ পেলে কোথা ?" বিমলা নিশ্চল ভাবে উত্তর করিলেন "আমি যেখান থেকেই পাই তোমার হলেইতো হল ?"

শাশুড়ীর সহিত কথা বার্ত্তা কহিয়াই বিমলা কিছু গাঁজা আনাইয়া রাখিয়াছিলেন, বিমলা নিতান্তই তামাক খাওয়াইবে দেখিয়া গজানন একটু আনন্দিত হইয়াছেন ; শীতলবাবু আফিসে চলিয়া গিয়াছেন ; তথাপি মা ঘরে আছেন ; গজানন বলিলেন "গন্ধ বেরুবে যে, মা জান্‌তে পারবে।"

বিমলা বলিলেন "না তিনি জান্‌তে পারবেন না, তিনি এতক্ষণ খেতে বসেচেন, আমি তাঁকে বলে এসেচি একটু পরে খাব।"

গজানন আর দ্বিধা না করিয়া বড় তামাকে টান দিলেন, আজ আর বিমলা তাহাতে কিছু দোষ দেখিতে পাইলেন না ; তিনি মনে করিলেন পুরুষ মানুষে কত কি করে, তাহার স্বামীর খেয়ালে বাধা দেওয়াটা ভাল হয় নাই। গজানন যখন বেশ ভরপুর হইয়াছেন তখন বিমলা বলিলেন "আমার মাকে তোমার একবার দেখ্‌তে ইচ্ছা করে না ?"

গজা। করে বৈকি! তিনি এসেচেন নাকি ?

বিমলা। তিনি আমাদের যেতে লিখেচেন! স্নেহের বিয়ে।

গজা। যা যা! সে গেলেই হবে।

এই বলিয়া গজানন বাহির হইবার উদ্যোগ করিতেছেন কারণ যদিও

তাহার তামাক খাওয়া হইল কিন্তু আড্ডায় তাহার হাজিরা বাকি আছে ; বিমলা বলিলেন "কালই বিয়ে আজ না বেরুলে আর হবে না" গজাননের তখন অনেক বিলম্ব হইয়া গিয়াছে তিনি আর কোন আপত্তি না করিয়া বলিলেন "আচ্ছা, এই আমি ঘুরে আসি" এই বলিয়াই তিনি নিক্রান্ত হইলেন। বিমলা সানন্দে তাহার শ্বাশুড়ীকে সমস্ত নিবেদন করিয়া তাঁহার অনুমতি লইলেন ও কাপড় চোপড় গুছাইতে লাগিলেন। গজানন আড্ডায় কিছুক্ষণ আমোদ করার পর সঙ্গীদের নিকট বলিলেন "আমি কালকের দিনটা থাক্‌তে পারব না আমাকে একবার শ্বশুর বাড়ী যেতে হবে।"

সঙ্গিরা। তোর আবার শ্বশুর বাড়ী কিরে ?

গজা। না রে না কালই আমার শালীর বিয়ে।

সঙ্গী। কাল বিয়ে আর তুই বিয়ে দেখেই বুঝি চলে আস্‌তে পার্‌বি? তা হচ্চে না বাবা !

গজা। আমাকে রাখে কে ? শালীদের কথা শুন্‌লে তো ?

সঙ্গী। তোর বউ যদি থাকতে বলে ?

গজা। তাকে সঙ্গে নিয়ে আস্‌ব।

সঙ্গী। বাবা যাও চলে, কিন্তু আজকের যে মজা তা আর ফিরচে না। কল্‌কেতা থেকে পুঁটী দাসী বাবুদের বাড়ীর বিয়েতে খ্যাম্‌টা এসেচে।

গজা। সত্যি বল্‌ছিস্‌ ?

সঙ্গী। তোর সঙ্গে আর মিথ্যা করে বলি ?

গজা। তবে কালই যাব।

সঙ্গীরা বাস্তবিকই গজাননকে বেশী মিথ্যা বল্‌তেন না। তাহাদের নেশার খরচটা গজানন মায়ের কাছ থেকে টাকা এনে এনে যোগাতেন।

বিমলা প্রস্তুত হইয়া বসিয়া আছেন। রাত্রি অধিক হইয়া গেল।

গো গাড়ীতে অনেকদূর যাইতে হইবে; সন্ধ্যায় বাহির হইলেও তার পর দিন কোন্ সময়ে পহুঁছিতে পারেন।

বিমলা ক্রমাগত ঘর আর বাহির করিতেছেন। ক্রমে সকলের খাওয়া দাওয়া হইয়া গেল, সকলে শয়ন করিল। গজাননের মা বলিলেন "হত-ভাগাটা আজ গেল কোথা? রোজ শোবার সময় তো এসে পঁহুছোয় আজ বুঝি বৌমাকে নিয়ে যাবে।"

বিমলা কোন উত্তর করিলেন না। অবশেষে গজাননের মা শয়ন করিলেন। রাত্রি ২টা ৩টার সময় গজানন আসিয়া আস্তে আস্তে দরজায় ঘা দিতেছেন। চাকর দুয়ার খুলিয়া দিল। বিমলা নিদ্রা যান নাই তিনিও তৎক্ষণাৎ দুয়ার খুলিয়া দিলেন এবং গজাননকে কোন কথা বলিলেন না। গজানন বলিলেন "কাল তোকে নিয়ে যাব আজ শালারা আমাকে কিছুতেই ছাড়লে না বল্লে পাঁটা রান্না হচ্চে খেতেই হবে" বিছানায় শুইবা মাত্র গজানন গভীর নিদ্রায় নিমগ্ন হইলেন। সেদিন নিদ্রার ঔষধ যথেষ্ট পড়িয়াছিল।

প্রাতে বিমলা আবার শাশুড়ীর নিকট যাইয়া তাহার পায়ে ধরিয়া যাইবার অনুমতি লইলেন। বিমলা বলিলেন "বিয়ে যদি নাও দেখ্তে পাই, জামাই দেখ্তে পাব, মাকে নরেনকে ও ছিনুকে অনেক দিন দেখি নাই একবার যাইতে দিন, এখন না গেলে আর যেতে পাব না। গজাননের মা বোধ হয় সকল শাশুড়ীর মত নয়। তিনি বোধ হয় মাকে দেখিবার ইচ্ছাটা কল্পনা করিয়া আর অমত করিলেন না। শীতলবাবুকে বুঝাইলেন হতভাগা দুই দিন বাড়ী থেকে সরে থাক। সকালে সকালে আহারাদি করিয়া গজানন ও বিমলা রওনা হইলেন। ভোরে গিয়া বাটী পহুঁছিলেন।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

অনেক দিনের পর কুমুদিনী মেয়ে জামাইকে পাইয়া আনন্দিত হইলেন। কিছুক্ষণ পরে গজাননকে বিশ্রাম করিতে বলিয়া কুমুদিনী বিমলাকে জামাই দেখিতে বলিলেন। স্নেহ তখন উঠিয়া আসিয়াছে। যুবতীরা ও বালিকারা নিদ্রাভঙ্গের পর আপন আপন বাড়ী চলিয়া গিয়াছে। জামাই এখনও উঠে নাই। কুমুদিনী বলিলেন "ছুঁড়িরা ওকে সারা রাত বোধ হয় জালিয়েছে, তাই ভোরে একটু ঘুমিয়ে পড়েচে; যা তুই আস্তে আস্তে গিয়ে দেখে আয় গে।" বিমলা জামাই দেখিতে চলিলেন কুমুদিনীও জামাইয়ের প্রশংসা শুনিবার জন্য পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন। বিমলা জামাই দেখিয়া আনন্দিত হইয়া ফিরিতেছেন, কুমুদিনী বলিলেন "কেমন জামাই হয়েচে।" বিমলা। "বেশ সুন্দর জামাই, এমন জামাই কোথায় পেলে মা তাত কিছু লেখ নাই।"

কুমুদিনী। তোর বরাতে নাই মা, তা হোক ছিনুর তো হল।

বিমলা। সেকি কথা মা!

কুমু। তুই আর কি করে চিন্‌বি, এ জামাই সেই শরৎবাবুর ছেলে পঙ্কজ। এক পয়সা নেয় নাই।

পঙ্কজ নাম শুনিয়া বিমলা একবার শিহরিয়া উঠিলেন পরক্ষণেই তাহাব মুখ শুকাইয়া গেল। কুমুদিনী ভাবিলেন বিমলার মনে কষ্ট হইয়াছে। তিনি বলিলেন "ছিনু তোরই তো বোন্!" তথাপি বিমলা সেই ভাবেই থাকিলেন দেখিয়া কুমুদিনী বলিলেন "বিমলা অমন করে রইলি যে কিছু হয়েচে নাকি? বিমলা অবনত মুখে বলিলেন "বোধ হয় তিনি নন।"

কুমুদিনী। সে কি! তুই আবার তাকে চিনলি কেমন করে? বিমলা তথাপি কোন উত্তর করিলেন না দেখিয়া কুমুদিনী আবার জিজ্ঞাসা করিলেন "তুই কি পঙ্কজকে দেখেছিলি নাকি?" বিমলা এইবার সেইভাবে অতি মৃদুস্বরে বলিলেন "হুঁ্যা"।

কুমুদিনী এ সংবাদে কিছুমাত্র আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন না। বিমলা যে পঙ্কজকে বিবাহের পূর্ব্বে দেখিয়াছিল এটা সংবাদ ঘটে, কিন্তু মেয়ের গুহ্য কথা শুনিয়া মায়ে আশ্চর্য্যান্বিত হয় না। একটা কঠিন বস্তু যতই উচ্চ হইতে ভূমিতে পড়িবে ততই আঘাত প্রবল হইবে কিন্তু সমভূমির উপর একটু গড়াইয়া গেলে আঘাতের তারতম্য হয় না সেইরূপ একতন্ত্রীর দুই হৃদয়ে ভাব যাতায়াত করে। কুমুদিনী কেবল বলিলেন "যা দেখি আর একবার দেখে আয় দেখি।"

যাহা হউক ঠিক এই সময় রতিকান্ত আসিয়া পঁহুছিলেন, বিমলা রক্ষা পাইল। সকলেই তখন দালানে উপবেশন করিয়া আছেন। রতিকান্ত পঁহুছিলেই কুমুদিনী তাহাকে মুখ হাত ধোয়াইয়া বসাইলেন ও ক্রমে বিবাহের সকল কথা বলিলেন; রতিকান্ত আনন্দিত হইলেন পরে বিমলার আশঙ্কার কথা তাহাকে জানাইলেন।

এদিকে জামাই তখন স্বপ্ন দেখিতেছে যেন পুলিসে তাহাকে ধরিয়া জেলে লইয়া যাইতেছে; তিনি অস্ফুট স্বরে বলিতেছেন "মেরো না মেরো না আমি যাচ্ছি, যাচ্ছি" এই স্বপ্নের পরই তাহার ঘুম ভাঙ্গিল, চোখ মেলিয়া দেখিলেন ঘরে কেহ নাই; প্রাতঃকাল হইয়াছে বারান্দায় লোকে কথাবার্ত্তা বলিতেছে। জামাই উঠিয়া কোন দিকে না চাহিয়া চলিয়া গেল। বিমলা ও রতিকান্ত দেখিলেন। রতিকান্ত বলিলেন "দিদি একে কোথাও দেখেছি।" কুমুদিনী। "তা দেখবে বই কি ভাই; তোমরা কলকেতায় থাক।"

দেখিতে দেখিতে রতিকান্তর মুখ বিবর্ণ হইয়া গেল। কুমুদিনী বলিলেন· "রতি তুইও অমন করছিস্ কেন? বল ভাই আমাকে সত্যি, কথা বল।"

রতিকান্ত স্তম্ভিত হইয়া বসিয়া আছেন। কুমুদিনীর পীড়াপীড়িতে তিনি বলিলেন "ও আমাদের সঙ্গে পড়্‌ত ওকে আমরা চাঁড়াল বলে জান্‌তাম।"

"য়্যা!" বলিয়াই কুমুদিনী মূর্চ্ছিতা হইলেন। বাড়ীতে অন্য বাটীর কেহই নাই; সুশীলা গৃহকার্য্যে আছেন। বিমলা ও রতিকান্ত তাড়াতাড়ি তাহার চৈতন্য সঞ্চার করিতে চেষ্টা করিলেন। এদিকে জগদীশ বন্দ্যোপাধ্যায় বুড়ো মানুষ, রাত্রে বিবাহ দেখিতে আসিতে পারেন নাই। প্রাতে খবর লইতে আসিয়াছেন। দেখিলেন কুমুদিনী তদাবস্থাপন্না, তিনিও চৈতন্য সঞ্চারের উপদেশ দিয়া সাহায্য করিতে লাগিলেন। শীঘ্রই কুমুদিনীর চৈতন্য ফিরিয়া আসিল; তিনি জগদীশকে দেখিয়াই কাঁদিয়া উঠিলেন "ওগো কাকা কি হবে গো? আমার জাত গেল গো।" জগদীশ ব্যাপার শুনিয়াই বলিলেন ওসব ছেলে মানুষের কথায় তুমি ভেবনা; তাও কি হতে পারে! আমরা জানি ও বামুন।"

বাড়ুয্যে মহাশয় শীঘ্রই গ্রামের বাড়ী বাড়ী বহির হইলেন সকলেই বলিলেন "ছেলে মানুষের কথাই বটে, আমরা সকলেই জানি ও বামুন" অবশেষে স্থির হইল এখন কুশণ্ডিকা করিয়া কাজ নাই; কোন অছিলায় কুশণ্ডিকা বন্ধ করিয়া দেওয়া যাউক।

পাত্র বাহিরে আসিলে সকলে তাহাকে বলিল। "তোমার শ্বাশুড়ীর আজ হঠাৎ অত্যন্ত অসুখ হইয়াছে; তাহার উত্থান শক্তি নাই সুতরাং এ বাড়ীতে আর কুশণ্ডিকা এখন হয় না। তোমারও তো কোন বাসা এখন নাই। এখন দুদিন যাক্, আর একবার ঘুরে এসে কুশণ্ডিকা হবে।"

পাত্র আর কেহ নহে আমাদের সেই সহদেব ; প্রথমে ব্রাহ্মণদের কথা শুনিয়া তিনি ভাবিলেন "এরা কি আমাকে সন্দেহ করিয়াছে ?" আবার ভাবিলেন "সন্দেহ কি করিয়া করিবে। এ দেশে আমাকে কে চেনে। যাহা করিয়া ফেলিয়াছি তাহা আর ফিরিবার উপায় নাই, এখন যে পথে আমাকে চালাইয়া লয় আমি সেই পথেই যাই" এই ভাবিয়া প্রকাশ্যে বলিলেন "আমার তো কুশণ্ডিকার জন্য কোন তাড়াতাড়ি নাই ; আপনাদের তাড়াতাড়ি না থাকে তবে এখন থাক্ আমি কিছুদিন ঘুরিয়া আসি।" এই বলিয়া সহদেব বাড়ুয্যে মহাশয়ের বাড়ী হইতে তাঁহার জিনিষ পত্র লইয়া প্রস্থান করিলেন।

গজানন বড় তামাকের চেষ্টায় অনেক দুর পর্য্যন্ত গিয়া ক্রমে বাড়ী ফিরিলেন। তিনি পথে নানা গুজব শুনিলেন। বাড়ী আসিয়া বিমলাকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন "চল এখন শীগ্‌গির চল, এ বাড়ীতে আমি থাকবো না।" কুমুদিনী বলিলেন "বাবা অনেক দিনের পর তোমাদের দেখলাম, দুইদিন থাক।"

গজা। না, মা, আমি থাক্‌বো না তা হইলে আমার জাত যাবে।

আবার বিমলাকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন "আমাকে পছন্দই হয় না দেখ্ শালী এখন চাঁড়াল জামাই এল, তোর ভাগ্যি যে তোকে আমি বিয়ে করেছি।" এই বলিয়া গজানন বাহিরে গেলেন।

সুশীলা বলিলেন "তিনি থাকলে আর এমন হইত না যতই হোক পরে কি ভাল করে খবর নেয় ?"

রতিকান্তকে জিজ্ঞাসা করিয়া সকলে জানিলেন এই ছোক্‌রার নাম সহদেব মণ্ডল, জাতি নমঃশুদ্র ; রতির সঙ্গে পড়িত। একদিন ফুটবল খেলা দেখিয়া আসিতে আসিতে সহদেব আর দুইটী ছেলে একটী সাহেব

হোটেলে ঢুকিল; তাহার পর হইতে তাহাকে আর কেহ দেখে নাই। সে কতদিনের কথা জিজ্ঞাসা করিয়া জানিল প্রায় সেই সময় হইতেই এই ছোক্‌রা তাহাদের গ্রামে যাতায়াত আরম্ভ করিয়াছে,' এবং ইহাতে তাহাদের সন্দেহ ক্রমে ঘনীভূত হইতে লাগিল।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।

হোটেল হইতে বাহির হইয়া সহদেব নিজের মেসে গেলেন। ভূধরের ব্যবহারে তাহার ক্রোধের ও দুঃখের সীমা রহিল না। তাঁহার কেবলই মনে হইতে লাগিল যে যত অত্যাচার সহ্য করে লোকে ততই তাহাকে অত্যাচার করে; সংসারে যে যতই প্রভুত্ব করিতে পায় তাহার আকাঙ্ক্ষা ততই বৃদ্ধি পায়। এই মুসলমান ব্রাহ্মণকে গ্রাহ্য করে না সে তাহাকে বলে না "তোমার চরণ ধৌতের জল দিতে পাইলে বা তুমি আমার বাড়ী পদার্পণ করিলে আমি চরিতার্থ হইব" সে বলে "তুমি যেমন আমার প্রতি ব্যবহার করিবে আমিও ঠিক তেমনি তোমার প্রতি ব্যবহার করিব"। ইহাতে পরস্পরের মধ্যে বিরোধ আসিতে পারে কিন্তু একজন আর একজনের উপর প্রভুত্ব বিস্তার করিতে পারে না; ফলে ব্রাহ্মণ তাহাকে শত্রু মনে করিতে পারে কিন্তু ঘৃণা করিতে পারে না: যখন তাহার সহিত মিলিতে হইবে সমানভাবে মিলিতে হইবে নতুবা মিলন হবে না। আর আমরা তাহাদের পদ লেহন করিতেও পাই না তবু আমরা তাহাদের প্রভু বলিয়া মানি; আমরা মনে করি যে, আমরা এত নীচ যে ব্রাহ্মণের পদ স্পর্শ করিবার যোগ্য নহি। যাহাদের মন এত ক্ষুদ্র তাহাদিগকে কে সম্মানের সহিত ব্যবহার করিবে? আজ যদি আমি ভূধর, রতিকান্তর ছায়া স্বরূপ পশ্চাৎ পশ্চাৎ না ফিরিতাম যদি আমি সমান অধিকার দাবি করিতাম; অবজ্ঞা করিলে যদি নিকটে না যাইতাম—তাহা হইলে আজ আমার এ অপমান হইত না। এ অপমানের শোধ লইতেই হইবে; যত ব্রাহ্মণকে আমি আমার সঙ্গে খাওয়াইব, আমার উচ্ছিষ্ট হুঁকায়

তামাক খাওয়াইব, ব্রাহ্মণের শয্যায় আমি শুইব ও আমি চলিয়া আসিলে তাহাদের শোয়াইব ; আমার পা ধুইবার জল ব্রাহ্মণ বালক বালিকা আনিয়া দিবে, এটী মনে করিয়া একটু কুণ্ঠিত হইতেছেন।

পরদিন প্রত্যুষে মেসের দেনা পাওনা মিটাইয়া দিয়া সহদেব একেবারে সাধুনগরে চলিয়া গেলেন। রাইচরণ দেখিয়াই বলিলেন, "তুমি যে চলে এলে ?"

সহদেব। পূজার ছুটীতো আর বেশী বিলম্ব নাই। তাই বাড়ী আসিলাম ; আর চাকুরীর সন্ধান পাইয়াছি তাই আপনার মত জানিতে আসিলাম।

রাইচরণ। তা বেশ করেচ, কি চাকুরী ?

সহদেব। ১০০৲। ১৫০৲ মাহিনা, কিন্তু জামিন দিতে হইবে।

রাইচরণ। ১০০৲। ১৫০৲ মাহিনের চাকুরী করিতে হইবে না। আমার যা আছে তাতেই চল্‌বে। ওকালতি পাশ করে নড়াইলে এসে বস, কত টাকা পাওয়া যাইবে।

সহদেব। না বাবা আমি দেশে থাক্‌বো না। উকিল খানায় আমাকে জায়গা দেবে না, যদি জায়গা পাই রাতদিন "চাঁড়াল" শুন্‌তে শুন্‌তে আমার জীবনান্ত হবে।

রাইচরণ। কেন বাবা ; তোমার জায়গা হবে না! অনেক মুসলমান উকিলতো আছেন।

সহদেব। তারা যে মুসলমান, তারা তো ব্রাহ্মণ কায়স্থ দেখে দশ হাত তফাৎ দিয়ে যায় না।

রাইচরণ। ওকি কথা বাবা! ব্রাহ্মণ দেবতা, তাহার প্রতি অভক্তির কথা বলো না।

সহদেব। তা'হলে কেন আমাকে ওকালতির কথা বল্‌ছেন ? আমার

বসবার আলাদা দালান করে দেবেন? আপনি তাহা দিলেই বা আপনাকে জায়গা দেবে কে?

রাইচরণ। তা'হলে তোমার চাকুরীতে কাজ নাই তুমি বাড়ী আসিয়া বস; আমার কোন অভাব নাই, আমি ভাল বৌমা আনি, তোমার মায়ের ভারি সাধ—।

সহদেব দেখিলেন তাহার পতিজ্ঞা তাহ'লে সফল হয় না তখন তিনি পিতাকে বলিলেন "আমাকে এত লেখা পড়া শিখালেন, এত টাকা খরচ করিলেন সব বৃথা যাবে?"

রাইচরণ। ১০০৲। ১৫০৲ টাকার চাকুরী, তাতে তোমার খরচ পত্র আছে, কি থাকিবে? তার চেয়ে তুমি যদি ক্রমে আমার চাষবাস দেখা শুনা কর, তেজারতি কাজটা দেখ, গুড়ের একটা ব্যবসা কর, ঢের টাকা হবে।

সহদেব। ১০০৲। ১৫০৲ মাহিনা গোড়ায় কিন্তু পরে আরো বেশী হবে।

রাইচরণ। দেখ বাবা, তোমার যা ভাল লাগে তাই কর।

এই সাধুনগর গ্রামেই আমাদের পূর্ব্ব পরিচিত শরৎবাবুর বাস। তাঁহার ছেলে পঙ্কজ যে গৃহত্যাগ করিয়াছেন তাহা সহদেব জানিতেন। তিনি দুই একদিন পরে এক জোড়া নূতন কাপড় ও নগদ ২৲ টাকা লইয়া শরৎবাবুর কুলপুরোহিতের নিকট গিয়া প্রণাম করিলেন। পুরোহিত মহাশয় কাপড় ও নগদ ২৲ টাকা একসঙ্গে দেখিয়াই আহ্লাদিত হইয়াছেন। একবার মনে করিলেন চাঁড়ালের দান লওয়া উচিত নহে, আবার ভাবিলেন "এতো দান নহে, ইহা উপহার; আমি তো উহার বাড়ী কোন ক্রিয়া করি নাই বা কোন সামাজিক দান গ্রহণ করিতেছি না," এই ভাবিয়া তিনি কাপড় ও টাকা উঠাইয়া লইলেন এবং সহদেবকে

আশীর্ব্বাদ করিলেন। সহদেব বলিলেন "আমি শীঘ্র চলে যাব তাই আপনার নিকট একটা সংবাদ জান্‌তে এলাম ?

পু। কি সংবাদ ?

সহদেব। শরৎবাবুর পিতা, পিতামহ, প্রপিতামহর নাম।

পু। এ লইয়া তুমি কি করিবে ?

সহদেব। পঙ্কজ যে জন্য গৃহত্যাগ করিয়া গিয়াছে তাহা উপলক্ষ্য করিয়া আমি এক পদ্য লিখিতে চাই।

পু। এই জন্য, আচ্ছা তুমি লিখিয়া লও।

সহদেব শীঘ্রই কাগজ পেন্সিল দ্বারা তাহা লিখিয়া লইলেন ও সঙ্গে সঙ্গে পঙ্কজের কুলশীল ও ব্রাহ্মণদের কুল সম্বন্ধে দুই এক কথা শুনিয়া আসিলেন। আসিবার সময় পুরোহিত মহাশয়কে আর এক টাকা দিয়ে প্রণাম করিলেন। পুরোহিত মহাশয় আনন্দে হাত বাড়াইয়া তাহাকে আশীর্ব্বাদ করিলেন। সহদেবের মস্তক হইতে তখন পুরোহিতের হাত মাত্র এক হাত ব্যবধান।

পূজার ছুটী হইয়া স্কুল কলেজ সব বন্ধ হইয়া গিয়াছে। ছাত্রেরা আপন আপন বাড়ী চলিয়া গিয়াছে। আছে কেবল কলিকাতার বাসিন্দা ছোক্‌রারা। তাহারা কাহাকেও চেনে না বিদেশী সমপাঠীদের সহিত তাহাদের ভাল আলাপও হয় না। সহদেব কিছু টাকা সঙ্গে লইয়া একেবারে মহৎ আশ্রমে আসিয়া উঠিলেন, নাম পঙ্কজ কুমার চট্টোপাধ্যায়; একখানি ত্রিসন্ধ্যার পুস্তক ক্রয় করিয়া লইলেন ও একটী সূক্ষ্ম টিকি রাখিলেন। প্রত্যহ চাকুরীর চেষ্টা করিতে বাহির হয়েন কোথাও চাকুরী মিলে না; সকলেই বলে চাকুরী নাই। যদি কোন জায়গায় সামান্য আশা পান তাহারা ভাল জামিন ও সার্টিফিকেট চায়। পঙ্কজ জামিন দিতে প্রস্তুত আছেন কিন্তু সার্টিফিকেট দিতে প্রস্তুত

নহেন। অবশেষে এক নূতন আফিসে পঁহুছিলেন নাম Patriotic Life Insurance Company ইহাঁরা policy যোগাইবার জন্য, (Agent) এজেণ্ট খুঁজিতেছেন ও তাঁহার জন্য বিজ্ঞাপন দিয়াছেন। মাহিয়ানা কিছুই নাই; যে যেমন কাজ করিতে পারিবে সে তেমনি পাইবে। কিছু টাকা জামিন স্বরূপ রাখিতে হইবে। সহদেব সেখানে যাওয়া মাত্র চাকুরী জুটিল। টাকা জমা দেওয়া মাত্র সহদেব নিয়োগ পত্র চাহিলেন। তাঁহাকে পঙ্কজ কুমার চট্টোপাধ্যায বলিয়া নিয়োগ পত্র দেওয়া হইল। সহদেব পিতাকে চিঠি লিখিলেন যে তাঁহার চাকুরী হইয়াছে, তিনি বিদেশে বিদেশে বেড়াইবেন সুতরাং তাহার কোন ঠিকানার স্থিরতা নাই; তজ্জন্য চিন্তা না করেন। মাঝে মাঝে যখন কলিকাতায় আইসেন মহৎ আশ্রম বা হিন্দু আশ্রম প্রভৃতি জায়গায় উঠেন। আফিসে বাবুদের সহিত তাঁহার বেশ বন্ধুত্ব হইয়াছে। তাঁহার কার্য্যকারিতায় কর্ত্তারা বেশ খুসী হইয়াছেন। সহদেব এখন বেশ ব্রাহ্মণের মত আচরণ করিতেছেন। তাঁহাকে সকলেই সদাচারী ব্রাহ্মণ বলিয়া ভক্তি করে। ক্রমে সহদেব মনে করিলেন "আমি ব্রাহ্মণ অপেক্ষা নিকৃষ্ট কিসে"? মফঃস্বলে যখনই যান কেবলই লোকে তাঁহার বিবাহ হইয়াছে কিনা জিজ্ঞাসা করে, কত কন্যাদায়গ্রস্ত পিতা সৎপাত্র দেখিয়া পাঁচ শত সাত শত টাকা দিয়া কন্যাদান করিতে চাহেন। প্রথম প্রথম ব্রাহ্মণ কন্যার সহিত বিবাহের কথা শুনিয়া সহদেব ভয় পাইতেন। পরে প্রস্তাবটা অভ্যাস হইয়া গেল; তাহার পর বিবাহের প্রস্তাব হইলে ও টাকা কড়ির কথা হইলে তিনি বলিতেন "বিবাহ করিব কিনা এখনও স্থির নাই; যদি করি টাকা লইব না"। ক্রমে তিনি স্থির করিলেন বিবাহ করিবেন "এই তো ছয়মাস কাটিয়া গেল কেহ সন্দেহও করিল না, বিবাহ করিয়া কলিকাতায় বাসা করিয়া থাকিলেই হইবে।

পরে যদি কখন বাবা কি মা আইসেন তাহাদিগকে গোপনে সমস্ত কথা জানাইয়া বলিলে আর প্রকাশ কে করিবে।" এইরূপ অবস্থায় জগদীশ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সহিত তাহার কথোপকথন আমরা শুনিয়াছিলাম।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ।

গ্রামে ক্রমে লোকে স্থির করিল যে স্নেহর নমঃশূদ্রের সহিত বিবাহ হইয়াছে। যাঁহারা সেই বিবাহে ভোজন করিয়াছিলেন ও যাঁহারা তাঁহার হুঁকায় তামাক খাইয়াছিলেন ও পুরোহিত মহাশয় সংক্ষেপে প্রায়শ্চিত্ত করিলেন। পঞ্চ গব্যাদি ভক্ষণ করিয়াই তাঁহারা উদ্ধার হইলেন। কুমুদিনী সম্বন্ধে গ্রামের সকলেই বড় দুঃখিত। তাঁহারা কুমুদিনীকে পরামর্শ দিতেছেন ছিনুকে কোথাও পাঠিয়ে দেও, না হয় সেই ছোঁড়াটাকেই দাও; যা হবার তা হোয়ে গেছে আর যখন ফিরবে না, তখন মেয়েটাকে বের কোরে দিলেই তাহাবা কুমুদিনীকে লইতে পারেন।

কুমুদিনী সেই সরলা বালিকাব প্রতি চাহিয়া কেবল ঝর ঝর করিয়া অশ্রু বর্ষণ করেন। এই প্রাণের পুত্তলীকে কি করিয়া গৃহ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিবেন; কি করিয়া বলিবেন "যাও তুমি চাঁড়ালের ঘর কর গিয়া" তাঁহার কি অপবাধ? এরূপ সমাজে উঠিয়া কুমুদিনীর কি আনন্দ! ইহা অপেক্ষা যদি তাহাদিগকে সমাজে না লয় সেও অনেক শ্রেয়ঃ। এরূপে ফাল্গুন চৈত্র মাস গেল। আজ স্নেহের সহচরী নলিনীর বিয়ে; বাড়ীর পার্শ্বেই মহাধুম, কত লোক যাতায়াত করিতেছে। গায়ে হলুদ হইয়া গিয়াছে কুমুদিনীর নিমন্ত্রণ হয় নাই। কোন সময়ে গিয়া স্নেহ লুকাইয়া নলিনীকে দেখিয়া আসিয়াছে। মা মানা করিয়াছেন উহাদের বাড়ী যেও না তাহারা আমাদিগকে ব'লে নাই। স্নেহ মাকে খুব ভয় করিতেন, তিনি জানিতে পারিলে অসন্তুষ্ট হইবেন ভাবিয়া সময় বুঝিয়া

একবার মাত্র গিয়াছেন। আজ বিবাহ; স্নেহের মন কেবলই যাই যাই করিতেছে। পরিশেষে যখন বর আসিবার সময় হইল, স্নেহ চুল বাঁধিয়া লইলেন; তাঁহার আশা, মাকে বলিয়া একবার বর দেখিতে যাওয়া। ক্রমে বাদ্য আরম্ভ হইল; স্নেহ বুঝিলেন বর আসিতেছে। তাড়াতাড়ি মায়ের নিকট বলিলেন "মা আমি বর দেখ্‌তে যাব।"

কুমুদিনী। কোথায় যাবে মা, লোকের মধ্যে?

স্নেহ। আমি শুধু একবার বর দেখে আস্‌ব।

কুমুদিনী। মা সেখানে যেতে নাই—; সবাই তোমাকে আঙ্গুল দিয়ে দেখাবে।

স্নেহ। কেন মা; আমি কি করেছি?

কুমুদিনী কাঁদিয়া ফেলিলেন; স্নেহ আর কোন কথা বলিলেন না। স্নেহকে এতদিন কেহই তাহার অবস্থার কথা বলে নাই। সকলে তাহাকে দেখিলে কি যেন বলে, স্নেহ তাহা বুঝিতে পারিত না। আজ মায়ের কান্না দেখিয়া বুঝিল তাহার বিয়ের পর কুশণ্ডিকা হয় নাই, লোকে কত কি বলে, মা সর্ব্বদা বিমনঃ থাকেন, আজ আবার নিমন্ত্রণ বন্ধ হইল, এসব কি? ধীরে ধীরে স্নেহ মায়ের নিকট যাইয়া বলিলেন "মা কাঁদ কেন? আমাকে নিয়ে কি হয়েছে?"

কুমুদিনী। (উপরের দিকে হাত তুলিয়া) উনিই জানেন তোমার কি হয়েচে, তোমার বিয়েই হয় নাই।

স্নেহ। তা না হোক্, তুমি কেঁদনা, আমি আইবুড় থাকব।

কুমুদিনী। তুমি আইবুড় থাকলে আর আমার কি ক্ষতি হ'ত? আমার জাত গেল; তোকে নিয়ে কোথায় যাই মা!

স্নেহ। কেন? আমরা এইখানেই থাকব? লোকে আমাদের নাই বা নিমন্ত্রণ করলে!

কুমুদিনী। আপদে বিপদে পরুশী না হ'লে চলে না! সকলে মিলে আমাকে মজিয়ে এখন স'রে পড়্ল; এমন জা'ত ভাঁড়াতে পারে এ কথা যদি আমার একবার সন্দেহ হ'ত তাহলে কি আমি কাহারও কথা শুন্তাম। আমি মেয়েমানুষ, আমি কি বুঝি! ভগবান্ তুমি এর বিচার করো।

স্নেহ আজ অনেকটা বুঝিলেন; লোকে তাঁহাকে দেখিলে মাঝে মাঝে "চাঁডাল" বলে, ইহার সহিত আজকের কথা মিলাইয়া চমকিয়া উঠিলেন; "সে কি তবে চাঁড়াল!" এই কথা কেবলই তাঁহার মনে উদয় হইতে লাগিল।

স্নেহের বিবাহের পর হইতে আর নলিনীর বিবাহ পর্য্যন্ত বিশেষ কোন সামাজিক কাজ হয় নাই। যদিও বা কাহারো পিতৃ মাতৃ একোদ্দিষ্ট হইয়া থাকে সেও তাহার বাড়ীতেই এই একঘরে করাটা হইবে মনে করিয়া অতি সংক্ষেপে কেবল পুরোহিতকে বলিয়াই সারিয়াছে। কিন্তু নলিনীর বিবাহে তাহা চলিল না। কুমুদিনী একঘরে হইল এই সংবাদ, পত্রে পত্রে সকল জায়গায় চলিয়া গেল। সরলার নিকট নরেন থাকিত; বিমলাচরণ বলিলেন "নরেন, তুমি অন্য জায়গায় থাকগে এখানে থাকিলে আমি বিপদে পড়িব।" কে আর তাহাকে অন্য জায়গায় স্থান দেয় কাজেই নরেন বাড়ী আসিল। সেই বৎসর তিনি Matriculation ক্লাসে উঠিয়াছিলেন, পড়া ত্যাগ করিয়া আসিতে হইল। শশীভূষণ সংবাদ পাইবামাত্র, সুশীলাকে চাকুরীস্থলে লইয়া গেলেন, আর কুমুদিনীর অংশ প্রাচীর দিয়া পৃথক করিয়া দিলেন। উপেন মাসিক সাহায্য বন্ধ করিয়া দিলেন। কেবল সুশীলা গোপনে কিছু কিছু পাঠাইতেন, আর যৎসামান্য ধান্য ভাগীদাররা যাহা দয়া করিয়া দেয়।

———

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ।

সহদেব গ্রাম হইতে বাহির হইয়া আর চাকুরিস্থলে যায় নাই। রতিকান্তের সহিত তাহার সাক্ষাৎও হয় নাই, বা রতিকান্তও তাহার সহিত সাক্ষাৎ করে নাই। সহদেব দেশে দেশে বেড়াইতেছে, এদিকে কুমুদিনী একঘরে হওয়াব পর গ্রামে একটা চুরি হওয়ায় দারোগা তদন্তে আসিয়াছেন; গ্রামের সকলেই তাঁহার নিকট এই আশ্চর্য্য বিবাহের কথা জানাইল। তিনি বলিলেন 'এ ভয়ঙ্কর অপরাধ, মানুষ জাল করা, এ ভারি অন্যায়, এর গুরুতব শাস্তি হইতে পারে' বলিয়া তিনি ডায়েরী করিয়া ঘটনা লিখিয়া লইলেন এবং থানায় গিয়া ওয়ারেণ্ট বাহির করিলেন। এক মাস, দুই মাস গেল, আসামী ধরা পড়ে না; তিনি এক ইস্তাহার বাহির করিলেন 'যে ধরিয়া দিতে পাবিবে তাহার ৫০্ টাকা পুরস্কার'।

প্রথম প্রথম সহদেব ভীত হইয়া পলায়ন করিয়াছিলেন; ক্রমে তাঁহার এই অজ্ঞাতবাস অসহ্য বোধ হইতে লাগিল। জানিতে পারিলেন ওয়ারেণ্ট বাহির হইয়াছে; সর্ব্বদাই মনে ভয় কেহ ধরিতে আসিতেছে। অথচ তাঁহাকে কে ধবে। তিনি কোথায় আছেন, আর তাঁহাকে কেই বা চেনে! পশ্চিম দেশের অনেক দূর পর্য্যন্ত ঘুরিয়া ক্রমশঃ দেশে ফিরিলেন। তিনি মনে করিলেন "আমি এমন কি অপরাধ করিয়াছি যে আমাকে চির জীবন লুকাইয়া থাকিতে হইবে। এরূপ লুকাইয়া বেড়ান অপেক্ষা ধরা দেওয়া অনেক ভাল। আমার কি করিবে? আমি কিসে ব্রাহ্মণ নই? সন্ধ্যা, গায়ত্রী, আচার, নিয়ম, সংস্কৃত লেখাপড়া

'আমি কোন্ ব্রাহ্মণ অপেক্ষা কম্ জানি ?" এইরূপ মনে করিয়া তিনি একদিন থানায় গিয়া আত্মসমর্পণ করিলেন ও বলিলেন "মিছামিছি আমার নামে ওয়ারেণ্ট বাহির হইয়াছে। আমি প্রকৃত ব্রাহ্মণ, তথাপি চক্র করিয়া আমাকে বিপদে ফেলিবার জন্য লোকে এইরূপ করিতেছে।" দারোগা তাঁহাকে তৎক্ষণাৎ গ্রেপ্তার করিলেন। ক্রমে তদন্ত হইয়া ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেটের কোর্টে মোকদ্দমা উঠিল। সহদেব কোন কথা স্বীকার বা অস্বীকার করিলেন না; তিনি কেবলই বলিতে লাগিলেন যে তিনি নির্দ্দোষ। পুলিশ গ্রামবাসীদিগকে, রতিকান্ত ও বহরমপুর কলেজের অধ্যাপক শরৎ বাবুকে, সাক্ষীস্বরূপ উপস্থিত করিলেন। শরৎ বাবু এজাহারে সহদেবকে দেখিয়া বলিলেন যে সে তাঁহার পুত্র পঙ্কজ নহে। রতিকান্তও বলিলেন যে তাহার নাম সহদেব মণ্ডল, জাতি নমঃ-শূদ্র। পুলিশ এ ব্যাপারে বিমলা বা সাধুনগর হইতে রাইচরণ মণ্ডলকে স্বাক্ষীস্বরূপ উপস্থিত করেন নাই। যাহা হউক অপরাধের গুরুত্ব বিবেচনা করিয়া, ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট্ নিজে কোন বিচার না করিয়া দায়রায় সোপর্দ্দ করিলেন। দায়রার বিচারে আসামীর যেমন দণ্ড বেশী হইতে পারে সেইরূপ প্রমাণের কড়াকড়িও বেশী এবং ছিদ্র থাকিলেই আসামী খালাস পায়। এই সকল বিবেচনা করিয়া সরকারী উকিলের পরামর্শ মতে প্রেসিডেন্সি কলেজের রেজেষ্টারী বই ও জনৈক কর্ম্মচারী এবং Patriotic Life Insurance কোম্পানির জনৈক কর্ম্মচারী, সহদেবের পিতা রাইচরণ মণ্ডল ও বিমলাকে সাক্ষী দেওয়া দরকার স্থির হইল। সর্ব্বোপরি পঙ্কজ উপস্থিত হইলে ভাল হইত বিবেচনা করিয়া তাহার উপস্থিতির জন্য পুলিশ হইতে খবরের কাগজে এক নোটিশ বাহির হইল।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ।

এদিকে যে সময় ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট আদালতে এই মোকদ্দমা চলিতেছে তখন বীরভূমের জজআদালতের উকিলদিগের মধ্যে অনেক নবীন উকিল এই মোকদ্দমার বিষয় অবগত হইয়া বিশেষ মনোযোগী হইলেন। তাঁহার নাম অনিল কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, পিতার যথেষ্ট সম্পত্তি আছে, ওকালতি না করিলেও চলে; তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন ভাল ছাত্র; তিনি যখন শুনিলেন এই বিবাহ ব্যাপারে কন্যার মাতা, ভ্রাতা ইত্যাদি সমাজচ্যুত হইয়াছেন তখন আর তাঁহার ক্রোধের সীমা রহিল না। তিনি বলিলেন "যত টাকা লাগে আমি দিব ইহাদিগকে সমাজে উঠাইতেই হইবে।" একজন প্রবীণ উকিল বলিলেন "কাজটা অত সোজা মনে করো না তুমি কত টাকা খরচ করতে পার, ঐ মেয়েটার জাতের মধ্যে তুমি যদি বিয়ে দিতে পার তা'হলে বুঝব যে তুমি বাহাদুর।" অনিল বলিলেন "এ বাহাদুরীর কোন কথাই নহে। আমার ভয়ঙ্কর রাগ হইতেছে তাই বলিতেছিলাম; গ্রামশুদ্ধ লোক জুটিয়া বিবাহ দিল এবং তাহারা কি বলিয়া এই জাল বিবাহকে একঘরের হেতু করিয়াছে বিশেষ যখন কুষণ্ডিকা হয় নাই।" উকিল বাবুটী বলিলেন, "তুমি ঐ গ্রামের লোকের উপর রাগ কর কেন? এই ব্যাপার যদি ঐ গ্রামে না হইয়া তোমার গ্রামে হইত তাহা হইলেও ঠিক এইরূপই হইত; সমাজের যে নিয়ম তাহা লঙ্ঘন করা সহজ নহে।" অনিল বলিলেন "তাহা আমি জানি, কিন্তু এটা কত বড় অপরাধ যে একজন জাল জুয়াচুরি করিল আর ফল ভুগিবে আর পাঁচ জনে? এ মেয়েটার কি অপরাধ যে তাহাকে

গ্রামবাসীরা তাড়াইয়া দিতে বলিতেছে? সেইটাই কি সমাজের পৌরুষ? যে অবলা—তাহার প্রতি অত্যাচার করাই কি সমাজের বলের পরিচয়?" প্রাচীন উকিল বাবুটি বলিলেন "সমাজের ন্যায় অন্যায় বিচার করিয়া কি লাভ হইবে বল। যদি পার তবে মেয়েটাকে সমাজে তুলিবার চেষ্টা কর; তুমি যদি প্রচুর অর্থ দিয়া গ্রামবাসীদিগকে বশীভূত করিয়া এবং সেই উপায়ে আর একজন ব্রাহ্মণকে এই কন্যার পাণিগ্রহণ করিতে সম্মত করাও তাহা হইলেই এই বালিকাটীর বা তাহার মা ও ভ্রাতার উপকার হইতে পারে কিন্তু সমাজের কোন উপকার হইবে না। যদি সমস্ত সমাজের জ্ঞাতসারে ইহাদের জাতি উদ্ধার করিতে পার তাহা হইলে প্রকৃত কাজ করা হয়।" অনিলকুমার বলিলেন "তাহা আমি বুঝি, কিন্তু সে কাজ এত শক্ত যে তাহাতে আমার ভরসা খুব কম।" উকিল বাবু বলিলেন "কাজ শক্ত হইলেও চেষ্টা করা উচিত, তুমি নিজেই বলিতেছিলে এটা ঘোর অত্যাচার—সুতরাং ইহা সকলকে বুঝাও এবং পণ্ডিতমণ্ডলীর ব্যবস্থা পাইতে চেষ্টা কর; তোমার উদ্যম ও অর্থবলে অসম্ভব বলিয়া বোধ হয় না।" অনিলকুমার বলিলেন "আমার উদ্যম ও অর্থবলের কথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি; বেশ, এ কাজ সমস্ত সমাজের জ্ঞাতসারেই করিবার চেষ্টা করা যাইবে।" তাহার পর স্থির হইল যে মোকদ্দমা যখন বিচারাধীন তখন বিচারের ফলাফল দেখিয়া এ বিষয়ে আর অগ্রসর হওয়া উচিত এবং সেইমত অনিলকুমার দায়রার বিচারের জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিলেন।

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ।

আজ সহদেবের দায়রার বিচার; বীরভূমের জজ আদালত; জজ সাহেব একজন প্রবীণ ইংরেজ বিচারক; দুইজন আসেসর্ পার্শ্বে বসিয়া আছেন; আসামী ডকে দণ্ডায়মান; আসামী পক্ষে একজন ভাল উকিল নিযুক্ত হইয়াছেন; সরকার পক্ষে সরকারী উকিল, কোর্ট দারোগা, অন্যান্য পুলিস্, প্রহরী ইত্যাদি উপস্থিত আছেন। হরিহরপুর গ্রামবাসী কয়জন সাক্ষী আসিয়াছেন; তাহা ছাড়া পুলিস্ হইতে শরৎবাবু, রাই-চরণ—Patriotic Life Insurance কোম্পানির কর্ম্মচারী, কুমুদিনী, স্নেহলতা, নবেন, বিমলা, এ সকল সাক্ষীও আসিয়াছেন। স্ত্রীলোকদিগের জন্য একটি নিভৃত স্থান নির্দ্দিষ্ট আছে সেইখানেই তাঁহারা উপবেশন করিয়া আছেন। এতদ্ভিন্ন দর্শকবৃন্দের অভাব নাই; আদালত গৃহে লোক ধরে না; সকলেই এই অদ্ভুত মোকদ্দমা দেখিতে আসিয়াছেন; ছোকরা উকিলগণ সকাল সকাল আসিয়াই চেয়ারগুলি দখল করিয়া বসিয়া আছেন; যাঁহারা সকালে আসিতে পারেন নাই তাঁহারা সারি বাঁধিয়া চেয়ার শ্রেণীর পশ্চাৎ দণ্ডায়মান; তৎপশ্চাৎ উকিল বাবুদের মুহুরিগণ সাবকাশ মত আসা যাওয়া করিতেছেন, তৎপশ্চাৎ দর্শকগণ দরোজা পর্য্যন্ত ও বারান্দায় দণ্ডায়মান। সকলেই নিস্তব্ধ হইয়া আছে, কেবল মাঝে মাঝে লোক যাতায়াত শব্দ ও স্থান অধিকারের জন্য একটু অস্ফুটশব্দ; মাঝে মাঝে প্রহরীদের গর্জ্জন ও গলাধাক্কা দিয়া বাহির করিয়া দিবার ভয় প্রদর্শন; নির্দ্দিষ্ট সময়ে সরকারী উকিল মোকদ্দমার

সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রকাশ করিলেন ; আসামীপক্ষে নিম্ন আদালতে সাক্ষীর কোনরূপ জেরা করেন নাই।

সহদেবের পয়সার অভাব নাই, বরাবরই ভাল উকিল দ্বারা কাজ হইতেছে ; উকিলের পরামর্শমতেই ডেপুটির আদালতে জেরা হয় নাই। প্রথমেই গ্রামবাসিদের সাক্ষ্য গৃহীত হইল। তাহারা সকলেই বলিল আসামী তাহাদের নিকট ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিচয় দিয়াছে ও তাহাদের সাক্ষাতে স্নেহলতার পাণিগ্রহণ করিয়াছে। আসামীর পক্ষ হইতে বিশেষ কিছু জেরা হইল না। কেবল মাত্র ইহাই জিজ্ঞাসা করিল যে সাক্ষীরা আসামীকে ব্রাহ্মণ বলিয়া বিশ্বাস করিয়াছেন কিনা ও আসামী ব্রাহ্মণের সমস্ত আচরণ করিতেন কিনা। সাক্ষীরা সকলেই স্বীকার করিল যে আসামীর আচরণ অতি বিশুদ্ধ ব্রাহ্মণের ন্যায় এবং তাঁহারা আসামীকে ব্রাহ্মণ বলিয়া বিশ্বাস করিতেন এবং রতিকান্ত অন্যরূপ না বলিলে তাঁহাদের কখন সন্দেহ হইত না। পরে পুরোহিত মহাশয়ের জবানবন্দী হইল। যে সকল পিতৃপুরুষের নাম উল্লেখ করিয়া আসামী বিবাহ করিয়াছিলেন তিনি তাহাই প্রমাণ করিলেন ; পুরোহিতকেও আসামীর উকিল পূর্ব্ববৎ জেরা করিলেন এবং পুরোহিত ঠাকুরও অন্যান্য গ্রামবাসিদের ন্যায় উত্তর দিলেন। ইহাদের সাক্ষ্য হইয়া গেলে কলেজের কেরাণী, রতিকান্ত, আফিসের লোক ও শরৎবাবু ইত্যাদি যে সকল সাক্ষ্য হইল তাহা বিশেষরূপে বিবরণ দেওয়া দরকার সুতরাং সেগুলি আমরা বিস্তারিত লিখিতেছি। প্রথমেই সরকারী উকিল কলেজের কেরাণীর এজাহার লইতেছেন।

স, উ। দেখুন, আপনাদের কলেজে সহদেব মণ্ডল বলিয়া কোন ছাত্র পড়িত কিনা ?

উত্তর। (রেজেষ্টারী দেখিয়া) হাঁ ; সহদেব মণ্ডল একজন ছাত্র ছিল।

স, উ। সে কতদিন কলেজে যায় নাই ?

উ। গত জুলাই মাস হইতে।

স, উ। Admission Book দেখিয়া বলুন সে কোন্ জাতি, বাড়ী কোথায়, কাহার ছেলে, বয়স কত ?

উ। তাঁহার বাড়ী নড়াইল থানার অন্তর্গত সাধুনগর গ্রাম, রাইচরণ মণ্ডলের পুত্র, জাতি নমশূদ্র ও বয়স একুশ বৎসর মাত্র (সহদেবের ৪।৫ বৎসর চুরি ছিল কারণ সে অধিক বয়সে লেখা পড়া আরম্ভ করিয়াছে)।

স, উ। সহদেব মণ্ডল কোন্ scholarship পাইত কিনা ?

উ। পাইত।

স, উ। খাতায় রসিদ লইয়া আপনি তাহাকে ঐ scholarship দিতেন কিনা ?

উ। (খাতা দেখিয়া) হা।

স, উ। ঐ খাতা দেখান্।

সাক্ষী খাতা দেখাইল।

স, উ। এক্ষণে দেখুন সেই সহদেব মণ্ডল এই আদালত গৃহে আছে কি না।

উ। আছে (বলিয়া আসামীকে দেখাইয়া দিল)।

আসামীর—উকিলের জেরা—

আ, উ। আপনি কতদিন পরে সহদেব মণ্ডলকে দেখিতেছেন ?

উ। প্রায় এক বৎসর পরে।

আ, উ। কলেজে কত ছেলে পড়ে ?

উ। সাত আট শত।

আ. উ। একবৎসর পূর্ব্বে যে সকল ছেলে পাশ করিয়া গিয়াছে সকলকে আপনি চেনেন কিনা ?

উ। না।

আ, উ। ইহাকে চিনিবার বিশেষ কারণ কি?

উ। মাসে মাসে scholarship লইত।

আ, উ। কত জন ছেলে scholarship লয়?

উ। সত্তোর আশিজন।

আ, উ। Scholarship পাওয়া যত ছেলে পাশ করিয়া গিয়াছে সকলকে আপনি মনে করিয়া রাখিয়াছেন?

উ। অসম্ভব।

আ, উ। আসামীর বয়স কত দেখিয়া বলুন।

উ। ঠিক বলিতে পারি না।

আ, উ। আন্দাজ করিয়া বলুন।

উ। ছাব্বিশ সাতাশ।

আ, উ। এখন হলপ করিয়া বলুন যে এই আসামী সহদেব মণ্ডল ছাড়া অন্য ব্যক্তি হইতে পারে কি না?

উ। আমি হলফ করিয়া বলিতে পারিব না যে আসামী সহদেব মণ্ডল ছাড়া অন্য ব্যক্তি হইতে পারে না, কিন্তু আসামী সহদেব মণ্ডলের মত।

আসামীর উকিল আর জেরা করিলেন না।

সরকারী উকিল আর একবার জিজ্ঞাসা করিলেন

স, উ। সহদেব মণ্ডল scholarship পাইত বলিয়া ইহাকে চিনিবার বিশেষ কোন কারণ ছিল? (ঘোর আপত্তি)

উ। নমঃ শূদ্রের ছেলে scholarship পাইয়াছিল বলিয়া আমরা একটু লক্ষ্য করিয়া দেখিতাম।

ইহার পরেই রতিকান্তের এজাহার হইল।

স, উ। আপনি আসামীকে চেনেন ?

উ। চিনি।

স, উ। কি সূত্রে চেনেন ?

উ। আমি উহার সঙ্গে এক ক্লাসে পড়িয়াছি।

স, উ। একসঙ্গে পড়া ছাড়া আর কোন কারণে উহার সহিত দেখা হইত ?

উ। হাঁ ; সে সময় সময় আমাদেব সহিত বেড়াইত।

স, উ। উহাব নাম কি ও কি জাতি ?

উ। উহার নাম সহদেব মণ্ডল, জাতি নমঃশূদ্র।

স, উ। আসামী কি ব্রাহ্মণ, উহার নাম কি পঙ্কজ কুমার চট্টোপাধ্যায় ?

উ। না ; উহার নাম পঙ্কজ কুমার চট্টোপাধ্যায় নহে।

আসামীর উকিলের জেরা—

আ, উ। আসামীকে কলেজে শেষ কবে দেখিয়াছিলে ?

উ। গত জুলাই মাসে।

আ, উ। এক বৎসর পূর্ব্বে যত ছেলের সহিত তোমার জানাশুনা ছিল সকলকেই চেন ?

উ। হাঁ—

আ, উ। যত ছেলেকে মনে করিয়া রাখিয়াছ তাহাদের নাম জান ?

উ। সকলের নাম মনে নাই।

আ, উ। ইহার নাম স্মরণ রাখিবার কারণ কি ?

উ। এ সময় সময় আমাদের সঙ্গে বেড়াইত।

আ, উ। তুমি নমঃশূদ্রের সঙ্গে বেড়াইতে ?

উ। আমরা উহাকে না চাহিলেও সে আমাদের সঙ্গ ছাড়িত না।

(এই উত্তর শুনিয়া আসামী এক তীব্র কটাক্ষ নিক্ষেপ করিলেন)

আ, উ। বেশ, আসামী না হয় তোমাদের সঙ্গ ছাড়িত না কিন্তু তাহার সঙ্গ তোমাদেব ভাল লাগিত না ?

উ। সব সময় ভাল লাগিত না।

আ, উ। যদি সহদেব মণ্ডলের মত কোন ব্রাহ্মণ যুবাব আকৃতি হয় তাহা হইলে তোমাব ভুল হইতে পারে কি না ?

উ। আমি আসামীব সহিত গোটা কতক কথা কহিলেই ঠিক উত্তর দিতে পারি।

আ, উ। আসামীকে কথা কহিবাব জন্য তুমি বাধ্য করিতে পার না ; তুমি আমার প্রশ্নের উত্তর দাও।

উ। এক চেহারা হইলে ভূল হইতে পারে কিন্তু সেরূপ এক চেহারা হয় না।

আ, উ। সে আমরা বুঝিব , তুমি আর এক কথার উত্তর দাও ; তুমিই আসামীকে প্রথম সহদেব বলিয়া প্রচার করিয়াছ কিনা ?

উ। আমিই প্রথম উহাকে চিনিতে পারি।

আ, উ। যদি ভুল করিয়া থাক এখন তাহার জন্য ক্রটি স্বীকার করিতে প্রস্তুত আছ কিনা ?

উ। আমি কখন ভুল করি নাই। আমার ভাগ্নীর বিবাহ, আমি কেন ভুল করিব ?

এইবার শরৎ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের এজাহার হইল।

স, উ। আপনি আসামীকে চেনেন ?

উ। দেখিয়াছি বলিয়া বোধ হয়।

স, উ। কোথায় দেখিয়াছেন ?

উ। বোধ হয় ইহাকে আমাদের গ্রামে দেখিয়াছি।

স, উ। দেখুন আসামী আপনাদের গ্রামের রাইচরণ মণ্ডলের পুত্র সহদেব মণ্ডল কিনা? (আসামীর উকিলের ঘোরতর আপত্তি)

উ। ঠিক বলিতে পারি না, তবে সেইরূপ বোধ হইতেছে।

স, উ। দেখুন আসামী কি আপনার পুত্র পঙ্কজকুমার চট্টোপাধ্যায়?

উ। কখন না।

স, উ। যদি কেহ বলে যে আসামী আপনার পুত্র পঙ্কজ কুমার, তাহা কি সত্য?

উ। সে কথা ঘোর মিথ্যা।

আসামীর পক্ষে জেরা—

আ, উ। আপনি গ্রামে কতবার যান?

উ। বৎসরে একবার গ্রীষ্মের ছুটির সময়।

আ, উ। পূজার ছুটিতে যান না?

উ। সে সময় ভয়ঙ্কর ম্যালেরিয়া, দেশে যাবার উপায় নাই।

আ, উ। আপনি দেশে গিয়া পাড়ায় পাড়ায় বেড়ান? কোন্ ছেলে কাহার দেখিয়া বেড়ান?

উ। না; ছেলেরা আপনি চোখে পড়ে।

আ, উ। আসামী এইরূপ কতবার চোখে পড়িয়াছে?

উ। তাহা মনে নাই।

আ, উ। আন্দাজ করিয়া বলুন।

উ। ২।৩ বার।

আ, উ। কতদিন পূর্ব্বে—

উ। ৪।৫ বৎসর পূর্ব্বে (পঙ্কজ গৃহত্যাগ করার পর শরৎ বাবু আর দেশে যান নাই)

আ, উ। তখন আসামীর কিরূপ চেহারা ছিল?

উ। তাহা মনে নাই।

আ, উ। ঠিক এখনকার চেহারা ছিল কি?

উ। না, তথাপি আকারের সাদৃশ্য আছে।

আ, উ। আপনার পুত্র গৃহত্যাগ করার জন্য আপনি তাহার উপর সন্তুষ্ট আছেন কি অসন্তুষ্ট হইয়াছেন?

উ। এ কথার উত্তর দিতে আমি বাধ্য নহি।

আ, উ। I appeal to court.

আদালত তখন সাক্ষীকে উত্তর দিতে হুকুম করিলেন, আসামীর উকিল পুনরায় প্রশ্ন করিলেন ও শরৎবাবু উত্তর করিলেন—

উ। আমি অসন্তুষ্ট হইয়াছিলাম।

আ, উ। কিরূপ অসন্তুষ্ট? পঙ্কজ ঘরে ফিরিলে তাহাকে ঢুকিতে দিতেন কি?

উ। নিশ্চয়ই দিতাম।

আ, উ। আমাদের তাহা বোধ হয় না, কোন কাগজে তাহার জন্য নোটিশ্ দিয়াছিলেন?

উ। না, কি জন্য দিব?

আ, উ। পঙ্কজ কি করিয়া জানিবে যে আপনি তাহাকে ক্ষমা করিবেন?

উ। ছেলের আবার ক্ষমা কি? যে জ্ঞানবান্ ছেলে তাহার জন্য নোটিস্ দেওয়া আবশ্যক মনে করি নাই।

আ, উ। আপনি পঙ্কজকে disinherit করিবেন বলিয়া প্রকাশ করিয়াছিলেন কিনা?

উ। উত্তর দিতে আমি বাধ্য নহি।

(আবার জজ সাহেব উত্তর দিতে বাধ্য করিলেন।)

উ। একবার বলিয়াছিলাম; সে মুখের কথা মাত্র।

আ, উ। আমি আর শুনিতে চাহি না আমার প্রশ্নের উত্তর হইয়াছে।

উ। সে একবার মাত্র বলিয়াছিলাম, তাহার পর তাহার জন্য কত কাঁদিয়াছি।

আ, উ। দেখুন সহদেব মণ্ডল যাহাকে বলিতেছেন আর আপনার ছেলে পঙ্কজ এক রকম ও একরূপ চেহারা কিনা?

উ। না।

আ, উ। গায়ের বর্ণ?

উ। অনেকটা মিলে।

আ, উ। আর কোন অবয়ব মিলে না?

উ। সে কি বলা যায়?

সরকারী উকিল জিজ্ঞাসা করিলেন।

স, উ। আপনার ছেলেকে পাইলে আপনি আবার তাহাকে গ্রহণ করেন?

উ। নিশ্চয়ই; তাহার জন্য আমাদের একদণ্ড সুখ নাই।

ইহার পর সরকারী উকিল বলিলেন আর দুইজন পুরুষ সাক্ষী আছে তাহারা যদিও আসামীর পক্ষ সমর্থন করিয়া বলা সম্ভব তথাপি তিনি তাহাদিগকে প্রমাণ স্বরূপ উপস্থিত করিবেন কারণ আসামীর কোনরূপ অসুবিধা না হয় তাহা সরকারী উকিলের দেখা কর্ত্তব্য।

প্রথমেই Life Insurance আফিসের বাবুটী সাক্ষী আসিলেন।

স, উ। আপনি আসামীকে চেনেন?

উ। হাঁ, ইনি আমাদের আফিসের একজন এজেন্ট।

স, উ। ইহার নাম আপনারা কি জানেন?

উ। পঙ্কজ কুমার চট্টোপাধ্যায়।

স, উ। আপনাদের আফিসে ঢুকিবার আগে ইহাকে আপনারা চিনিতেন কি ?

উ। না, কি করিয়া চিনিব ?

স, উ। ইহার নাম অন্য নাম হইতেও পারে ?

উ। তাহা আমি বলিতে পারি না।

এইবার জেরা :—

আ, উ। যে দরখাস্ত করিয়াছিল, সেই বাহাদের দরখাস্ত বাহির করুন।

উ। সেই দরখাস্ত বাহির কবিলেন।

আ, উ। কোন্ জাতীয় লোক আফিসে লইবেন এরূপ কোন বিজ্ঞাপন ছিল ?

উ। যে জাতীয় লোক হউক না কেন ইচ্ছা করিলেই দরখাস্ত করিতে পারিত।

আ, উ। নমশূদ্র জানিতে পারিলে আপনারা কি চাকুরী দিতেন না ?

উ। সে কথার উত্তব আমি দিতে পারিব না, তবে টাকা ডিপজিট্ দিলে চাকুরীর আর বাধা কি ?

এইবার রাইচরণ মণ্ডল সাক্ষী দিতে উঠিলেন।

স, উ। আসামীকে আপনি চেনেন ?

উ। ঠিক চিনিতে পারিতেছি না।

স, উ। দেখুন আপনার ছেলে এই আসামী কিনা ?

উ। সেরূপ বোধ হয় না।

স, উ। আপনার গ্রামের এই সাক্ষী শরৎ চট্টোপাধ্যায়কে চেনেন ?

উ। চিনি।

স, উ। তাঁহার ছেলে পঙ্কজকে চেনেন ?

উ। হাঁ।

স, উ। দেখুন এই আসামী কি সেই পঙ্কজ ?

উ। ঠিক বলিতে পারিতেছি না।

স, উ। কিরূপ বোধ হয় ?

উ। বামুনদের ছেলে আর আমার ছেলে একরকম দেখতে ; এই আসামী কা'র মত আমি ঠিক বলতে পারছি না কিন্তু এ আমার ছেলের মত নয়।

এইবার জেরা—

আ, উ। আপনার ছেলে সহদেবের বয়স ক'ত ?

উ। ২০।২১ বৎসব হবে।

আ, উ। যখন আপনি সহদেবকে শেষ দেখেছিলেন তখন তাহার চেহারা কি এইরূপ ছিল ?

উ। না তখন দাড়ী ভাল ওঠে নাই।

আ, উ। আপনি ছেলের বিবাহ দিতে পারিতেন না ?

উ। আমি সুন্দর মেয়ে ঠিক করেছিলাম ; আমার অভাব কিসের ? আমি কত মেয়ে আনতে পারি।

আ, উ। আপনি সহদেবকে কোন তিরস্কার করিয়া বা কটু কথা কহিয়া ঘরের বাহির করিয়া দিয়াছেন ?

উ। না, বাছাকে আমি একটি কথাও বলি নাই ; সে যে কেন বাড়ী আয় না কিছু জানি না ; কেহ যদি আমার ছেলে ফিরাইয়া দিতে পারে আমি তাহাকে পাঁচ শত টাকা দিই।

এখন সত্যসত্যই ছেলে ফিরাইয়া পাওয়া শক্ত রাইচরণ তাহা বুঝেন।

যখন সাক্ষীর শমন গেল রাইচরণের গৃহিণী বলিল "দেখ যদি ছেলেকে চিন্‌তে পার তবে হাকিমকে বলে ছেলে সঙ্গে করে নিয়ে এস; তুমি যদি তাকে না আন্‌তে পার তা হলে আমি আর এ প্রাণ রাখ্‌ব না।" রাইচরণ বলিলেন "দেখি যদি তাকে আন্‌তে পারি, তোর ছেলেকে চিন্‌তে পার্‌লে কি আর তা'কে আন্‌তে পার্‌ব?" সুতরাং রাইচরণ সহদেবকে চিনেও চিন্‌লেন না সে দিন অনেকগুলি সাক্ষী শেষ হইয়া দিন গত হইল। পরদিন কেবল স্ত্রীলোক কয়টি থাকিল। জজ সাহেব বলিয়া দিলেন আগামী কল্য আদালত গৃহে কোন লোক থাকিবে না, কেবল আসামীর উকিল ও সরকারী উকিল থাকিবেন।

বিংশ পরিচ্ছেদ

পরদিন আদালত গৃহে বাজে লোক কেহই নাই। প্রথমেই কুমুদিনীর এজাহার হইল।

সরকারী উকিল বলিলেন এ সাক্ষী তাঁহার কোন প্রয়োজন নাই তথাপি সুবিচারের সাহায্যের জন্য তাঁহাকে সাক্ষ্য দিতেছেন।

স, উ। আপনি আসামীকে চেনেন?

উ। গত ফাল্গুন মাস হইতে দেখিতেছি।

স, উ। ইনি আপনার কন্যা স্নেহলতাকে বিবাহ করিয়াছেন?

উ। হাঁ, কিন্তু কুষণ্ডিকা হয় নাই।

স, উ। আপনি এখন সমাজে একঘরে হয়ে আছেন?

উ। আজ্ঞা হাঁ—

স, উ। কেন?

উ। আমার ভাই বল্লে ও ছেলে চাঁড়াল, তাই আমার গ্রামের লোকে আমাকে একঘরে কর্‌লে।

স, উ। আসামী কি পরিচয় দিয়াছিল?

উ। শরৎবাবুর ছেলে বলিয়া পরিচয় দিয়াছিল।

এইবার জেরা—

আ, উ। শরৎ বাবুর ছেলে না হইলে কি বিয়ে দিতেন না?

উ। কেন দিব না? ভাল পাত্র হইলেই বিয়ে দিতাম, চাঁড়াল জান্‌লে বিঁয়ে দিতাম না।

আ উ। সত্য বামুন্ হলে আপনার আর কোন আপত্তি নাই?

উ। বাবা, আমার জাত থাক্‌লে এখন বাঁচি ; বামুনের ঘরের ছেলে হলেই আর আমার আপত্তি কি ?

এইবার বিমলার এজাহার

স, উ। আপনার সহিত শরৎবাবুর পুত্র পঙ্কজকুমারের বিবাহের কথা হইয়াছিল ?

বিমলা লজ্জায় মরিয়া যাইতেছেন ; যে পঙ্কজের নাম শুনিলে তাঁহার হৃদয় এখনও কাঁপিতে থাকে আজ তাঁহার নামে কি বলিয়া আদালতে সাক্ষ্য দিবেন। বিমলা কোন উত্তর দিতে পারিতেছেন না। প্রথমে সরকারী উকিল ও পরে জজ সাহেব অতি মিষ্ট ভাষায় বিমলাকে বলিলেন তাহার লজ্জা করা উচিত নয়, ইহাতে কোন দোষ নাই। অনেক বুঝানর পর বিমলা উত্তর করিলেন "হাঁ।"

স, উ। আপনি কি পঙ্কজকে দেখিয়াছিলেন ?

এইবার বিমলা সর্ব্বনাশে পাড়লেন : এতদিন যাহা কাহাকেও বলেন নাই তাহাই প্রকাশ করিতে হইবে। বিমলার গণ্ডদেশ লালবর্ণ হইয়া উঠিল, সরকারী উকিল আবার বলিলেন "ইহাতে দোষ কি ? পাত্র ক'নে দেখিতে এলে কনেও পাত্র দেখিতে পায়, তাহাতে লজ্জার কথাত কিছুই নাই।" অমনি আসামীর উকিল বলিয়া উঠিলেন "This is giving plain hint to the witness ; I strongly object to the procedure of the Public Prosecutor" জজ সাহেব প্রবীণ বিচারক তিনি এদেশে অনেক কাল আছেন, তিনি বলিলেন "The shyness of the girl must be overcome. "সরকারী উকিল তখন আরও বিশদভাবে বিমলাকে বুঝাইলেন এবং বিমলা আর একটি "হাঁ" উত্তর দিলেন। আবার সরকারী উকিল জিজ্ঞাসা করিলেন "দেখুন এই আসামী কি সেই পঙ্কজ—?" বিমলা বিবাহের পরদিনই ভোরে

আসিয়া সহদেবকে দেখিয়াছিলেন ; আর একবার আসামীর দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন "না"।

সরকারী উকিলের জিজ্ঞাসা শেষ হইল ; এইবার জেরা—

আ, উ। আপনি কতবার পঙ্কজকে দেখিয়াছেন ?

আবার অনেক বুঝানর পর বিমলা উত্তর করিলেন "একবার।"

আ, উ। সে কতদিন পূর্ব্বে ?

বিমলা কিছুক্ষণ পরে উত্তর করিলেন "পাঁচ বৎসব পূর্ব্বে।"

আ, উ। পাঁচ বৎসর পূর্ব্বে একবার মাত্র দেখিয়া আপনি মনে রাখিতে পারেন ?

সরকারী উকিল ঘোরতর আপত্তি করিলেন ; তিনি বলিলেন "I shall answer my friend's questions in proper time ; he should remember that he is trenching upon delicate ground and should not trifle with a girl's affections." আসামীর উকিল উত্তর করিলেন "I know my business," জজ সাহেব আসামীর উকিলের প্রশ্ন অসঙ্গত বিবেচনা করায় এ প্রশ্ন অগ্রাহ্য হইল ও আসামীর উকিল রাগ করিয়া বসিয়া পড়িলেন।

সরকারী উকিল আর সাক্ষী দিলেন না ; স্নেহলতার এজাহার দেওয়া দরকার হইল না। সরকারী উকিল, আসেসার মহোদয়গণ ও জজ সাহেবকে উদ্দেশ করিয়া সত্তকাল জবাব করিলেন তাহার মর্ম্ম এই— "ব্রাহ্মণ পরিচয়ে বিবাহ করা অস্বীকার করা হয় নাই। আসামীর উকিলের জেরায় একথা একরূপ মানিয়া লওয়া হইয়াছে। এখন দেখা যাউক আসামার কি পরিচয় প্রমাণ হইয়াছে। পঙ্কজের পিতা এজাহার দিয়া বলিয়াছেন যে আসামী তাঁহার ছেলে নহে। বিমলা বলিয়াছেন যে আসামী পঙ্কজ নহে। আমার বিজ্ঞ বন্ধু বলিতেছিলেন যে পাঁচবৎসর

পূর্ব্বে একবার মাত্র দেখিয়া কি করিয়া মনে থাকে, কিন্তু তাঁহার মুখে একথা শোভা পায় না। ব্যক্তি বিশেষের মূর্ত্তি একবার দেখিলে চিরকাল মনে থাকে একথা নিশ্চয়ই আসামীর উকিলের জানা আছে। সহদেবের পিতা হলপ করিয়া বলিতে পারিলেন না যে আসামী পঙ্কজ; সে নিজের ছেলেকে বাঁচাইবার জন্য এখন চিনেও চিনিবে না। অতএব দেখা গেল যে আসামী পঙ্কজ নহে। অতএব ইনি জাল সাজিয়াছেন তাহাতে সন্দেহ নাই; প্রেসিডেন্সী কলেজের কেরাণী সুন্দর প্রমাণ করিয়াছেন যে আসামী সহদেব মণ্ডল; রতিকান্ত তাঁহার সহিত পড়িয়াছেন, তিনি উত্তম চিনিয়াছেন যে আসামী সহদেব মণ্ডল। শরৎবাবু বলিয়াছেন বোধ হয় আসামী সহদেব মণ্ডল; তিনি ইহার বেশী আর কি বলিতে পারেন? অতএব ইহা সন্তোষরূপে প্রমাণ হইল যে আসামী পঙ্কজ নহে এবং সে নমশূদ্র জাতীয় সহদেব মণ্ডল। ইহার তুল্য ভয়ানক অপরাধ নাই। একজন নিঃসহায়া ব্রাহ্মণকন্যা জাতিচ্যুতা হইয়াছেন; স্নেহলতার ভবিষ্যৎ সম্পূর্ণ অন্ধকার—ইহার সমুচিত শাস্তি হওয়া উচিত।"

আসামীর উকিল বক্তৃতা করিলেন তাহার মর্ম্ম এই—"সরকারী উকিল যে বক্তৃতা করিলেন তাহার ভাব এই যেন আসামীকেই প্রমাণ করিতে হইবে যে আসামী কে এবং কোন জাতি; কিন্তু তাঁহার একথা সম্পূর্ণ ভুল; ফরিয়াদী পক্ষকে সন্তোষরূপ প্রমাণ করিতে হইবে যে আসামী ব্রাহ্মণ নহে। আসামী যে ব্রাহ্মণ নহে তাহার প্রমাণ কেবল শরৎবাবু, বিমলা ও রতিকান্ত; শরৎবাবু এখন ছেলের উপর অসন্তুষ্ট; তাহাকে disinherit করিতে চান; এখন যদি আসামী পঙ্কজ বলিয়া সাব্যস্ত হয়—তাহা হইলে যে আবার তাঁহার স্কন্ধে পড়িবে সেই আশঙ্কায় তিনি একেবারে তাহাকে অস্বীকার করিতে চাহেন। আপনারা অবশ্যই জাল প্রতাপচাঁদের মামলার কথা শুনিয়াছেন। প্রতাপচাঁদ সন্ন্যাসীবেশে ছিলেন

বলিয়া তাঁহার স্ত্রীরা তাঁহাকে চিনিয়াও চিনিল না, অম্লানে বলিয়াছিল সে ব্যক্তি তাহাদের স্বামী নহেন। স্ত্রী যদি স্বামীকে অস্বীকার করিতে পারে তাহা হইলে পিতা অবাধ্য পুত্রকে দেখিয়া চিনিবেন না এ আর বেশী কথা কি? বিমলা একবার মাত্র তাহাকে দেখিয়াছেন, তাহাও বোধ হয় সলজ্জনয়নে আধেক খানি মাত্র দেখিয়াছিলেন, তাহারই বলে এখন আর একজন মনুষ্যকে অপ্রমাণ করিতে হইবে। আর রতিকান্ত হঠাৎ একটা ভুল করিয়া ফেলিয়াছেন তিনি তাহা আর স্বীকার করিতে চাহেন না। আমরা রাইচরণের সাক্ষ্য দ্বারা জানি যে পঙ্কজ ও সহদেব একই চেহারা সুতরাং রতিকান্তের একটা ভুল হওয়া অসম্ভব নহে। শরৎবাবুও স্বীকার করিয়াছেন যে উভয়ের গায়ের বর্ণ অনেকটা এক। কলেজের কেরাণীর এতকাল চিনিয়া রাখা অসম্ভব, তাঁহার সাক্ষ্যের কোন মূল্য নাই। তিনি বলিয়াছেন সহদেবের বয়স ২০।২১, বৎসর সহদেবের পিতাও তাহাই বলিয়াছেন; আমরা আসামীকে দেখিতেছি তাহার বয়স ২৬।২৭ এর কম নহে। সুতরাং আসামী যে সহদেব মণ্ডল নহেন তাহাতে আর কিছু মাত্র সন্দেহ নাই। কুমুদিনী স্পষ্ট স্বীকার করিয়াছেন যে ব্রাহ্মণ কুমার হইলেই তাঁহার আর কোন আপত্তি নাই, সুতরাং পঙ্কজ কুমার হউক আর না হউক যে কোন ব্রাহ্মণ কুমার হইলেই এ মোকদ্দমা টিকে না। মিছামিছি ব্রাহ্মণ সাজিবার কারণ কি? সহদেবের বাড়ীর অবস্থা ভাল, তাহার বাপ সুন্দর মেয়ে স্থির করিয়াছিলেন, সুতরাং কি জন্য সহদেব এই অদ্ভুত কার্য্য করিবেন; Life Insurance কোম্পানির নিকট যে দরখাস্ত করিয়াছেন তাহাতে বুঝা যায় যে ইনি পঙ্কজ। ইহাঁর আচার নিয়ম বরাবর ব্রাহ্মণের মত সুতরাং ইহাঁকে ব্রাহ্মণ নয় বলিবার কি কারণ আছে? বিশেষতঃ পঙ্কজ যদি আসিয়া উপস্থিত হইত তাহা হইলে বুঝা যাইত ইনি পঙ্কজ নহেন। যদি কোন সন্দেহ হয় যে আসামী পঙ্কজ হইলেও হইতে

পারে বা তাহার পরিচয় যদি ফরিয়াদী সন্তোষজনক রূপে প্রমাণ করিয়া না থাকেন তাহা হইলে আসামীর মুক্তি হওয়া উচিত।”

এইবার জজ সাহেব আসেসরদিগকে বুঝাইলেন যে তাঁহাদের যদি কিছুমাত্র সন্দেহ থাকে যে আসামী সহদেব মণ্ডল না হইয়া পঙ্কজ কিম্বা অন্য ব্রাহ্মণ হইতে পারে তাহা হইলে আসামীর খালাস হওয়া উচিত। আসামী কেন মিছামিছি ব্রাহ্মণ সাজিবে এসব তাঁহারা বিবেচনা করিয়া দেখিবেন। আসেসর মহোদয়েরা একবার পরামর্শ করিতে উঠিয়া গেলেন।

উকিল বাবুদের বক্তৃতা ও জজ সাহেবের উক্তি শুনিয়া উপস্থিত দর্শকমণ্ডলী বলাবলি করিতে লাগিল আসামী বোধ হয় খালাস পায়—সকলেরই মুখে ঘোর বিষাদের চিহ্ন। আসামী নিশ্চয়ই চাঁড়াল, পঙ্কজকুমারকে পাওয়া যাইতেছে না এই ছুতায় যদি আসামী ব্রাহ্মণের জাত মারিয়া খালাস পায় তাহা হইলে অবিচারের সীমা থাকিবে না। আমাদের পূর্ব্বপরিচিত অনিলবাবু এখন আদালত গৃহে আসিয়াছেন; তিনিও সকলের সহিত এই আশঙ্কা করিতেছেন। কেহ কেহ বলিতেছে এখনও যদি পঙ্কজকুমার আসিয়া উপস্থিত হইতেন; পুলিসে তাঁহার উপস্থিতির জন্য ঘোষণাপত্র বাহির করিয়াছেন তাহা দেখিয়া যদি তিনি উপস্থিত হইতেন তবে সকল দিক রক্ষা হয়। আসেসর মহোদয়গণ মত দিবার জন্য এজলাসে আসিতেছেন; ঠিক এই সময়ে সাক্ষীর স্থলে একজন উঠিয়া বলিল “আমিই পঙ্কজ কুমার”।

———

একবিংশ পরিচ্ছেদ।

সুন্দর দেবমূর্ত্তি, ঈষৎ শ্মশ্রু ও গুম্ফ বদনমণ্ডলের তপ্তকাঞ্চণ বর্ণ আরও উজ্জলতর করিয়াছে। সর্ব্বাঙ্গে গৈরিক বাস; এ সুন্দর কান্তি কোন কঠিন ব্রত অবলম্বন করিয়াছে বলিয়া সকলের সহানুভূতি আকর্ষণ করিতেছে। একজন কুরূপা যুবতী যদি বিধবা হয় তাহার জন্য বোধ হয় লোকের তত দুঃখ হয় না। কেন কুরূপার কি হৃদয় নাই? তাহার কি স্বামীর প্রতি স্নেহ ছিল না? আমার বোধ হয়—আমরা শোকার্ত্ত হৃদয় কতটা কষ্ট পাইতেছে তাহা মাপ করিয়া দুঃখ অনুভব করি না। সে আর কয়জনকে সুখে বঞ্চিত করিতেছে সেটাও আমাদের দুঃখের একটা মাপকাঠি। সুন্দর পুরুষ আর একজন সুন্দরীর কতই আনন্দ বর্দ্ধন করিতে পারিত এই আক্ষেপটা আমাদের মনে গূঢ়ভাবে অবস্থান করে। তাই কোন অপূর্ব্বসুন্দরী বিধবা হইলে যেন আমাদের দুঃখ বাড়িয়া উঠে; এই সুন্দর যুবা আর একজন রমণীর জন্ম সার্থক করিয়া প্রেম সাগরে ডুবাইতে পারিত ইহাই সকলের মনে উদয় হইতেছে। পঙ্কজ গৃহ হইতে বাহির হইয়া একেবারে রামকৃষ্ণ মিশনে যোগ দিলেন ও সেখানকার নিয়মানুসারে চিরকুমার ব্রত অবলম্বন করিলেন। সংবাদপত্রে পঙ্কজকুমারের নামে নোটিস্ বাহির হইয়াছে দেখিয়া তিনি গোপনে মোকদ্দমার দিন সিউড়ীতে আসিয়াছেন ও মোকদ্দমার কথা লোকের মুখে শুনিয়াছেন। অদ্য তিনি আদালতের এক পার্শ্বে বসিয়া খবর লইতেছেন; কে কে সাক্ষী দিতেছে তাহাও জিজ্ঞাসা করিতেছেন। সরকারী উকিলের মুহুরির নিকট সাক্ষীরা কি কি বলিতেছে ও মোকদ্দমার অবস্থা কি ও ফলাফলের

আশা কিরূপ তাহাও জানিতেছেন। যখন শুনিলেন মোকদ্দমা বোধ হয় টিকে না, পঙ্কজকুমার এখনও আসিলে সকল দিক রক্ষা হয় তখন তিনি সোজা আদালত গৃহে প্রবেশ করিয়া দুই একটী কথা জিজ্ঞাসা করিয়াই সাক্ষীর কাঠগড়ায় গিয়া উঠিলেন। আসামীর উকিল বলিয়া উঠিলেন—"I object to this interruption ; this is a novel procedure ; he should be asked to come down ." সরকারী উকিল বলিলেন- "We are all here for justice; if real Pankaj kumar appears my friend should have no ground for complaint." আসামীব উকিল বলিলেন "My client will be prejudiced it new evidence be admitted at this stage ; moreover I do not admit that this man is Pankaj kumar, son of Sarat Babu. শরৎবাবু পূর্ব্বদিন সাক্ষ্য দিয়া একেবারে চলিয়া যান নাই, তবে তিনি আজ আদালতে আসেন নাই ; তিনি ফলাফল শুনিবার জন্য উদগ্রীব হইয়া সহরের মধ্যেই বাস করিতেছেন। জজ সাহেব সরকারী উকিলকে বলিলেন "you must prove the identity of the witness before his deposition can be taken." সরকারী উকিল বলিলেন "হুজুর, শরৎবাবু বোধহয় এই সহরেই আছেন ; তাঁহাকে খুঁজিয়া আনিতে একটু সময় দেওয়া হউক।" আসামীর উকিল ঘোরতর আপত্তি করিতে লাগিলেন। পুনরায় জজ সাহেব বলিলেন "Will not that girl be able to identify him ?" সরকারী উকিল বলিলেন "হুজুর এ সাক্ষী যে সন্ন্যাসীর বেশ ধারণ করিয়াছে ইহাতে সেই বালিকা পাঁচবৎসর পরে একবার মাত্র দেখিয়া চিনিতে পারিবে কিনা সন্দেহ, যাহা হউক আমি তাহাকেই আনিতেছি।"

কুমুদিনী স্নেহলতা ও বিমলাকে লইয়া এক নিভৃত কক্ষে অবস্থান

করিতেছিলেন ; নিকটে গজানন পাহারা ছিলেন ; আবার চাপ্‌রাসী আসিয়া দূর হইতে বিমলার প্রয়োজনেব কথা জানাইলেন ; কুমুদিনী, স্নেহলতা ও বিমলা উঠিলেন, সঙ্গে সঙ্গে গজাননও যাইতেছেন, এমন সময় সরকারী উকিল তাঁহাকে আসিতে নিষেধ করিয়া পাঠাইলেন ; তিনি বলিলেন delicate questions উঠিবে এখন স্বামীর নিকটে না থাকাই ভাল।" গজানন প্রথমে চাপ্‌রাসীকে মারিতে উঠিল, যাহা হউক শীঘ্রই নিবৃত্ত হইল। পঙ্কজ কাঠগড়া হইতে নামিয়া নীচে দাঁড়াইয়া আছেন ; বিমলাকে একেবারে কাঠগোড়ায় তোলা হইল ; কিজন্য আবার সাক্ষ্য দিতে হইতেছে—তাহা তিনি শুনেন নাই। কাঠগড়ায় তুলিয়া হলপ দেওয়ার পর সরকারী উকিল তাঁহাকে পঙ্কজের দিকে চাহিতে বলিলেন। বিমলা অবগুণ্ঠনের ভিতর হইতে প্রথমে পঙ্কজের বেশভূষা ও মুখের দিকে চাহিতেছেন ; অমনিই সেই দৃষ্টি। বিমলার চিনিতে বাকি রহিল না ; মুহূর্ত্তমধ্যে তাঁহার হৃদয়ে ঝড় উঠিয়া গেল ; এই পঙ্কজ তাঁহার জন্য সন্ন্যাসব্রত গ্রহণ করিয়াছেন, বিমলা দৃষ্টিমাত্রেই মূর্চ্ছিতা হইলেন ; কুমুদিনী নিকটেই ছিলেন ; তিনি কাঁদিয়া বিমলাকে ধারণ করিলেন। পঙ্কজ যদি বিবাহ করিয়া সুখী হইত, তাহা হইলে বোধ হয় বিমলার হৃদয়ের ক্ষত স্থান এতদিন জোড়া লাগিয়া যাইত। যেদিন হইতে বিমলা শুনিয়াছিল যে পঙ্কজ তাঁহারই জন্য গৃহত্যাগ করিয়াছেন, "কাল" যতই তাঁহার ক্ষতপূরণ করিয়াছে পঙ্কজের "স্মৃতি" ততই সে ক্ষত জাগরূক রাখিয়াছে। তোমরা মনে করিতেছ বিমলা পাপীয়সী—গজাননের প্রতি চিত্ত অর্পণ করিলে নিশ্চয়ই সে এতদিন পঙ্কজকে ভুলিত। তোমরা যদি তাহাকে পাপিষ্ঠা বল আমি তোমাদের সহিত বিবাদ করিব না, কিন্তু তুমিও বোধহয় বিমলার অবস্থায় পড়িলে এই পাপকে যত্নের সহিত পালন করিতে। ক্রমে বিমলার চৈতন্যসঞ্চার

হইলে সরকারী উকিল তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন "ইহাঁকে জানেন ?" তখনও বিমলা সম্পূর্ণ সুস্থ হ'ন নাই, প্রায় নিদ্রারবশে উত্তর করিলেন "হাঁ"। সরকারী উকিল জিজ্ঞাসা করিলেন "ইনি কে ?"

উত্তর—পঙ্কজকুমার

আ উ। শরৎবাবুর পুত্র ?

উ। হাঁ।

আসামীর উকিল জেরা করিতে উঠিলেন ; জজ সাহেব বলিলেন "you will put questions to her mildly."

আ, উ। আপনি পঙ্কজকে কোথায় দেখিয়াছেন ?

উ। বালিকা বিদ্যালয়ে।

পাঠক হয়ত আশ্চর্য্য হইতেছেন এখন বিমলা কি করিয়া সহজে উত্তর দিতেছেন ; কিন্তু বিমলা এখন প্রায় বাহ্যজ্ঞান লুপ্ত, তিনি যে আদালতে সাক্ষ্য দিতেছেন তাহাও ভুলিয়া গিয়াছেন, তিনি যেন স্বপ্নে কাহারও সহিত কথা কহিতেছেন।

আ, উ। সেথানে পঙ্কজের সহিত কোথায় দেখা হইল ?

উ। জলখাবার ঘরের নিকট।

আ, উ। সেথানে কেবল দুজন ছিলেন ?

উ। আর উহার ভগ্নী ছিল ; রাধারাণী আমার সঙ্গে পড়িত। জজসাহেব বলিলেন "Please do not put any more questions to her."

আসামীর উকিল আর জিজ্ঞাসা করিতে পাইলেন না। তিনি যদি সমস্ত কথা বাহির করিতে পারিতেন তাহা হইলে আমরা শুনিতে পাইতাম :—যে দিন শরৎবাবু বিমলাকে দেখিয়া তাহার রূপের প্রশংসা করিলেন সেইদিনই রাধারাণী তাহার দাদার কাছে বলিয়াছিলেন "দাদা

বিমলা দেখিতে খুব সুন্দর; সে আমাদের সঙ্গে পড়ে, তুমি তাকে দেখ্‌বে?" দাদা বল্‌লেন "তুই তাকে দেখাতে পারিস্?" রাধারাণী বলিলেন "তুমি আমাদের স্কুলে যেও আমি তোমাকে দেখাব।" পঙ্কজ স্কুলে যাইতেই বিমলার হাত ধরিয়া রাধারাণী জল খাবার ঘরে লইয়া তাহাকে দেখাইয়াছিল। তাহার পর যাহা হইয়াছিল তাহা আমরা জানি।

বিমলার শেষ উত্তরটি বলিবার সময়ে যদি কেহ পঙ্কজের মুখের দিকে চাহিত তাহা হইলে দেখিত সেখানে কত হর্ষ ও বিষাদ বিরাজ করিতেছে। পঙ্কজ রামকৃষ্ণ মিশনে চিত্তসংযম অভ্যাস করিয়াছেন বলিয়া এখনও ধৈর্য্য রক্ষা করিয়াছেন। জজ সাহেব আসেসর মহোদয়দের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেছেন, এমন সময় শরৎবাবু আদালতে উপস্থিত হইয়াই পঙ্কজ কুমারকে ক্রোড়ে লইলেন। পঙ্কজ কুমার এজাহারে সহদেবের পরিচয় দিলেন, সহদেব অধোবদন হইলেন। শরৎবাবু আবার এজাহার দিলেন, ঠিক সেই সময়ে ভূধর আসিয়া উপস্থিত হইলেন; রতিকান্ত তাঁহাকে পূর্ব্বদিন টেলিগ্রাম করিয়াছিল। ভূধর হোটেলের ব্যাপার বর্ণন করিলেন। আসেসরগণ দোষী মত দিলেন। জজ সাহেব তিন বৎসর সশ্রম কারাবাসের দণ্ড দিলেন। দর্শকবৃন্দ সকলেই আনন্দধ্বনি করিয়া উঠিল।

দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ।

এইবার অনিলকুমার বাবুর কার্য্য আরম্ভ হইল, তিনি অবিলম্বে হরিপুর গ্রামে গেলেন ও গ্রামবাসীদের বাড়ী বাড়ী গিয়া জাতে তুলিবার কথা উত্থাপন করিলেন। সহদেব যে চাঁড়াল তাহা আদালতে প্রমাণ হইয়া গিয়াছে, গ্রামবাসীরা প্রায় সকলেই বলিল চাঁড়ালের ঘরে মেয়ে দিয়াছে তাহাকে আবার জাতে লইব কি? দুই একজন বলিল যদি মেয়েটাকে বাহির করিয়া দেয় তাহা হইলে কুমুদিনীর উপায় করা যাইতে পারে। অনিলকুমার সকলকেই বুঝাইতে চেষ্টা করিলেন যে শাস্ত্রে কখনই এরূপ অন্যায় প্রতিকারবিহীন থাকিতে পারে না, নিশ্চয় কোন প্রায়শ্চিত্ত করিলে উহাদিগকে সমাজে লওয়া যাইতে পারে, তাঁহারা অনুমতি করিলে তিনি শাস্ত্রের ব্যবস্থার জন্য চেষ্টা করিতে পারেন। কেহ কেহ বলিলেন "দেখুন।" অনিলকুমার সিউড়ি প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন ও প্রথমে স্থানীয় পণ্ডিতমণ্ডলীর ব্যবস্থা লইলেন, তাঁহারা কুমুদিনীর সম্বন্ধে প্রায়শ্চিত্ত অন্তে সমাজে উঠিবার ব্যবস্থা দিলেন। অনিলকুমার তাহাতে সন্তুষ্ট না হইয়া ভাটপাড়ার বড় পণ্ডিত মহামহোপাধ্যায় হরনাথ ন্যায়রত্নের নিকট গেলেন, তাঁহার নিকট ব্যবস্থা প্রার্থনা করিলেন ও কিঞ্চিৎ দর্শনী দিলেন। ইনিও কুমুদিনী সম্বন্ধে ব্যবস্থা দিলেন কিন্তু স্নেহলতা সম্বন্ধে কোন ব্যবস্থা দিলেন না। ভাটপাড়ার বড় পণ্ডিত বলিয়া অনিলকুমারের বিশেষ শ্রদ্ধা ছিল। তাঁহার বিশ্বাস ছিল যে বুঝাইয়া বলিলে মহামহোপাধ্যায় নিশ্চয়ই বুঝিতে পারেন। অনিলকুমার বলিলেন "আপনি কন্যা সম্বন্ধে ত কোন ব্যবস্থা দিলেন না?"

মহামহোপাধ্যায়। যাহা দিয়াছি তাহাতে যতদূর হয়।

অনিল। আপনি যাহা দিয়াছেন তাহার জন্য আমার এতদূর আসিবার প্রয়োজন ছিল না।

মহা। যাহা শাস্ত্রে আছে তাহার বেশী আমি কোথায় পাইব?

অনিল। শাস্ত্রে কি এই আছে যে জাল করিয়া দান গ্রহণ করিলে সেই দানে অধিকার হয়?

মহা. "তুভ্যং সম্প্রদদে" মানে তোমাকে দান করিলাম অতএব যাহাকে সম্বোধন করিয়া দান করা হইবে সেই অধিকারী হইবে।

অনিল। তাহা হইলে বলুন আর সব শাস্ত্রগুলা বাজে ও অনর্থক।

মহা। কোনটাই অনর্থক নহে।

অনিল। তুভ্যং এই শব্দের পূর্ব্বে তাহার তিন পুরুষের নাম উল্লেখ করিয়া দান গৃহীতার যে বিবরণ দেওয়া হয়—সেটাও তবে বাজে নয়?

মহা। নিশ্চয়ই নয়; সেটাই হ'ল পরিচয়।

অনিল। যদি পরিচয়টা জ্ঞানকৃত মিথ্যা হয় তাহা হইলে কি করিয়া দান হইতে পারে? মনে করুন এক ব্যক্তি কোন অন্ধের নিকট গিয়া তাহার দৌহিত্র বলিয়া পরিচয় দিয়া একটি মহালের দানপত্র হস্তগত করিল। সেই দানপত্রের বলে সেই জমি কি সেই প্রতারকের হইবে?

মহা। তোমাদের ইংরাজি আইন এখানে চলিবে না।

অনিল। হিন্দু শাস্ত্র কি এমনিই অন্ধ যে প্রতারণারও কোন উপায় নাই? এখানে কুশণ্ডিকা হয় নাই; কুশণ্ডিকা না হইলে বিবাহ কি করিয়া সিদ্ধ হয়?

মহা। পাত্র ত ব্রাহ্মণ নহে, তাহার কুশণ্ডিকার দরকার নাই।

অনিল। তাহা হইলে আপনার মতে "তুভ্যং সম্প্রদদে" মন্ত্র উচ্চারণ

হইয়া গেলেই বিবাহ হইয়া গেল, জাতি বিচারের কোন আবশ্যক নাই। আমি মানিয়া লইলাম ইহাই শাস্ত্র, কিন্তু একটা কথা আমাকে বুঝাইয়া বলিতে পারেন? এই যে অসবর্ণ বিবাহের একটা আইন হইবার কথা হইতেছে—তাহাতে আপনারা কেন ঘোর আপত্তি করিতেছেন? সেখানে ত এরূপ জাল জুয়াচুরীর কথা নাই। বরকন্যা প্রকৃত পরিচয়ে বিবাহ করিবে, তাহা হইলে বলুন এরূপ আইনের কোন দরকার নাই তাহা হিন্দু শাস্ত্রানুমোদিত?

মহা। ওটা কিহে তোমরা ছেলে মানুষ বোঝ না।

অনিল। অনুগ্রহ করিয়া একটু বুঝাইয়া বলুন, আমি অনেকদূর হইতে আসিয়াছি।

মহা। অসবর্ণ বিবাহ কলিতে চলিত নাই।

অনিল। আমি যে জন্য ব্যবস্থা লইতে আসিয়াছি সেই বিবাহ কেন সিদ্ধ হইবে?

মহা। সে বিবাহও সিদ্ধ হইবে না, তবে কন্যার আর বিবাহ হইবে না।

অনিল। কেন হইবে না? বিবাহ যদি অসিদ্ধ হইল তাহা হইলে কেন বিবাহ হইবে না?

মহা। একবার সম্প্রদান করিলে তাহা পুনরায় সম্প্রদান করা হয় না।

অনিল। যদি বিবাহ সিদ্ধ না হয়—তাহা হইলে সম্প্রদানও হয় নাই; কন্যাদান ধর্ম্ম সঙ্গত হইলেই বিবাহ হইতে পারে।

মহা। নমঃশূদ্রের সহিত কন্যার যে ঘনিষ্ট সংসর্গ দোষ হইয়াছে তজ্জন্য তাহার বিবাহ হওয়া উচিত নয়।

অনিল। অন্য কোন সংসর্গ হয় নাই; সংসর্গের মধ্যে কিছুক্ষণ

তাহাকে ভ্রম করিয়া স্বামী বলিয়া চিন্তা করা ; ইহা এমন কি গুরুতর অপরাধ যে শাস্ত্রে ইহার প্রায়শ্চিত্ত নাই, এই যদি হিন্দু শাস্ত্র হয়,— তাহা হইলে শীঘ্রই সমস্ত হিন্দু শাস্ত্র রসাতলে যাউক।

এই বলিয়া অনিল চলিয়া গেলেন। তিনি একবার ভাটপাড়ার অন্য অন্য পণ্ডিতদিগের নিকট গেলেন ; তাঁহারা মহামহোপাধ্যায়ের ব্যবস্থা দেখিয়া তাহার উপর কিছুই কবিতে চাহিলেন না। অনিলের ইচ্ছা হইল একবার নবদ্বীপে চেষ্টা করেন, কিন্তু বিশেষ বিবেচনা করিয়া আর সেখানে হঠাৎ যাইতে চাহিলেন না। তিনি স্থির করিলেন কোন বিশিষ্ট লোকেব সাহায্য লইয়া তবে নবদ্বীপ যাইবেন এবং সে যাত্রা বীরভূম ফিরিয়া আসিলেন।

ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ।

দায়রায় বিচার হইয়া যাওয়ার পর কুমুদিনীর কি হইল আমরা একবার দেখিয়া আসি। পূর্ব্বে নিমন্ত্রণ কুমুদিনীর নিমন্ত্রণ হইত না মাত্র। কিন্তু তিনি সকলের বাড়ী যাতায়াত করিতেন। গ্রামের আর আর সকলেও তাঁহার নিকট আসিতেন, বসিতেন, হাস্যোল্লাস লইতেন, কিন্তু এই মোকদ্দমা হইয়া যাওয়ার পর কেহ আর তাঁহার বাড়ী মাড়াইল না, কেহ কেহ আসিয়া উপদেশ দিল এখনও তিনি কেন মেয়েটাকে বাড়ীতে রাখিয়াছেন, উপেন মাসিক সাহায্য বন্ধ করিয়াছেন, নগদ টাকা কোথাও হইতে আসে না, ভাগীদারের ধান কিঞ্চিৎ পাওয়া যায় তাহাতে অতিকষ্টে ভাতের চাউলটা হয়; বাকী কাপড় চোপড়, তেল, নুন্ কোথা হইতে হয়, ক্রমে কুমুদিনীর তেল, নুন্ কিনিবার পয়সা ফুরাইল, তিনি ঠাকুরপোকে মাসিক সাহায্য পাঠাইবার জন্য লিখিয়াছেন, বিশ্বাস উপেন শীঘ্রই টাকা পাঠাইবে; পড়সী সরোজিনীর মায়ের বাড়ী কুমুদিনী তেল ধার করিতে গেলেন, পাড়াগাঁয়ে যে এটা খুব চলে তাহা বোধ হয় সকলেই জানেন, সব সময়ে তরকারী না রাঁধিলেও চলে, কাহারও কুটুম্ব আসিলে, এক-বাড়ীর ঝোল, একবাড়ীর ডাল, একবাড়ীর ভাজা, আনিয়া কুটুম্বের প্রচুর অভ্যর্থনা হইয়া গেল। কুমুদিনী তেল ধার করিতে গেলেন; উপেনের টাকা পঁহুছিলেই ধার শোধ করিয়া দিবেন। সরোজিনীর মা বলিলেন "দিদি তেল নাই"। কুমুদিনী দেখিতে পাইতেছেন ভাঁড়ে অনেক তেল আছে; তিনি আশ্চর্য্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "সে

কিলো ! মিছে কথা বলিস্ কেন ?” সরোজিনীর মা তখন বলিয়া ফেলিলেন “দিদি তেল ত আছে কিন্তু তোর কাছে তেল নিয়ে আমরা কি করে ঘরে তুলব ? তাই বল্‌’ছিলাম, অম্‌নি একটু দিয়ে যা” । কুমুদিনী আর মুহূর্ত্ত মাত্র অপেক্ষা না করিয়া বাটী ফিরিলেন ; সে দিনকার মত সিদ্ধই আহার হইল। পরদিন হইতে চাউলের কিছু অংশ বিক্রয় করিয়া তাহা হইতেই তেল নুনের যোগাড় করিলেন ; কিন্তু ভরসা করিয়া আর কুমুদিনী পেট ভরিয়া খাইতে পারিলেন না। বৎসরের শেষে তাহা হইলে চাউল কম পড়িয়া যাইবে। নরেন ও স্নেহকে কম করিয়া দিতে পারেন না, সুতরাং নিজের আহার কিছু কিছু কম করিয়া তেল নুনের যোগাড় হইতে লাগিল। কিছুদিন পরে অনিলবাবু আবার নবদ্বীপের ব্যবস্থার জন্য উদ্যোগ করিয়া হরিহরপুরে কুমুদিনীর অবস্থা দেখিতে আসিলেন। শুনিলেন গ্রামের লোকে আর তাঁহার বাড়ী যাতায়াতও করে না ; অনিলের তীক্ষ্ণ বুদ্ধিতে বুঝিতে পারিল যে এ অবস্থায় কোন অভাব পড়িলে আর কোথাও হইতে সাহায্য হইবে না। তিনি অতি করুণভাবে তাঁহার আর্থিক অবস্থা জানিতে চাহিলেন ও যদি কোন সাহায্য দরকার হয় তাহার বিষয় জ্ঞাপন করিলেন। কুমুদিনী ভবতারণ মুখোপাধ্যায়ের পুত্রবধূ, হারেশের স্ত্রী ; এ পর্য্যন্ত দান গ্রহণ করেন নাই। নিঃসম্পর্কীয় ব্যক্তির দান গ্রহণের পূর্ব্বে তাঁহার মৃত্যুই শ্রেয় তাহাই মনে মনে করিতে লাগিলেন এবং অনিলবাবুকে বলিলেন “আমার কোন দরকার নাই ; আপনি অনুগ্রহ করিয়া আমাদের জাত রক্ষার ব্যবস্থা করুন ; জাত গিয়া আমাদের বাঁচিয়া লাভ কি ?” অনিলবাবু বলিলেন, তিনি শীঘ্রই ব্যবস্থার জন্য নবদ্বীপ যাইতেছেন। অনিলবাবু একজন মহাশয় ব্যক্তির সাহায্য লইয়া নবদ্বীপের ব্যবস্থা লইতে অগ্রসর হইলেন।

নবদ্বীপ অনিলবাবুর মান ও নবদ্বীপের নাম রক্ষা করিল। যে শাস্ত্র যুক্তি ও বিচারের ধার ধারে না তাহা শাস্ত্রই নহে। এই যে হিন্দুশাস্ত্র এতদিন ধরিয়া অক্ষুণ্ণ হইয়া আছে তাহাতে এত বড় অবিচার থাকিতে পারে না। যে শাস্ত্রের মধ্যে ভাটপাড়ার পণ্ডিতরা স্নেহলতার উপায় খুঁজিয়া পান নাই নবদ্বীপে সেই হিন্দুশাস্ত্র মধ্যেই স্নেহলতার উপায় মিলিল। নবদ্বীপের বড় পণ্ডিত মহামহোপাধ্যায় কাশীশ্বর তর্কচূড়ামণি ব্যবস্থা দিলেন যে বিবাহ অসিদ্ধ; প্রায়শ্চিত্তান্তে পুনরায় কন্যার বিবাহ হইতে পারে; অনিলবাবু হৃষ্টচিত্তে ব্যবস্থা লইয়া বাটী ফিরিলেন ও সেই প্রবীণ উকিলবাবুর নিকট চেষ্টার সফলতা জ্ঞাপন করিলেন, কিন্তু তিনি বলিলেন "ওহে অত সোজা মনে কোরো না, ব্যবস্থা এলেই কি কাজ হলো? একি আদালতের ডিক্রী যে কেউ আর ওজর কর্‌বে না?"

অনিলবাবু বলিলেন "কেন? এখন আপত্তি করিলে গ্রামের লোকের নিতান্ত অন্যায় হইবে।" উকিলবাবু বলিলেন "এখন বাড়ী বাড়ী গিয়া লোকের খোসামোদ কর, যদি ২।১ ঘর তোমার বাধ্য করিতে পার তাহা হইলেও জানিবে তোমার কার্য্য সিদ্ধ হইল।" অনিলবাবু বুঝিলেন ও পূজার ছুটীতে কিছু করিবার মতলব করিয়া রাখিলেন।

চতুর্বিংশ পরিচ্ছেদ।

প্রত্যহ আহার কম করিতে করিতে কুমুদিনীর শরীর কিছু দুর্ব্বল হইয়া পড়িল। দুর্ব্বলের বিপদ সর্ব্বত্রই; রোগও দুর্ব্বলের কাছে সহজে অগ্রসর হয়। কুমুদিনী পীড়িতা হইলেন, প্রত্যহ জ্বর আসিতে লাগিল। বাড়ীতে নরেন ও স্নেহলতা। ঘরে পয়সা নাই যে চিকিৎসা হয় বা সুপথ্য যোগাড় করিয়া আনা হয়; কুমুদিনী অসুখের জন্য কিছুমাত্র চিন্তিতা নহেন; একটু সুস্থবোধ করিলেই ভাত খা'ন আর দ্বিগুণ জোরে জ্বর আসে, ক্রমে তাঁহার উত্থানশক্তি রহিত হইল, এদিকে ভাদ্র মাস চলিতেছে; চাষিরা শরৎকালের কতই প্রশংসা করে, আমার বোধ হয় প্রশংসাটা কিছুদিন মুলতুবি রাখিলে ভাল হয়; সেই ঘরে ঘরে জ্বর, লেপ চাপা দেওয়া, গাত্রজালায় ছটফট, পিপাসায় চীৎকার মনে পড়ে; যিনি বাড়ীর কর্ত্তা তিনি রোগীর ঔষধ কে আনিবে, ডাক্তার কে ডাকিবে, পথ্য কে যোগাইবে চিন্তা করিতেই ব্যস্ত; শরতের নির্ম্মল চাঁদ কবে উঠিল উপর দিয়া চোক করিয়া চাহিবার সাবকাশ নাই। যিনি গৃহিণী তিনি ভাবিতেছেন সব লোকেই জ্বরে পড়ে, তাঁহার সংসারের কাজই বা কে করে, রাঁধেই বা কে, আর রোগীদের শুশ্রূষাই বা কে করে? এদিকে সরোবরে জল টল টল করিতেছে, কিন্তু স্নানের সঙ্গে সম্পর্ক নাই সরোবর তীরে যায় কে? পদ্ম ফুটিয়া আছে কিন্তু কুইনাইন্ মিক্শ্চারের তীব্র আস্বাদে পদ্মের শোভা কোন ছার, ষোড়শী গৃহিণীর শোভা পর্য্যন্ত শুকাইয়া যায়।

শরৎ কালে মা আসিতেছেন বলিয়া বড়ই আনন্দ হইবার কথা;

যাহার পয়সা নাই সে মনে করিতেছে পয়সা হইলেই পূজা আনিবে আর যে পূজা আনিয়াছে সে ভাবিতেছে কে ভোগ রাঁধিবে, কে পূজার উদ্যোগ করিবে, আর ব্রাহ্মণ ভোজনের সময় কয়জন দেখা যাইবে। পৃথিবীর শোভায় ত আর শরৎকালে লোকের মন ওঠে না, তাই সরকার বাহাদুর আনন্দ করিবার একটা উপায় করিয়া দিয়াছেন। বাঙ্গলায় ম্যালেরিয়ার রাজ্যে একটা পূজার ছুটী করিয়া দিয়াছেন যে তাহারই জন্য লোকে শরৎ-কালের আগমনে নাচিতে থাকে। যাহার কোন আফিসে চাকুরি বা পেষা নাই সেও মামলা মোকদ্দমায় হাজির হইতে হইবে না এই ছুটীতেই আনন্দিত।

কিন্তু ছুটী পর্য্যন্ত পহুঁছিতে পারিলে হয়। কুমুদিনী অনিল বাবুর পত্র পাইয়া প্রাণ ধরিয়া বসিয়া আছেন যে ছুটীটা আসিলে তাঁহাদের একটা গতি হইতে পারে। ঔষধ নাই, পথ্য নাই, তাঁহার বল দিন দিন কমিতে লাগিল তাহার পর সময় গুণে নরেন পীড়িত হইল; স্নেহলতা প্রাণপণে উভয়ের শুশ্রূষা করিতেছেন; পাড়ার কেহ অনুগ্রহ করিয়া বেড়াইতে আসিলে কুমুদিনী তাহাকে জোড় হাত করিয়া নরেনের জন্য দুটী কুইনাই-নের বড়ী আনিতে বলেন, নূতন জ্বর, একেবারে কুইনাইন আনিবে কেন? এদিকে অত্যধিক কষ্ট, রাত্রি জাগরণ ও জল হাওয়ার গুণে স্নেহলতারও জ্বর হইল। যে সময় স্নেহলতার ও নরেনের জ্বর আসে সে সময় কে কাহার মুখে জল দেয় ঠিক থাকে না। সকলেরই জ্বর হইয়াছে শুনিয়া পাড়ার দুই একজন এখন উঠানে দাঁড়াইয়া তত্ত্বতল্লাস লইতেছেন। সরোজিনীর মা আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন, ঠিক সেই সময়ে স্নেহ "জল, জল" করিয়া চীৎকার করিতেছে, ওদিকে নরেন জ্বরের জ্বালায় ছট্‌ফট্‌ করিতেছে, কুমুদিনী উঠিতে চেষ্টা করিয়াও পারিতেছেন না; তখন অতি ক্ষীণ স্বরে কুমুদিনী সরোজিনীর মাকে বলিলেন, "দিদি, মেয়েটাকে একটু জল দে

ভাই।” সরোজিনীর মা অতিশয় দুঃখিতা হইয়া উত্তর দিলেন, “দিদি আমাকে কি বল্‌তে হ’ত? আমি তোদের ঘরে ঢুকে এ অবেলাতে স্নান কর্‌তে পারবো না।” এই কথা শুনিবামাত্র কুমুদিনী জোর করিয়া উঠিয়া বসিলেন ও শয্যা হইতে নামিয়া জল আনিবার জন্য অগ্রসর হইলেন, কিন্তু তৎক্ষণাৎ অন্ধকার দেখিয়া পড়িয়া গেলেন; স্নেহ ও নরেন “মায়ের কি হ’ল” বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিলেন। সরোজিনীর মা “মুখে চোখে জল দে” বলিয়া তাহাদিগকে উপদেশ দিয়া প্রস্থান করিলেন।

পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ।

কুমুদিনীর জ্বরত্যাগ হইয়াছে, নরেনেরও জ্বর বন্ধ হইয়াছে কিন্তু স্নেহ-লতার জ্বর এখন আর ছাড়ে না। জ্বরের প্রখরতা দিন দিন বৃদ্ধি পাই-তেছে। এখন স্নেহলতা সময় সময় ভুল বকিতেছেন, এবং এখন গ্রাম-বাসীরা মাঝে মাঝে শুনাইয়া যাইতেছেন "আহা, ওর গেলেই ভাল।" স্নেহলতা এতগুলি শুভাকাঙ্ক্ষীর ইচ্ছা কি করিয়া অমান্য করেন। স্নেহ-লতারও এখন জ্ঞান হইয়াছে, তাহার নিজের অবস্থা বোধ হইয়াছে। সকালবেলা একটু ভাল আছেন, কুমুদিনী বসিয়া কাঁদিতেছেন, স্নেহ জিজ্ঞাসা করিতেছেন, "মা, তুমি কাঁদ্‌চ কেন।" কুমুদিনী উত্তর করিল, "মা তুই কেমন হয়ে যাচ্ছিস্‌, তোকে দেখে না কেঁদে কি করে থাকি বল্‌?" স্নেহ এখনও মায়ের মনে ব্যথা দিতে চাহেন না, বলিলেন; "মা তুমি ভেব না, আমি ভাল হব।" কুমুদিনী মনে করিলেন স্নেহের মরিতে ইচ্ছা নাই তাই তিনি দ্বিগুণ কাতরতার সহিত বলিলেন, "মা তুই আমার ঘরে এসেছিলি বলে তোকে বাঁচাতে পারলাম না, মা তোর চিকিৎসা করাতে পার্‌লাম না।" স্নেহ আর সহ্য কর্‌তে পারলেন না, তিনি বলিলেন, "মা, আর চিকিৎসা করে কি হবে? এ পোড়া জীবন বাঁচিয়ে আর লাভ কি? গেলেই ত ভাল।" কুমুদিনী আরও কাঁদিয়া উঠিলেন; মনে হইল, ওপাড়ার জগদীশ বাঁড়ুজ্জে মহাশয় ভাল হাত দেখিতে জানেন ও অনেক রকম মুষ্টিযোগ জানেন; তিনি দেখিলে ছিনু এখনও বাঁচিতে পারে। সেই দুর্ব্বল শরীরে কোন উপায়ে বাঁড়ুজ্জে মহাশয়ের নিকট গিয়া একটি বার ছিনুর হাত দেখিতে অনুরোধ করিলেন, বলিলেন, "কাকা,

আপনি একবার দেখ্‌লে বোধ হয় ছিনু আমার বাঁচবে।" জগদীশ উত্তর করিলেন, "একবার আমি তোমার ছিনুর জন্য যে বিপদে পড়েছিলাম, গোবর খেয়ে তবে উদ্ধার পাই, আর আমাকে বলো না।" কুমুদিনী তথাপি বলিলেন, "কাকা, তোমরা থাকতে ছিনু আমার মারা যাবে?" তখন বাঁড়ুজ্যে মহাশয় উত্তর করিলেন, "পরমায়ু থাকে ত বেঁচে উঠবেই; আর যদি নাই বাঁচে তাই বা দুঃখ কিসের?" তখন কুমুদিনী কাঁদিয়া উঠিলেন ও বলিতে লাগিলেন, "সবাই ওই কথা বলে"। ক্রমে জ্বর বৃদ্ধির সময় আসিল, কুমুদিনী অন্য ঔষধ না পাইয়া হরিতলার মাটি স্নেহর বুকে ও কপালে দিতেছেন; ক্রমশ: স্নেহ ভুল বলিতে আরম্ভ করিলেন। নরেন নিদ্রিত, কুমুদিনী একাকিনী স্নেহর পার্শ্বে বসিয়া আছেন, স্নেহ বলিতেছেন, "মা তোর জামাইকে পূজোয় আন্‌বি না?"

কুমু। কোন্ জামাই?

স্নেহ। কেন, নূতন জামাই।

কুমু। না মা তার নাম করতে হয় না।

স্নেহ। সে আমাকে কত ভালবাসে।

কুমু। ছিঃ! তার নাম করো না।

স্নেহ। তা হলে তোর জামাইয়ের সঙ্গে আমি চলে যাব।

কুমু। সে যে চাঁড়াল, তার সঙ্গে তোমার বিয়ে হয় নাই তারপর—

"হ্যাঁ মা, ঐ সে আস্‌ছে; আমাকে ধরতে আস্‌চে, আমি যাব না, যাব না, আমাকে ধর ধর; ওকে তাড়িয়ে দাও" এই বলিয়া স্নেহের সংজ্ঞা লোপ হইল।

রাত্রি তখন ভোর হইয়াছে, নরেন উঠিল, ক্রমে দেখিলেন স্নেহর অঙ্গ শীতল হইয়া আসিতেছে। বড় বেশী বিলম্ব নাই দেখিয়া কুমুদিনী নরেনকে পাড়ার কয়েকটি ছোঁড়াকে ডাকিয়া আনিতে বলিলেন এবং

নরেন তাহাদের ডাকিয়া আনিলেন ; সকলে পঁহুছিলে কুমুদিনী তাহাদিগকে বলিলেন, "বাবা ছিনুর শেষ হয়ে এসেছে, তোমরা থাকতে ঘরের ভিতর মরবে? ওত বামুনের মেয়ে ; তোমরা কত শূদ্দুরের গতি কর, এরও গতি তোমরা কর বাবা !" ছোক্‌রারা বলিল "হাঁ, আমরা করিব, আমরা আসিতেছি" এই বলিয়া তাহারা চলিয়া গেল ও ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের পরামর্শ লইল, ভট্চায্‌ মহাশয় বলিলেন, "তোমরা যদি ঐ মড়া স্পর্শ কর তাহা হইলে তোমরাও একঘরে হইবে।" ছোক্‌রারা আর অগ্রসর হইল না।

এই স্নেহের চরম সময় উপস্থিত ; নির্ব্বাণোন্মুখ প্রদীপের মত স্নেহের একটু জীবনের লক্ষণ দেখা দিল ও একটু চৈতন্য সঞ্চার হইল। কুমুদিনী কাঁদিয়া বলিলেন, "মা তুই জন্মের মত চললি, তোকে একদিন সুখে রাখ্‌তে পারিনি, চিরদুঃখে কাটাইলি"। স্নেহ অতি মৃদুস্বরে বলিলেন "মা, আমাকে আশীর্ব্বাদ কর যেন আর হিঁদুর ঘরের মেয়ে হয়ে জন্ম না হয়"। আবার ধীরে ধীরে বলিতে লাগিলেন "আমাদের লইয়া তোমার কত কষ্টই না গেল, আমাদের জন্য কাকারা বাবাকে পৃথক করে দিলেন, বাবা আমাদের জন্য ভেবে ভেবে মরে গেলেন ; আমাদের জন্যে বাড়ী ঘর-দোয়ার সর্ব্বস্ব গেল ; আমার জন্যে তোমার জাত গেল ; আমার জন্যে তোমাদের আদালতে যেতে হল ; আমার জন্যে আজ দিদির দুর্গতির সীমা নাই, আমার জন্যে আজ খেতে পাচ্ছ না, রোগ হইলে ওষুধ পাচ্ছ না ; পথ্যি পাচ্ছ না ; আর কি হবে!" এত দূর বলিতে বলিতেই স্নেহের শক্তি শেষ হইয়া আসিল ; একটু পরে জড় জড় স্বরে কেবল বলিলেন, "জন্মে জন্মে যেন তোমার মত মা পাই।" ক্রমে সব ফুরাইল, স্নেহের প্রাণবায়ু বাহির হইল।

ষড়বিংশ পরিচ্ছেদ।

কুমুদিনী চীৎকার করিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। পাড়ার লোকে বুঝিল স্নেহলতার শেষ হইয়াছে, সকলেই একে একে দেখা দিল এবং কুমুদিনীকে সান্ত্বনা দিল, "তাহার ভালই হইয়াছে; সে ত মরে নাই, বাঁচিয়াছে।" কুমুদিনী সে সান্ত্বনা মানিল না; তাঁহার কান্না সকলের কথায় যেন বাড়িয়া চলিল। একে একে প্রতিবাসিনীরা সকলে চলিয়া গেল। সকাল হইতে ক্রমে বিকাল হইল এখনও শব বাহির করিবার ব্যবস্থা হইল না। কেহ কেহ আসিয়া কুমুদিনীর চৈতন্য সঞ্চার করিয়া দিল যে শীঘ্র শব বাহির করা উচিত। কিন্তু মড়া কে লইয়া যাইবে? তখন বন্যার জলে সমস্ত দেশ প্লাবিত; শ্মশান ঘাটে যাইতে হইলে মৃতকে নৌকায় করিয়া লইয়া গিয়া শ্মশান স্থানে দাহ করিতে হয়। কুমুদিনী আবার কতই সকলের অনুরোধ করিলেন, কেহই আসিল না বরং কেহ কেহ বলিল, "ওতো মরিয়া গিয়াছে, দুজন চাঁড়াল ডাকিলেই উহাকে ফেলিয়া দেওয়া যায়"। কুমুদিনা শুনিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন, "আমার প্রাণ থাক্‌তে আমি তা পার্‌ব না"। সুতরাং আরও বিলম্ব হইতে লাগিল। শীঘ্রই সন্ধ্যা উপস্থিত হইবে তখন আর কোন উপায় থাকিবে না। পাড়ার লোকে কুমুদিনীর উপর যারপর নাই অসন্তুষ্ট হইয়াছেন। কেহ বলিতেছেন "মাগী আমাদের জ্বালিয়ে খেলে" আর একজন বলিতেছেন "হরিশ মুখুজ্জে আচ্ছা বৌ বিয়ে ক'রে এনেছিল, তা'র মেয়ের জন্য আমাদের দেশের লোকের জাত্‌ থাকা ভার; আবার যদি মেয়েটা ম'ল ত মাগী ফেল্‌তে দেবে না; রাত্‌ লাগ্‌লেই পেত্নী হয়ে বেরুবে, আমাদের

ঘরে থাকা ভার হ'বে।" পাড়ার লোকের কথা শুনিয়া কুমুদিনী নরেনকে বলিল, "বাবা ধরত আমরাই নিয়ে যাই।" নরেন বলিল "মা তুমি নড়্‌তে পাচ্ছনা, তুমি এসো না, আমি দেখি।" কুমুদিনী সে কথা শুনিলেন না, তিনি শব উঠাইতে গেলেন; একে দুর্ব্বল শরীর, তাহাতে মায়ের পক্ষে সন্তানের শব বহন করা অতি দুঃসাধ্য কার্য্য; কুমুদিনী স্নেহর মুখ অবলোকন করিয়াই মাথা ঘুরিয়া পড়িয়া গেলেন। গ্রামস্থ লোকে দুইজন চাঁড়াল ডাকিয়া নিকটেই রাখিয়াছিল। কুমুদিনীর তদবস্থা দেখিয়া তাঁহারা চাঁড়ালদের ইসারা করিলেন, আর তাহারা শব উঠাইয়া লইয়া গেল। পথের মধ্যে যাইতে যাইতে তাহারা বলিল, "ছুঁড়িটা বাঁচ্‌লে আমাদের জাতের একটা সুন্দর মেয়ে হ'ত।" পরে তাহারা স্নেহলতার শব স্রোতের জলে ফেলিয়া দিল। এইরূপে ভবতারণ মুখোপাধ্যায়ের পৌত্রী ও হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের কন্যার সৎকার সম্পন্ন হইল।

সমাপ্ত।

উপসংহার।

বিমলার কি হইল পাঠকের জানিবার ইচ্ছা হইতে পারে। তাঁহার প্রতি শ্বাশুড়ীর যেটুকু অনুগ্রহ ছিল তাহাও গেল। তিনি পঙ্কজের সহিত তাঁহার পুত্রবধুর আচরণ জ্ঞাত হইয়া তাহাকে চক্ষে বিষ দেখিতে লাগিলেন। গজাননের দৌরাত্ম্য ও শ্বাশুড়ীর অত্যাচার ক্রমে বিমলার অসহ্য হইল ও তিনি একদিন কেরোসিন তৈল সংযোগে নারীজীবনের অন্ত করিলেন। আর আমাদের গল্পের বিশেষ কিছু নাই। স্নেহের মৃত্যুর কিছুদিন পরেই অনিলবাবু গ্রামে উপস্থিত হইয়া নবদ্বীপের ব্যবস্থামতে কুমুদিনীর ও নরেনের প্রায়শ্চিত্ত করাইলেন ও গ্রামবাসীরা তাহাদের গ্রহণ করিল। নরেন আবার সরলার বাড়ী গেলেন; সময় মত উপস্থিত হইয়া ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা দিলেন ও ২০৲ টাকা বৃত্তি পাইলেন। এখন আর কুমুদিনীর অর্থকষ্ট নাই। আমরা যদি আর কিছু দিন বাঁচিয়া থাকি তাহা হইলে হয়ত নরেনের ভাল চাকুরীও দেখিতে পাইব।

৺ভূদেব মুখোপাধ্যায়

"চুঁচড়ায় কিনারায় যাঁর পীঠস্থান
হৃদয় ক্ষীরের খনি আকারে পাঠান।
হাঁসারভা খাসা বুড়ো মাথা জলনিংড়ে
নিরেট বেউড় বাঁশ ব্রাহ্মণের ধাড়ে।
ইংরাজী শিক্ষার ফুল বাঙ্গালী শিকড়ে
স্বতেজে উঠেছে উচ্চ শিখরের চূড়ে।
তকেতে তক্ষক যেন তেজে তেজপাতা
শিক্ষাব্রত সিদ্ধকাম শিক্ষকের মাথা।
বচন বংের কল ধীরে ধীরে পড়ে
দেশের দোছোট বটে—মোদ্দা কথা গড়ে
ধনে মানে কুলে যশে পদে পাকা তাল
সেকালের মাঝে এক সুন্দর প্রবাল।
নবগ্রহ পূজাকালে আগে যার ভাগ
দেখো হে পুতুল রাজা বাঙ্গালীর বাঘ।"

৺হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

'সুসভ্য ভূদেব বিজ্ঞ পণ্ডিত সুজন।
গুরু-মহাশয়-গুরু শুভ-দরশন।
বঙ্গদেশ সাহিত্যের উন্নতি সাধক।
কাটিছেন সযতনে অজ্ঞান কণ্টক।" ৺দীনবন্ধু মিত্র।

বঙ্গীয় গগনের গৌরবরবি প্রাচীন ও প্রতীচ্য সকল শাস্ত্রে সুপণ্ডিত, বঙ্গ সাহিত্য ও সমাজের শিক্ষাগুরু প্রাতঃস্মরণীয় ৺ভূদেব মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের পরিচয় নূতন করিয়া বাঙ্গালীকে দিতে হইবে না। পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রবর্ত্তনের আদিযুগে বঙ্গদেশে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য আদর্শে যখন দারুণ সংঘর্ষ বাধিয়াছিল, পরধর্ম্মের বিপুল মোহে স্বধর্ম্ম যখন বাঙ্গালীর চোখে নিতান্তই দরিদ্র, ম্লান বলিয়া অনুভূত হইতেছিল, দেশের দুর্দ্দিনে যখন শিক্ষিত অশিক্ষিত সকলেই বিজাতীয়ভাবের অনুকরণে বিভোর হইয়াছেন, শিক্ষিত বাঙ্গালী যখন বাঙ্গলা জানেন না বলিতে গৌরব বোধ করেন, সেই সঙ্কট সময়ে চরিত্রের অটল মহিমায় প্রতিভার ভাস্বর দীপ্তিতে যিনি জাতীয়তার বিজয় নিশান উড্ডীন করিয়াছিলেন—আমাদের আচার,

নীতি, আদর্শের গভীর মহিমা সুদৃঢ় যুক্তির সহায়তায় বঙ্গবাসীকে বুঝাইয়াছিলেন ;—ভারতে নবযুগের আদি প্রবর্ত্তক, স্বদেশী-মন্ত্রের আদি পুরোহিত, শক্তিশালী বাঙ্গালীর পবিত্র রচনাবলী বাঙ্গালী হইয়া যিনি না প'ড়লেন তাঁহার বাঙ্গালী জীবনই বৃথা হইল। আদর্শ শিক্ষক, আদর্শ গৃহস্থ, আদর্শ দেশভক্ত এবং আদর্শ জ্ঞানীর এরূপ একত্র সমাবেশ জগতে অতি অল্পই দৃষ্ট হয়। শিক্ষার প্রচার, সমাজের উন্নতি এবং জাতীয় গৌরবের স্মৃতি রক্ষার্থে তিনি জীবনপাত করেন। মৃত্যুকালে তাঁহার আজীবনের সঞ্চয় হইতে একলক্ষ যাটি হাজার টাকা শিক্ষা লোকহার্থে ও আর্ত্তের সাহায্যে দান করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার শিক্ষা, সমাজ, আচার বিষয়ক পুস্তকাবলী, তাঁহার সাহিত্য বিষয়ক মধুর সমালোচনা, তাঁহার 'পুষ্পাঞ্জলি', 'ঐতিহাসিক উপন্যাস' প্রভৃতি গ্রন্থ বাঙ্গালার গৌরবের বস্তু। তাঁহার অলোক-সামান্য প্রতিভা স্বজাতি প্রীতি অপূর্ব্ব চরিত্র, উদার বিচার বুদ্ধি তাঁহাকে স্বদেশ ও বিদেশে সর্ব্বপূজ্য করিয়াছেন। তিনি রাজকীয় সি, আই, ই, উপাধি পাইয়াছিলেন, ব্যবস্থাপক সভার সভ্য হইয়াছিলেন, বঙ্গবিহারের স্কুল পরিদর্শকরূপে বহু কৃতীত্ব দেখাইয়াছিলেন, কিন্তু এ সমস্ত তাঁহার গৌরব নহে। তাঁহার গৌরব তিনি স্বজাতীকে সুশিক্ষা দিয়াছিলেন, দেশে একতা আনিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। তিনি বিহার প্রদেশের আদালত সমূহে হিন্দিভাষা প্রচলন প্রবর্ত্তন করাইয়াছিলেন। সামাজিকতায় হিন্দু-মুসলমানখৃষ্টানে যিনি কোন দিন ভেদ করেন নাই—ঋষির তুল্য নৈষ্ঠিক, জ্ঞানী ভূদেবের জ্ঞানের ফল অমূল্য গ্রন্থরাজি বাঙ্গালী পঞ্জিকার মত গৃহে গৃহে রক্ষা করুন। বাঙ্গালার ঘরে ঘরে মনুষ্যত্বের প্রতিষ্ঠা হউক।

প্রাতঃস্মরণীয় ৺ভূদেব মুখোপাধ্যায় মহাশয় প্রণীত—

পারিবারিক প্রবন্ধ

"যিনি জীবনকে শান্তিময়, সুখময় করিতে চাহেন—গৃহ হইতে সর্ব্ব প্রকার অশান্তি, বিদ্বেষ, হীনতা দূর করিতে চাহেন, তিনি এ গ্রন্থ পাঠে প্রভূত সহায়তা পাইবেন। লক্ষ্য স্থির রাখিয়া কিরূপ ভাবে চলিলে মানুষ উন্নতির চরম সীমায় উন্নীত হইতে পারে, তাহার পক্ষে কিছুই অপ্রাপ্য থাকে না, আমাদের এই পবিত্রাত্মা মহাপুরুষ তাহা নিজ জীবনে দেখাইয়াছেন এবং তাঁহার পরম স্নেহের দেশবাসীর কল্যাণ জন্য লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন।

দাম্পত্য-প্রণয়, উদ্বাহ-সংস্করণ, সতীর ধর্ম্ম, সৌভাগ্য-গর্ব্ব, দম্পতী কলহ, লজ্জাশীলতা, গৃহিণীপনা, কুটম্বিতা, পিতামাতা, সন্তানের শিক্ষা, পুত্রকন্যার শিক্ষা, পুত্রবধূ, রোগীর সেবা, চাকর প্রতিপালন, পশ্বাদি পালন, অতিথি-সৎকার, স্ত্রীশিক্ষা, পরিচ্ছন্নতা, ভাইভগিনী, শিক্ষাভিত্তি, কাজকর্ম্ম, অর্থসঞ্চয়, শয়ন. নিদ্রা, ভোজন, গৃহশূন্যতা, দ্বিতীয় দারপরিগ্রহ প্রভৃতি বহু অবশ্য জ্ঞাতব্য প্রবন্ধ এই পুস্তকে আছে।

স্বর্গীয় বঙ্কিমবাবু এই পুস্তক পাঠে মুগ্ধ হইয়া লিখিয়া গিয়াছেন—"পারিবারিক প্রবন্ধ গ্রন্থকারের অসাধারণ সাংসারিক অভিজ্ঞতা প্রসূত; কখন কিরূপ ব্যবহার করিলে পারিবারিক স্বাচ্ছন্দ্য অধিক হয়, তাহা এই পুস্তক হইতে জানা যায়। স্ত্রী এবং পুরুষ উভয়ের পাঠ্য এমন সুন্দর পুস্তক বাঙ্গালা ভাষায় আর নাই।"

"আমার জীবনে যে সকল ভুল করিয়াছি, দশবৎসর পূর্ব্বেও এই পুস্তকখানি পাইলে তাহার অনেকগুলি হইতে রক্ষা পাইতাম।"—৺চন্দ্রনাথ বসু। ১৬ পেজি ডবল ক্রাউন সুন্দর স্বর্ণাঙ্কিত বাঁধাই।

মূল্য ১৷৷০ (দেড় টাকা)

ভূদেব পাব্‌লিশিং হাউস।

বিবিধ প্রবন্ধ (১ম ভাগ)

এ গ্রন্থে এই তিনখানি সংস্কৃত নাটকের—উত্তর চরিত, মৃচ্ছকটিক ও রত্নাবলীর—সুন্দর সমালোচনা আছে। উচ্চাঙ্গের সাহিত্যালোচনা—Literary criticism এর চূড়ান্ত নিদর্শন। সংস্কৃত-সাহিত্যের তিনখানি শ্রেষ্ঠ নাটকের সৌন্দর্য্য কোথায়, তাহার সুনিপুণ বিশ্লেষণ দেখিয়া কাব্য সৌন্দর্য্য নূতন করিয়া অনুভব করিবেন! নাটকীয় চরিত্রগুলি কিরূপভাবে বিশ্লেষিত হইলে নাটকের রস উপভোগে সহায়তা করে—স্বর্গীয় ভূদেববাবু তাহা প্রথম দেখাইয়া গিয়াছেন। সাহিত্যসেবীগণের এই পুস্তক পরম আদরের ধন। মূল্য বার আনা।

বিবিধ প্রবন্ধ (২য় ভাগ)

মনুষ্যসৃষ্টি, মানবজাতির সহিত দেবতার সম্পর্ক, ভাষার পর্য্যায়ক্রম, লিপির পর্য্যায়ক্রম, বাঙ্গালী সমাজ, বঙ্গ সমাজে অন্তঃশাসন, বাঙ্গালীর উদ্যম-হীনতা, অধিকারীভেদ ও স্বদেশানুরাগ, সন্তানোৎপত্তি, তন্ত্রশাস্ত্র, তন্ত্রের যাবতীয় কথা এবং সাধন প্রকরণ, যুদ্ধ প্রণালী, স্বাধীন বাণিজ্য, শান্তি ও সুখ প্রভৃতি বিবিধ বিষয়ের ৭১টি প্রবন্ধ আছে। প্রবন্ধগুলি পাণ্ডিত্যে ঝল্‌মল্‌ করিতেছে—অথচ এমনি সহজ ও প্রাঞ্জল ভঙ্গীতে লেখা যে কোথাও বুঝিতে কষ্ট হইবে না। অবিশেষজ্ঞ পাঠকও এই বিবিধ প্রবন্ধের রস সৌন্দর্য্য পূর্ণমাত্রায় উপভোগ করিয়া পরিতৃপ্ত হইবেন। প্রবন্ধ গৌরবে অতুল্য গ্রন্থ। মূল্য এক টাকা।

ভূদেব পাবলিশিং হাউস।

আচার প্রবন্ধ

দেশের জলবায়ুর উপযুক্ত এবং স্বল্প আয়াস ও স্বল্প ব্যয়সাধ্য কিরূপ বিধি পালন করিলে শরীর এবং মনের দৃঢ়তা, পটুতা ও উদারতা বৃদ্ধি হয় এবং সুদীর্ঘ জীবন লাভ করা যায় এবং কিরূপে এই জীবন সুখের হইতে পারে, তাহা এই পুস্তকে বিস্তৃতভাবে আলোচিত হইয়াছে। যেরূপ দিন কাল পড়িয়াছে, তাহাতে সকলের পক্ষেই ইহা একান্তই প্রয়োজনীয় পুস্তক। মূল্য এক টাকা।

কলিকাতা রিভিউ বলেন—৺ভূদেব মুখোপাধ্যায় মহাশয় বহু অর্থ দান করিয়া জন্মভূমির অশেষ হিতের উপায় করিয়া গিয়াছেন, কিন্তু পারিবারিক প্রবন্ধ, সামাজিক প্রবন্ধ ও আচার প্রবন্ধ প্রণয়ন করিয়া যে অমূল্য রত্নরাজী রাখিয়া গিয়াছেন, তিনি তজ্জন্য স্বদেশবাসীগণের নিকট বহুগুণ অধিক কৃতজ্ঞতার ভাজন।

শিক্ষাবিধায়ক প্রস্তাব

এ পুস্তকখানি বিদ্যালয়ের অধ্যাপকগণের, ছাত্রদিগের এবং তাহাদিগের অভিভাবকগণের বিশেষ প্রয়োজনীয়। গ্রন্থকার একজন সুপ্রসিদ্ধ শিক্ষক। বিদ্যালয়ে শিক্ষা প্রদান সম্বন্ধে এবং পরিবার মধ্যে ছাত্রবর্গের যে প্রকারে প্রতিপালন হওয়া আবশ্যক, সে বিষয়ে অনেক কথা এই পুস্তকে পাওয়া যায়। অধিকন্তু শিক্ষাদান (Art of Teaching) কার্য্যে পারদর্শী হইতে হইলে এ গ্রন্থখানির সাহায্য লওয়া অপরিহার্য্য মূল্য এক টাকা।
